দারসুল হাদীস সিরিজ

৪

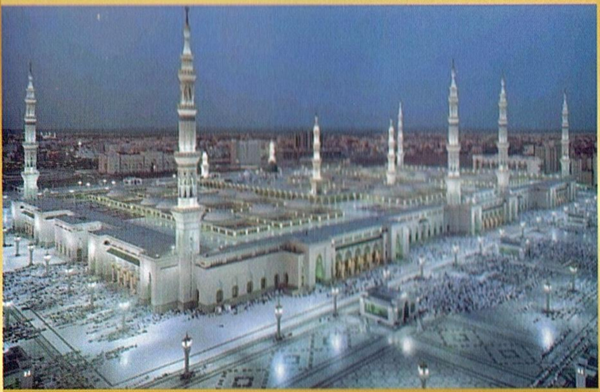

ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভুঁইয়া

দারসুল হাদীস সিরিজ

৪

ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভুঁইয়া

নূর পাবলিকেশন্স
ঢাকা

প্রকাশক
আলহাজ্জ মহিউদ্দীন আহমেদ ভুঁইয়া
নূর পাবলিকেশন্স
র‍্যাংগস অনামিকা (বি- ৩)
৯ গোপী কিশান লেন, ওয়ারী
ঢাকা- ১০০০
ফোন : ০২-৭১৬৩৭৫৮

অনলাইন পরিবেশক
www.ponnobazaarbd.com

গ্রন্থস্বত্ব : লেখকের

প্রকাশকাল : জুলাই, ২০১৯
আষাঢ়, ১৪২৬
শাওয়াল, ১৪৪০

প্রচ্ছদ : জাহাঙ্গীর আলম

মুদ্রণ : আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় : একশত বিশ টাকা মাত্র

Darsul Hadith Series : Vol. - IV Written by Dr. Mohammad Shafiul Alam Bhuiyan & Published by Noor Publications, Rangs Anamika (B-3), 9 Gopi Kishan Lane, Dhaka-1000, 1st Edition July 2019, Price Taka 120.00 only.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم.

اَلْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ. وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى الْمَبْعُوْثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ. وَعَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَعَلَى مَنْ دَعَا بِدَعْوَتِهِ وَنَهَجَ مَنْهَجَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَبَعْدُ:

দারসুল হাদীস সিরিজ-৪ প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। এ খন্ডেও আমরা কোনো প্রকার প্রাসঙ্গিক বক্তব্য ছাড়াই সরাসরি হাদীসের দারস দিয়ে শুরু করেছি।
কোনো কোনো পাঠকের পরামর্শের প্রেক্ষিতে এবার আমরা ব্যাখ্যার কলেবর একটু বাড়িয়েছি। তাছাড়া পূর্বের ন্যায় প্রথমে হাদীসটির সরল অনুবাদ, রাবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী, আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্ব, ব্যাখ্যা ও প্রাসঙ্গিক কথা এবং শিক্ষণীয় বিষয় ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করেছি। হাদীসের সূত্র উল্লেখের ক্ষেত্রে সাহীহাইনকেই আমরা প্রাধান্য দিয়েছি। আর একই রাবীর জীবনী একাধিকবার এসে থাকলে তা পূনরোল্লেখ না করে পূর্বোল্লেখিত স্থানের দিকে ইঙ্গিত করেছি।
আমাদের অজ্ঞাতেই বইটিতে কিছু মুদ্রণ ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। সম্মানিত পাঠকের কাছে এমন কিছু ধরা পড়লে তা আমাদের জানিয়ে কৃতার্থ করবেন। মহান আল্লাহ যেন আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিগুলো ক্ষমা করেন এবং এ বইকে আমাদের জন্য নাজাতের ওয়াসীলাহ বানান। সম্মানিত পাঠকদের জন্য বইটির বক্তব্য যেন সহজবোধ্য করে দেন এবং এ থেকে যথাযথ শিক্ষা গ্রহণের তাওফীক দান করেন। আমীন।

ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا}

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)
তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা হতে
তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাকো।
(আলকোরআন : সূরা আল হাশর, ৫৯ :৭)

সূচীপত্র

হাদীস নং	বর্ণনাকারী সাহাবী	হাদীসের বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
১	আবুদ দারদা (রা.)	অপরের জন্য দু'আ করার গুরুত্ব ও ফযীলত	০৭
২	আবূ হুরাইরাহ (রা.)	সালাতুল ফাজর ও সালাতুল 'আসরের শেষ সময়	১৬
৩	ইবনু 'আব্বাস (রা.)	আশুরার সাওমের মর্যাদা ও ফযীলত	২৫
৪	জাবির (রা.)	ইস্তিখারার গুরুত্ব ও এর নিয়ম	৩৪
৫	আনাস ইবন মালিক (রা.)	জামা'আতে কাতার সোজা করে দাঁড়াবার গুরুত্ব	৪২
৬	'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার (রা.)	জামা'আতে কাতার পূর্ণ করে দাঁড়ানো এবং মাঝখানে ফাঁক না রাখার গুরুত্ব	৪৯
৭	ইবনু মাস'উদ (রা.)	যে পাঁচটি বিষয়ে কিয়ামাতের দিন আমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হতে হবে	৬০
৮	হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান (রা.)	সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ না করার অশুভ পরিণতি	৭৫
৯	আবূ সা'ঈদ আলখুদরী (রা.)	অত্যাচারী শাসকদের সহযোগী হওয়ার কুফল	৮৪
১০	আবূ হুরাইরাহ (রা.)	বান্দাহর প্রতি মহান আল্লাহর মহানুভবতা	৯২
১১	আনাস (রা.)	জামা'আতে সালাত আদায়ের সময় আগের কাতার আগে পূর্ণ করার গুরুত্ব	৯৮
১২	আবূ যার (রা.)	সকল ভালো কাজের ব্যাপারেই গুরুত্ব প্রদানের প্রয়োজনীয়তা	১০৭
১৩	উম্মু সালামাহ (রা.)	বিপদ-মুসীবতে মু'মিনদের করণীয়	১১৬
১৪	আবূ হুরাইরাহ (রা.)	সালাতে রুকূ' সাজদাহ ঠিকমত করা ও তাতে ধীরস্থিরতা অবলম্বনের গুরুত্ব	১২৪
১৫	'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.)	দু:শ্চিন্তা লাঘবে মু'মিনের করণীয়	১৩৫

হাদীস নং- ১

অপরের জন্য দু'আ করার গুরুত্ব ও ফযীলত

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ. مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُوْ لِأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إِلاَّ قَالَ الْمَلَكُ. وَلَكَ بِمِثْلٍ.

হাদীসটির সরল অনুবাদঃ

আবুদ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন: যখনই কোন মুসলিম বান্দাহ তার ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে (কল্যাণের) দু'আ করে তখন ফেরেশতা বলেঃ তোমারও অনুরূপ (কল্যাণ) হোক।[১]

রাবী/বর্ণনাকারীর পরিচয়ঃ

আবুদ দারদা (রা.) এর আসল নাম 'আমির অথবা 'উয়াইমির। তবে লোকেরা 'উয়াইমির বলেই বেশি ডাকতো। কেউ কেউ এটিকে তাঁর লাকাব বলেছেন। আর আবুদ দারদা হলো তাঁর কুনিয়াত বা উপনাম। এ নামেই তিনি বেশি পরিচিত। তাঁর কন্যা দারদার নাম অনুসারে তিনি আবুদ দারদা উপনামে খ্যাত হন। তাঁর বাবার নামের ব্যাপারেও বিস্তর মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- মালিক, সা'লাবা, 'আব্দুল্লাহ ও যায়িদ ইত্যাদি। আর মায়ের নাম মুহাব্বাত বা ওয়াকিদাহ। আলমাদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের 'বালহারিস' শাখার সন্তান তিনি। বয়সের দিক থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমবয়সী বা তাঁর থেকে কিছুদিনের ছোট।

তিনি ছিলেন আরবের অন্যতম জ্ঞানী, অশ্বারোহী ও বিচারক। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি মাদীনার একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর ব্যবসা ও 'ইবাদাতের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করে যখন ব্যর্থ হন, তখন সবকিছু ছেড়ে দিয়ে একান্তভাবে আল্লাহর 'ইবাদাতে আত্মনিয়োগ করেন। (হায়াতুস সাহাবা- ২/২৯৬, আল-আ'লাম-৫/২৮১, তারীখুল ইসলাম- ২/১০৭) ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর বীরত্ব, আল্লাহভীরুতা ও পার্থিব ভোগ-বিলাসিতার প্রতি উদাসিনতার জন্য সাহাবাগণের মধ্যে তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন।

আবুদ দারদার বীরত্ব, অশ্বারোহণ ও বিজ্ঞতার স্বীকৃতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ থেকেই পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন: 'উয়াইমির

---

১. আল হুমাইদী, আল জাম'উ বাইনাস সাহীহাইন, খ. ১, পৃ. ৪৬৬, হাদীস নং- ৭৪৯

হাকিমু উম্মাতী ('উয়াইমির আমার উম্মাতের একজন মহাজ্ঞানী)। আর তাঁর অশ্বারোহণ সম্পর্কে বলেছেন: *নি'মাল ফারিসু 'উয়াইমির* ('উয়াইমির একজন চমৎকার অশ্বারোহী)। (তারিখুল ইসলাম- ২/১০৮, আল ইসাবাহ- ২/৪৪, আল ইসতী'আব- ৪/৬০) তাঁর বিজ্ঞতাসূচক অনেক বাণী বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়।

আলমাদীনার একজন স্থায়ী বাসিন্দা এবং বিজ্ঞজন হওয়া সত্ত্বেও আবুদ দারদার ইসলাম গ্রহণে একটু বিলম্ব হয়। এটি সম্ভবত এ কারণে যে, তিনি ভালোভাবে জেনে-শুনে ও ভেবে চিন্তে ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাদীনায় আগমণেরও প্রায় এক বছর পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে এই এক বছর পেছনে পড়ার কারণে তিনি পরবর্তীতে অনুশোচিত হন। তাই তিনি আফসোস করে বলতেন: এক মুহূর্তের প্রবৃত্তির দাসত্ব দীর্ঘকালের অনুশোচনার জন্ম দেয়। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পেছনে একটি কাহিনী বর্ণিত আছে। যার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

প্রখ্যাত শহীদ সাহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহার (রা.) সাথে জাহিলী যুগ থেকেই আবুদ দারদার (রা.) বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। 'আব্দুল্লাহ আগে ভাগেই ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু আবুদ দারদা পৌত্তলিকতার উপর অটল থাকেন। তবে 'আব্দুল্লাহর সাথে সম্পর্ক পূর্বের মতই বজায় রাখেন। 'আব্দুল্লাহও বন্ধুকে ইসলামে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরই চেষ্টায় আবুদ দারদা ইসলাম গ্রহণ করেন।

হিজরী দ্বিতীয় সালে বদর যুদ্ধের সময়কার ঘটনা। একদিন অতি প্রত্যুষে ঘুম থেকে জেগেই আবুদ দারদা তাঁর প্রতিমাটির কাছে গেলেন। সেটি রাখা ছিলো বাড়ির সবচেয়ে ভালো ঘরটিতে। তিনি প্রথমে তার প্রতি আদাব ও সম্মান প্রদর্শন করলেন। নিজের বিশাল দোকানের সর্বোত্তম সুগন্ধি তেল তার গায়ে ভালো করে মালিশ করলেন। তারপর গতকালই ইয়ামেন থেকে আগত একজন ব্যবসায়ী তাঁকে যে রেশমী কাপড়টি উপহার দিয়েছিল তা দিয়ে খুব সুন্দরভাবে প্রতিমাটিকে ঢেকে রাখেন। অত:পর একটু বেলা হলে তিনি দোকানের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যান। যাওয়ার পথে তিনি দেখেন, মাদীনার অলি-গলি, রাস্তা-ঘাট সর্বত্রই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গী-সাথীরা গিজ গিজ করছেন। তাঁরা দলে দলে বদর যুদ্ধ থেকে ফিরছেন। আর তাঁদের আগে আগে চলছে কোরাইশ বন্দীরা। তিনি তাঁদের এড়িয়ে পথ চলতে লাগলেন। কিন্তু হঠাৎ খাযরাজ গোত্রের এক যুবক তাঁর সামনে এসে পড়লো। তিনি যুবকের কাছে 'আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহার কুশল জিজ্ঞেস করলেন। যুবকটি বললো- বদরে তিনি দারুণ যুদ্ধ করেছেন এবং গাণীমাতের মাল নিয়ে নিরাপদে মাদীনায় ফিরেছেন। একথা শুনে এসে আবুদ দারদা দোকানে গিয়ে বসলেন।

এদিকে 'আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা বদর থেকে ফিরে তাঁর ভাই আবুদ দারদার বাড়িতে তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়েছেন। বাড়িতে ঢুকে তিনি দেখলেন, আবুদ দারদার স্ত্রী বসে বসে চুলে চিরুনী করছেন। কুশল বিনিময়ের পর 'আব্দুল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন: আবুদ দারদা কোথায়? তিনি বললেন: আপনার ভাই এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন। এরপর তিনি 'আব্দুল্লাহকে ঘরে বসতে দিয়ে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এদিকে 'আব্দুল্লাহ একটি হাতুড়ি হাতে তুলে নিয়ে যে ঘরে প্রতিমাটি ছিল সেখানে ঢুকে গেলেন এবং বিভিন্ন শাইতানের নামের একটি কাসীদাহ আবৃত্তি করতে করতে হাতুড়ির আঘাতে মুর্তিটি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলেন। কাসীদাটির শেষাংশ ছিল নিম্নরূপ-

(أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللّٰهَ بَاطِلٌ) ওহে সাবধান! আল্লাহ ছাড়া (আর যত কিছুই ডাকা হোক না কেন) সবই বাতিল ও অসার।

আবুদ দারদার স্ত্রী হাতুড়ির আঘাতের শব্দ শুনে ছুটে এসে ঘটনাটি দেখে চেঁচিয়ে বলে ওঠেন: ওহে ইবন রাওয়াহা! আপনি আমার সর্বনাশ করেছেন। 'আব্দুল্লাহ কোন জবাব না দিয়ে এমনভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন যেন কিছুই ঘটেনি বা তিনি কিছুই জানেন না।

আবুদ দারদা বাড়ি ফিরে দেখলেন, তাঁর স্ত্রী বসে বসে কাঁদছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে? বললেন: আপনার ভাই 'আব্দুল্লাহ এসে ঐ দেখুন কী কান্ডই না ঘটিয়ে গেছেন। আবুদ দারদা প্রথমত: বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তারপর গভীরভাবে চিন্তা করার পর আপন মনে বলে ওঠেন: যদি এ প্রতিমার মধ্যে সত্যি সত্যি কোন কল্যাণ থাকতো, তাহলে সে নিজেকে রক্ষা করতো। এরপর তিনি 'আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহাকে সঙ্গে করে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যান এবং ইসলাম কবুল করেন। (সুয়ারুন মিন হায়াতিস সাহাবা- ৩/৯৫-১০০, হায়াতুস সাহাবা- ১/২৩২-২৩৩, ৩/৩৮৪) এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালমান আল ফারিসীর সাথে তাঁর দীনী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে দেন।

ওহুদ যুদ্ধে আবুদ দারদা (রা.) একজন অশ্বারোহী সৈনিক হিসেবে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। এই যুদ্ধে রাসূলের নির্দেশে তিনি প্রতিপক্ষের একটি অশ্বারোহী বাহিনীকে একাই তাড়িয়ে দেন। সেদিন রাসূল তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতা দেখে পুলকিত হন এবং মন্তব্য করেন: "নি'মাল ফারিসু 'উমাইর" ('উমাইর এক চমৎকার ঘোর সওয়ার)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় যে পাঁচজন আনসার সাহাবী সমগ্র কোরআন সংগ্রহ করেন আবুদ দারদা (রা.) ছিলেন তাঁদের একজন। আলকোরআনের শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে 'উমার (রা.) এর

খিলাফতকালে তিনি মাদীনাহ ছেড়ে শামে চলে যান এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তিনি অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। বার্ধক্যে দাড়িতে খিজাব লাগাতেন। তিনি খুবই অনাড়ম্বর ও সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন।

'উসমান (রা.) এর খিলাফতকালে শামের গভর্ণর মু'আবিয়া (রা.) খলীফার নির্দেশে আবুদ দারদা (রা.) কে দিমাশ্কের কাজী নিয়োগ করেন। মু'আবিয়া (রা.) কখনো সফরে গেলে তাঁকেই স্থলাভিষিক্ত করে যেতেন। তাঁর দুই ছেলে ও দুই মেয়ের কথা জানা যায়। তাঁরা হলেন- বিলাল, ইয়াযীদ, দারদা ও নুসাইবা। প্রখ্যাত তাবি'ঈ সাফওয়ান ইবন 'আব্দিল্লাহর সহধর্মিনী ছিলেন দারদা। ইয়াযীদ ইবন মু'আবিয়া (রা.) এর পক্ষ থেকে দারদা (রা.) কে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে আবুদ দারদা (রা.) সে প্রস্তাব নাকচ করে দেন। পরে অতি সাধারণ অথচ দীনদার মুসলিমের সাথে তিনি তাঁকে বিয়ে দেন।

হিজরী ৩২ সালে তিনি দিমাশ্কে ইন্তিকাল করেন। দিমাশ্কের 'বাবুস সাগীর' এর নিকট তাঁকে সমাহিত করা হয়। পরবর্তীতে তাঁরই পাশে তাঁর স্ত্রী উম্মুদ দারদাকেও দাফন করা হয় বলে জানা যায়।

হাদীসটির আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্ব:

হাদীসটিতে একে অপরের জন্য দু'আ করার ফযীলত ও গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামী জীবন বিধানে এক মুসলিম সর্বদা আরেক মুসলিমের কল্যাণকামী হবে। সে নিজে অপর ভাইয়ের কল্যাণ করার চেষ্টা করবে। নিজে তা না পারলেও মহান প্রভুর কাছে তার কল্যাণের জন্য দু'আ করবে। মোটকথা, অপর মুসলিমের জন্য কল্যাণের দু'আ করা মুসলিমদের একটি সার্বক্ষণিক দায়িত্ব।

ইসলাম কল্যাণের বিধান। এ বিধান মানুষকে পরস্পরের কল্যাণকামী হতে শিখায়। এ কারণেই ইসলাম সাক্ষাৎ হওয়া মাত্রই তার সাথে সালাম বিনিময়ের নির্দেশ দিয়েছে। যে আগে সালাম দেয় তাকে অধিক সাওয়াবের অধিকারী বলা হয়েছে। আর যিনি প্রথমে সালাম দিতে ব্যর্থ হন তাকে সালামের জবাবে ততটুকু দু'আ অথবা তার চেয়ে অধিক দু'আ সহকারে জবাব দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً.

"যখন কেউ তোমাদেরকে সম্মানের সাথে অভিবাদন জানায় (সালাম দেয়), তখন এর চেয়ে আরো ভালোভাবে অভিবাদন জানাও (সালামের জবাব দাও)। অথবা

(কমপক্ষে) ততটুকুই ফেরত দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের হিসেব নিয়ে থাকেন"।[২]

এভাবে একজন মু'মিনকে সর্বদা অপর মু'মিনের কল্যাণকামী ও তার হিতাকাংখী হতে হয়। বিশেষ করে ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ করলে সে দু'আয় কোন লোক দেখানোর মনোভাব কিংবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে খুশী করার তৎপরতা থাকে না। তাই এটি সাক্ষাতে দু'আর চেয়ে ভালো। এটি মহান আল্লাহর কাছেও অধিক গ্রহণযোগ্য। এ কারণেই অপর এক হাদীসের বর্ণনামতে কারো জন্য তার অনুপস্থিতিতে দু'আ করলে সে দু'আ মহান আল্লাহর কাছে কবুল হয়। যেমন-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: دَعْوَتَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمَرْءِ لأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ.

ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: দুই ব্যক্তির দু'আর মাঝে এবং আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা থাকে না। মাযলূম বা অত্যাচারিতের দু'আ এবং কোন ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার অপর ভাইয়ের দু'আ।[৩]

আমাদের আলোচ্য হাদীসেও অপর ভাইয়ের কল্যাণ চাইতে বলা হয়েছে। বিশেষ করে তার অনুপস্থিতিতে তার কল্যাণের জন্য দু'আ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। তাই মু'মিন জীবনে হাদীসটির গুরুত্ব অপরিসীম।

হাদীসটির ব্যাখ্যা:

হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের উদ্দেশ্যে এক সাধারণ ঘোষণা দিয়ে বলেছেন যে, যখনই কোন মুসলিম বান্দাহ তার ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে তার কল্যাণের জন্য দু'আ করে, তখন ফেরেশতা বলে: তোমারও অনুরূপ (কল্যাণ) হোক। অর্থাৎ ফেরেশতাও তার জন্য মহান রাব্বুল 'আলামীনের কাছে অনুরূপ কল্যাণ কামনা করে।

হাদীসটিতে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়। আর তা হলো-

প্রথমত: অনির্দিষ্টবাচক শব্দ প্রয়োগ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে, যে কোন বান্দাহ যখন তার যে কোন ভাইয়ের জন্য, যে কোন ধরনের কল্যাণের দু'আ করে, তখন ফেরেশতা তার জন্য অনুরূপ কল্যাণের দু'আ করে। এভাবে বলার মাধ্যমে বিষয়টির ব্যাপকতা প্রমাণিত হয়েছে। কোন

---

২. আলকোরআন: সূরা আন্ নিসা, ৪:৮৬

৩. আল মু'জামুল কাবীর, খ. ১১, পৃ. ১১৯, হাদীস নং- ১১২৩২

ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দল, লিঙ্গ, শ্রেণি বা পেশার সাথে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থাকেনি। অথবা বিশেষ কোন সময়ের গন্ডিতেও একে আবদ্ধ করা হয়নি।

দ্বিতীয়ত: কারো জন্যে অকল্যাণের দু'আ করা যাবে না। কেননা এই হাদীসে দু'আ শব্দের পর 'লাম' বর্ণ ব্যবহার করার ফলে তা কল্যাণের দু'আর অর্থ প্রদান করছে। আর যদি 'আলা শব্দ প্রয়োগ করা হতো তাহলে তা অকল্যাণের দু'আ বুঝাতো।

তৃতীয়ত: হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'তার ভাইয়ের জন্য' বললেও মূলত: এর দ্বারা শুধু ভাই বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং ভাই এবং বোন সকলেই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। মু'মিনদের স্বাভাবিক সম্পর্ক হলো ভ্রাতৃত্বের। এখানে তাই ভাইয়ের কথা বলে অপরাপর সকল মু'মিন নর এবং নারীকে বুঝানো হয়েছে।

চতুর্থত: সামনাসামনি দু'আ করার চেয়ে অগোচরে দু'আ করার অধিক ফযীলত প্রমাণিত হয়েছে। তবে সামনাসামনি দু'আর ব্যাপারে নিরোৎসাহিতও করা হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এবং তাঁর সাহাবীগণও অনেককে সামনাসামনি দু'আ করেছেন।

পঞ্চমত: উপস্থিত-অনুপস্থিত, পরিচিত-অপরিচিত, আত্মীয়-অনাত্মীয়, ছোট-বড় নির্বিশেষে সকল মুসলিম ভাই কিংবা বোনের জন্যই কল্যাণের দু'আ করা উচিত। কেননা তার কল্যাণও প্রকারান্তরে দু'আকারীরই কল্যাণ হিসেবে গণ্য হবে।

ষষ্ঠত: অপরের কল্যাণ কামনা করলে নিজের আরো বেশি কল্যাণ লাভ হয়। কেননা গুনাহগার হিসেবে আমাদের দু'আ যতটুকু কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তার চেয়েও অধিক কার্যকর হবে আমাদের জন্য ফেরেশতাদের দু'আ। কেননা তারা নিষ্পাপ এবং সদা মহান আল্লাহর অনুগত।

পরস্পরের কাছে কল্যাণের দু'আ চাওয়া এবং পরস্পরের জন্য কল্যাণের দু'আ করা দু'টোই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাহাবাগণ একে অপরের কাছে কল্যাণের দু'আ চাইতেন এবং নিজেরাও অপরের কল্যাণের জন্য দু'আ করতেন। কারো অনুপস্থিতিতে তার কল্যাণের জন্য দু'আ করার ফযীলত সংক্রান্ত আরো অনেক বর্ণনা রয়েছে। যেমন-

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ: قَدِمْتُ الشَّامَ، فَأَتَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءَ فِيْ مَنْزِلِهِ فَلَمْ أَجِدْهُ، وَوَجَدْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءَ، فَقَالَتْ: أَتُرِيْدُ الْحَجَّ الْعَامَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَادْعُ لَنَا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ: دَعْوَةُ الْمَرْءِ

الْمُسْلِمِ لِأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ، كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيْهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِيْنَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ.

সাফওয়ান ইবন 'আব্দুর রহমান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একবার শামে এসে আমি আবুদ দারদার (রা.) বাড়িতে আসলাম। কিন্তু তাঁকে পেলাম না। উম্মুদ দারদা (রা.) কে পেলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কি এবার হাজ্জ করতে যাবে? আমি বললাম: হ্যাঁ। তিনি বললেন: তাহলে আমাদের জন্য কল্যাণের দু'আ করবে। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন: কোন মুসলিম ব্যক্তির তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ গ্রহণযোগ্য হয়। তার মাথার কাছে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা থাকে। যখনই সে তার ভাইয়ের জন্য কোন কল্যাণের দু'আ করে, তখন সেই দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা বলে: আমীন, তোমারও যেন অনুরূপ কল্যাণ হয়।[৪]

عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ حَدَّثَنِيْ سَيِّدِيْ أَبُو الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ آمِيْنَ وَلَكَ بِمِثْلٍ.

উম্মুদ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমার সাইয়্যিদ আবুদ দারদা (রা.) আমাকে বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন: কোন ব্যক্তি যখন তার ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দু'আ করে তখন মালাইকাগণ বলেন: আমীন, তোমারও অনুরূপ হোক।[৫]

উল্লেখ্য যে, মালাইকাগণ হলেন মহান আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাহ। তাই তাদের দু'আ মহান আল্লাহর কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য। অতএব যেসব আমলের মাধ্যমে মালাইকাদের দু'আ লাভ করা যায় সেগুলো আমাদের অবশ্যই লুফে নেয়া উচিত।

কাউকে দু'আ করতে শুনলে আমীন বলা সুন্নাত:

কারো সামনে কেউ অপরের জন্য দু'আ করলে তিনিও তাতে সায় দিয়ে আমীন বলবেন। এমনিভাবে যে কোন কল্যাণ প্রার্থনা করে কাউকে দু'আ করতে শুনলে তাতে আমীন বলতে হয়। সূরা আলফাতিহা তিলাওয়াতের পর আমরা যে আমীন

৪. আল হুমাইদী, আল জাম'উ বাইনাস সাহীহাইন, খ. ৪, পৃ. ৩২০, হাদীস নং-৩৫৭৪; সাহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২০৯৪, হাদীস নং-২৭৩২; আল মু'জামুল কাবীর, খ. ২৪, পৃ. ২৫৪, হাদীস নং-৬৫১

৫. সুনান আবী দাউদ, খ. ২, পৃ. ৮৯, হাদীস নং- ১৫৩৪

বলি তাও এ কারণেই। আমাদের তিলাওয়াতের পর ফেরেশতাগণও আমীন বলেন।

আমীন এর অর্থ হলো (ইস্তাজিব) কবুল করুন। মহান আল্লাহর কাছে কোন প্রার্থনার বেলায় এটি বলার বিধান রয়েছে। কাউকে কোন কল্যণের ব্যাপারে কামনা করতে শুনলে শ্রোতারা বলবে আমীন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ যেন তার জন্য সেই কল্যাণটি কবুল করেন। সূরা আল ফাতিহা মূলত: একটি কল্যাণের দু'আ। এতে মহান আল্লাহর কাছে বান্দাহ হিদায়াতের সরল সঠিক পথ কামনা করে। এই হিদায়াত আল্লাহ ছাড়া আর কেউ করার ক্ষমতা রাখে না। তাই যে কোন সময় এই সূরাটি তিলাওয়াতের পর আমীন বলা সুন্নাত। তাছাড়া সালাতের মধ্যে সূরা আল ফাতিহা তিলাওয়াতের পরও আমীন বলা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও সালাতে ফাতিহা পাঠ শেষে আমীন বলতেন। এ প্রসঙ্গে অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَلَا {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ} قَالَ آمِيْنَ حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ يَلِيْهِ مِنَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ.

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 'গাইরিল মাগদূবি 'আলাইহিম ওয়ালাদ দোয়াল্লীন' তিলাওয়াত শেষ করতেন, তখন তিনি এমনভাবে আমীন বলতেন যে তাঁর পেছনে প্রথম সারিতে যারা থাকত তারা তা শুনতে পেত।[৬]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النبي صلى الله عليه وسلمَ فَلَمَّا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضآلينَ فَقَالَ آمِيْنَ.

'আব্দুল্লাহ ইবনুল জাব্বার ইবনু ওয়াইল (রা.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তার পিতা বলেন: আমি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে সালাত আদায় করেছি। তিনি 'গাইরিল মাগদূবি 'আলাইহিম ওয়ালাদ দোয়াল্লীন' বলার পর বলেছেন আমীন।[৭]

সুতরাং ইমাম কিংবা অন্য কোন তিলাওয়াতকারী যখন সূরা আলফাতিহার মাধ্যমে দু'আ পড়ে তখন শ্রোতাদের উচিত আমীন বলা। এছাড়াও কেউ কারো জন্যে দু'আ করলে আমীন বলা উচিত। এর মাধ্যমে অতি সহজেই নিজেকেও সেই দু'আয় শামিল করে নেয়া যায়।

---

৬. সুনান আবী দাউদ, খ. ১, পৃ. ২৪৬, হাদীস নং- ৯৩৪
৭. মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবাহ, খ. ২, পৃ. ১৮৭, হাদীস নং- ৭৯৫৯

হাদীসটির শিক্ষা:

- একজন মু'মিন সর্বদাই অপর মু'মিনের কল্যাণকামী হয়।
- কারো জন্য তার সামনেও দু'আ করতে দোষ নেই; তবে কারো অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ করা অধিকতর কল্যাণকর।
- মালাইকাগণ আমাদের কল্যাণকামী। তারা আমাদের কল্যাণের জন্য দু'আ করেন।
- কারো জন্য দু'আ অথবা কল্যাণসূচক কোনো বাক্য শুনলে আমীন বলা উচিত।
- ব্যক্তিগতভাবে এবং চুপিসারে সূরা আল ফাতিহা পড়ার পরও আমীন বলা উচিত।
- কেউ কারো জন্য কল্যাণ কামনা করলে তার উচিত আমীন বলা।
- পরস্পরের কল্যাণ কামনা করা ইসলামের এক অনবদ্য শিক্ষা।
- অপরের জন্য কল্যাণ চাইলে নিজের আরো বেশি কল্যাণ লাভ হয়।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে হিদায়াতের পথে চলার তাওফীক দিন। তাঁর কাছে বেশি বেশি করে চাওয়ার এবং পাওয়ার মনোবাঞ্ছা দান করুন। নিজের মধ্যে সর্বদা হিদায়াত প্রাপ্তির আকাংখা নসীব করুন। নিজের কল্যাণের পাশাপাশি অপর ভাইয়ের জন্যও কল্যাণ কামনা করার মানসিকতা দান করুন। আমীন।।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

------o------

শাস্ত্রে সর্বাধিক অবদান রাখতে সক্ষম হন। তিনি ছিলেন প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তাছাড়া প্রশাসনিক কোন দায়দায়িত্ব না থাকার কারণে তিনি কেবল হাদীস চর্চায় একান্তে মনোনিবেশ করার সুযোগ পান। তাঁর নিকট থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৭৪ টি।
প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনু হাজার আল'আসকালানী (রহ.) এর মতে, তিনি তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হাফিযে হাদীস ছিলেন। ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন যে, প্রায় ৮০০ সাহাবী এবং তাবি'ঈর নিকট থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে জাবির (রা.), ইবনু 'আব্বাস (রা.), আসমা (রা.) এবং ইবনু 'উমার (রা.) প্রমুখ সাহাবী রয়েছেন। হিজরী ৫৭ সালে ৭৮ বছর বয়সে তাঁর ইন্তিকাল হয়।

হাদীসটির আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্ব:
হাদীসটিতে সালাতুল ফাজর ও সালাতুল 'আসরের শেষ সময় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামের মৌলিক বিধানগুলোকে সুনির্দিষ্ট সময়ের সাথে বেঁধে দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে সালাতের বিধান এমনভাবে সময়ের গন্ডিতে বেঁধে দেয়া হয়েছে যে, এর শুরু এবং শেষ দু'টোই মহান আল্লাহ কর্তৃক সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত। জিবরীল আমীন এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাতের শুরু এবং শেষ সময় দেখিয়ে গেছেন। এ প্রসঙ্গে সাহীহ এবং সুনানের গ্রন্থগুলোতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي اللَّهُ عنه قال قال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: أَمَّنِي جِبْرِيلُ في الصَّلاةِ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِين زَاغَتِ الشَّمْسُ وَصَلَّى الْعَصْرَ حين كانت قَامَةً وَصَلَّى الْمَغْرِبَ حين غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ حين غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الصُّبْحَ حين طَلَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ أَمَّنِي في الْيَوْمِ الثَّانِي فَصَلَّى الظُّهْرَ وَفَيْءُ كل شَيْءٍ مِثْلُهُ وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالْفَيْءُ قَامَتَانِ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ سَاعَةَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ إلى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ وَصَلَّى الصُّبْحَ حين كَادَتِ الشَّمْسُ تَطْلُعُ ثُمَّ قال الصَّلاةُ فِيمَا بين هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ.

আবূ সা'ঈদ আলখুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: জিবরীল (আ.) সালাতে (দুই দিন) আমার ইমামতি করেছেন। (প্রথম দিন) তিনি সূর্য (পশ্চিমাকাশে) হেলার পর পর যোহর পড়লেন। (বস্তুর) ছায়া তার সমান হওয়ার পর 'আসর পড়লেন। সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর পর মাগরিব পড়লেন। (পশ্চিমাকাশের) রক্তিমাভা বিদূরিত হওয়ার পর 'ইশা পড়লেন। আর ফাজর উদিত হওয়ার (সুবহি সাদিকের) পর সকালের সালাত পড়লেন। এরপর দ্বিতীয় দিন আবার আমার ইমামতি করলেন। তখন তিনি যোহর পড়লেন এমন সময় যখন (বস্তুর) ছায়া তার সমান থাকে।

'আসর পড়লেন এমন সময় যখন (বস্তুর) ছায়া দ্বিগুণ হয়। মাগরিব পড়লেন সূর্য ডুবে যাওয়ার পর। 'ইশা পড়লেন রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পর। আর সকালের সালাত পড়লেন সূর্য উদিত হওয়ার আগ মুহূর্তে। এরপর তিনি বলেছেন: সালাত এই দুই সময়ের মাঝে আদায় করতে হবে।[৯]
অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّنِيْ جِبْرِيْلُ عِنْدَ الْبَيْتِ فَصَلَّى بِيْ الظُّهْرَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ بِقَدْرِ الشِّرَاكِ ثُمَّ صَلَّى بِيْ الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ثُمَّ صَلَّى بِيْ الْمَغْرِبَ حِيْنَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّى بِيْ الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى بِيْ الْفَجْرَ حِيْنَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ . قَالَ ثُمَّ صَلَّى بِيْ الْغَدَ الظُّهْرَ حِيْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ثُمَّ صَلَّى بِيْ الْعَصْرَ حِيْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى بِيْ الْمَغْرِبَ حِيْنَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّى بِيْ الْعِشَاءَ فِيْ ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ ثُمَّ صَلَّى بِيْ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَكَ اَلْوَقْتُ فِيْمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ.

ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: জিবরীল (আ.) বাইতুল্লাহর কাছে (সালাতে দুই দিন) আমার ইমামতি করেছেন। (প্রথম দিন) তিনি সূর্য (পশ্চিমাকাশে) হেলার পর পর আমাকে নিয়ে যোহর পড়লেন। অত:পর (বস্তুর) ছায়া তার সমান হওয়ার পর আমাকে নিয়ে 'আসর পড়লেন। অত:পর রোযাদার যখন ইফতার করে তখন আমাকে নিয়ে মাগরিব পড়লেন। অত:পর (পশ্চিমাকাশের) রক্তিমাভা বিদূরিত হওয়ার পর আমাকে নিয়ে 'ইশা পড়লেন। তারপর আমাকে নিয়ে ঐ সময় ফাজর পড়লেন যখন রোযাদারের জন্য পানাহার হারাম হয়ে যায়। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন) এরপর পরের দিন তিনি আমাকে নিয়ে এমন সময় যোহর পড়লেন যখন (বস্তুর) ছায়া তার সমান থাকে। এরপর আমাকে নিয়ে এমন সময় 'আসর পড়লেন যখন (বস্তুর) ছায়া দ্বিগুণ হয়। এরপর আমাকে নিয়ে এমন সময় মাগরিব পড়লেন যখন রোযাদার ইফতার করে। তারপর আমাকে নিয়ে 'ইশা পড়লেন রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পর। অত:পর (দিনের আলো) স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর আমাকে নিয়ে ফাজর পড়লেন এবং আমার দিকে ফিরে বললেন: হে মুহাম্মাদ! এ হলো তোমার পূর্বেকার নাবীদের (সালাত আদায়ের) সময়। কাজেই এই দুই সময় সীমার মাঝেই সালাত আদায় করবে।[১০]

---

৯. আলমু'জামুল কাবীর, খ. ৬, পৃ. ৩৭, হা. নং- ৫৪৪৩
১০. মুসান্নাফ 'আব্দুর রায্যাক, (باب المواقيت) খ. ১, পৃ. ৫৩১, হা. নং- ২০২৮

যোহরের ওয়াক্ত শুরুর আগ মুহূর্তে তথা ঠিক দ্বিপ্রহরে এবং ফাজর ও 'আসরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার সময় তথা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় যেহেতু সালাত আদায় করা নিষেধ, তাই ফাজর ও 'আসরের অনাদায়ী সালাতকে কতক্ষণ পর্যন্ত আদায় করা যাবে সে বিষয়টি নিরুপণ হয়ে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলোচ্য হাদীসে এই দুই সালাতের শেষ সময় নির্ধারন করে দিয়েছেন। তাই হাদীসটি মু'মিনদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হাদীসটির ব্যাখ্যা:

হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে, তোমাদের কেউ যদি সূর্য ডুবার আগে সালাতুল 'আসরের একটি সাজদাহ পায়, তাহলে সে যেন তার সালাত পূর্ণ করে। আর যদি সূর্য উঠার আগে সালাতুস্ সুবহের একটি সাজদাহ পায়, তাহলে সে যেন তার সালাত পূর্ণ করে। এখেকে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় ফুটে উঠে:

- সূর্য ডুবা সালাতুল 'আসরের শেষ সময় এবং সূর্য উদয় হওয়া সালাতুল ফাজরের শেষ সময়। তাই সূর্য ডুবতে শুরু করার আগেই সালাতুল 'আসর পড়ে নেয়া উচিত এবং সূর্য উঠতে শুরু করার আগেই সালাতুল ফাজর পড়ে নেয়া উচিত।
- তবে সময় শেষ হয়ে যাবার আগেই যদি কেউ সেই দিনের 'আসরের সালাত এবং ফাজরের সালাত শুরু করতে পারে তাহলে সে যেন তা পূর্ণ করে; নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সালাতটি শেষ করতে না পারার ভয়ে ফেলে না রাখে।
- সালাতের সকল কার্যাবলীর মধ্যে সাজদাহ হলো সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তাই একটি সাজদাহ যদি সময়ের মধ্যে আদায় হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সেই সালাতটি সময়ের মধ্যেই আদায় হয়েছে বলে গণ্য হবে।
- দিন শুরুর আগে শেষ সালাত হলো সালাতুল ফাজর এবং রাত শুরুর আগে শেষ সালাত হলো সালাতুল 'আসর। রাত ও দিনের দু'টো প্রান্তিক মুহূর্তের আগে এই দু'টি সালাতের সময় শেষ হয়ে যায় বিধায় হাদীসে এই দু'টি সালাতের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
- এই দু'টি সালাতের কথা হাদীসটিতে বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ এও হতে পারে যে, এগুলোর ব্যাপারে মানুষের মধ্যে বেশি অবহেলা দেখা যায়। খেলাধুলা আর কাজকর্ম নিয়ে মানুষ 'আসরের সময় ব্যস্ত থাকে; আর ফাজরের সময় অনেকে ঘুমে মগ্ন থাকে।
- সূর্য উদয় ও অস্তের সময় সূর্য পূজারীরা সূর্যকে সাজদাহ করে। ইসলামে তাই সে সময়ে সালাত আদায় করতে বারণ করা হয়েছে।
- সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে সময় মেনে চলা অত্যাবশ্যক। তাই প্রতিটি সালাতেরই শুরু এবং শেষ সময় সম্পর্কে অবহিত হয়ে সালাত আদায় করতে হবে।

- সকল সালাতই সময়ের শুরুতে আদায় করে নেয়া উত্তম। তবে বিশেষ কোন কারণে বিলম্ব হয়ে গেলে, সময়ের শেষ ভাগে এসে শুরু করতে পারলেও তা আদায় করে নেয়া উচিত।

ইমাম বুখারী, ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম বাইহাকী (রহ.) এ বিষয়ে আলাদা অধ্যায় রচনা করে এর সমার্থক হাদীস নিয়ে এসেছেন। যেমন-

عن ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: لَا يَتَحَرَّى أحدكم فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ولا عِنْدَ غُرُوبِهَا.

ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: তোমাদের কেউ যেন সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময় সালাতের সুযোগ না খোঁজে।[১১]

عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أَدْرَكَ من الصُّبْحِ رَكْعَةً قبل أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ من الْعَصْرِ رَكْعَةً قبل أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি সূর্য উঠার আগে সকালের সালাতের এক রাক'আত পেল, সে সকালের সালাত পেল। আর যে ব্যক্তি সূর্য ডুবার আগে 'আসরের এক রাক'আত পেল, সে 'আসরের সালাত পেয়ে গেল।[১২]

ইমাম তিরমিযী (রহ.) সহ মুহাদ্দিসীনদের মতে, হাদীসটির প্রয়োগ সর্বাবস্থায় সকলের জন্য প্রযোজ্য নয়। বরং এটি কেবল ওজর থাকা সাপেক্ষে প্রযোজ্য। যেমন, কারো ঘুমিয়ে থাকা কিংবা ভুলে যাওয়ার কারণে যদি এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাহলে সে তৎক্ষণাত সালাতটি আদায় করতে শুরু করে দেবে। এমতাবস্থায় সে একটি সাজদাহ পেলেও ঐ সালাতটি পেয়েছে বলেই গণ্য হবে।

সময়মত সালাত আদায়ের গুরুত্ব:

ঈমান আনার পর সালাত ইসলামের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিধান। সাহীহ হাদীসে সালাতকেই মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো ব্যক্তির ঈমানের যথার্থতা প্রমাণ করে তার সালাত। যার সালাত যত সুন্দর ও সঠিক, তিনি তত ভাল মু'মিন। সালাত ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী বিষয়। ইচ্ছাকৃত সালাত বর্জন করতে থাকলে ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়। কিন্তু এই সালাত যে যার ইচ্ছামত যখন তখন পড়লে হবেনা। বরং একে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট সময়ের সাথে বেঁধে দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে:

---

১১. সাহীহুল বুখারী, (بَاب لَا يتحرى الصَّلَاةُ قبل غُرُوبِ الشَّمْسِ) খ. ১, পৃ. ২১২, হা. নং- ৫৬০
১২. সুনানুত্ তিরমিযী, (بَاب ما جاء فِيمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً من الْعَصْرِ قبل أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ) খ. ১, পৃ. ৩৫৩, হা. নং- ১৮৬; সুনানুল বাইহাকী, খ. ১, পৃ. ১৯৬, হা. নং- ২৬৮

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً.

"নিশ্চয় সুনির্দিষ্ট সময়ে মু'মিনদের জন্য সালাতকে অবধারিত করা হয়েছে"।[১৩]

সমস্ত বাহ্যিক আমলের মধ্যে সালাতের স্থান সর্বপ্রথম। সালাতের মাধ্যমেই ব্যক্তির ঈমানের সত্যায়ন হয়। সালাত আদায় করলে ঈমানের দাবীতে সে সত্যবাদী বলে প্রমাণিত হয়। আর ইচ্ছাকৃত সালাত না পড়লে তার এ দাবী অসত্য বলে গণ্য হয়। কিয়ামাতের দিন সালাতের ব্যাপারেই বান্দাহকে সর্বপ্রথম জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যারা ইচ্ছাকৃতভাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সালাত আদায় করে না তাদের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। তাই যারা সময়মত সালাত আদায় করে তারাই সর্বোত্তম মু'মিন। মহান আল্লাহর কাছে তারাই সর্বাপেক্ষা উত্তম। আর তাদের পক্ষেই মহান আল্লাহর অন্যান্য নির্দেশাবলীর যথাযথ গুরুত্ব দেয়া সম্ভব। যাদের সালাত সঠিক, তাদের অন্যান্য সব কাজও সচরাচর সঠিক হয়ে থাকে। আর যাদের সালাতের ব্যাপারে অবহেলা থাকে, তাদের অন্যান্য সব ধরনের দায়িত্ব পালনেও অবহেলা পরিলক্ষিত হয়। সালাত যাবতীয় অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে মানুষকে বাঁচতে সাহায্য করে। মহাগ্রন্থ আলকোরআনে ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ.

"নিশ্চয় সালাত যাবতীয় অশ্লীলতা ও অন্যায় থেকে বিরত রাখে"।[১৪]

অর্থাৎ গুরুত্বের সাথে যথানিয়মে সালাত আদায়কারী ব্যক্তি কখনোই অশ্লিলতায় লিপ্ত হতে পারে না। তার সালাতই তাকে অন্যান্য পাপ-পংকিলতা থেকে মুক্ত রাখতে সহায়ক হয়। এর মাধ্যমে দিন ও রাতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশে মহান আল্লাহর সাথে বান্দাহর কথোপকথন হয়। তাঁর আনুগত্যের পথে চলার ব্যাপারে বান্দাহ অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। কিছুক্ষণ পর পর এভাবে নিজ প্রভুর সাথে অঙ্গীকারের ফলে বান্দাহ অন্যায় পথে পা বাড়াতে পারে না। শাইতানের কুমন্ত্রণায় পড়ে কখনো কোনো অন্যায়ে জড়িয়ে গেলেও পরবর্তী সালাত আবার তাকে প্রভুর সাথে কৃত ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ফলে সে তার সালাতের মাধ্যমে একদিকে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য হয়। অপরদিকে যাবতীয় অশ্লিলতা থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে সে মহান আল্লাহর ক্রোধ থেকেও বেঁচে যায়।

সালাতের নিষিদ্ধ সময়সমূহ:

সালাত আদায়ের জন্য মহান আল্লাহ সময় বেঁধে দিয়েছেন। তাছাড়া এই সময়ের শুরু এবং শেষ কখন হবে তাও তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শিখিয়েছেন। এর বাইরে আরো যত সময় আছে তার মধ্যে কোনো কোনো নাফল সালাতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর

---

১৩. আলকোরআন: সূরা আন্ নিসা, ৪:১০৩
১৪. আলকোরআন: সূরা আল আনকাবূত, ২৯:৪৫

নিজের আমলের মাধ্যমে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রেখে গেছেন। তবে মুশরিকদের সাথে সাযুজ্যতা পরিহারের জন্য তিনি তিনটি সময়কে সালাতের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন। সেগুলো হলো:

(এক) দিনের শুরুতে, যখন সূর্য উদিত হয়। (দুই) ঠিক দ্বিপ্রহরে, যখন সূর্য বরাবর মাথার উপরে থাকে। এবং (তিন) দিনের শেষে, যখন সূর্য অস্ত যায়।

এ তিনটি সময়ে সালাতের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত বিভিন্ন বর্ণনা হাদীসে পাওয়া যায়। যেমন-

إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ مَعَ قَرْنِ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا طَلَعَتْ قَارَنَهَا، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوْبِ قَارَنَهَا، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا فَلاَ تُصَلُّوْا هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الثَّلاَثَةَ.

নিশ্চয় সূর্য শাইতানের শিং সহ উদিত হয়। যখন উহা উদিত হয়, তখন শিংটি উহার সাথে মিলে থাকে। এরপর একটু উপরে উঠে গেলে উহা থেকে পৃথক হয়ে যায়। অত:পর (দ্বিপ্রহরে) যখন ঠিক বরাবর উপরে থাকে, তখন আবার উহার সাথে মিলে। কিন্তু যখন পশ্চিমাকাশে হেলে যায়, তখন উহা থেকে পৃথক হয়ে যায়। আবার যখন অস্ত যাওয়ার নিকটবর্তী হয়, তখন উহার সাথে মিলে। কিন্তু যখন অস্তমিত হয়ে যায়, তখন উহা থেকে পৃথক হয়ে যায়। তাই এই তিনটি সময়ে তোমরা সালাত আদায় করো না।[১৫]

اَلشَّمْسُ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا فَإِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوْبِ قَارَنَهَا ، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا .

সূর্য যখন উদিত হয় তখন তার সাথে শাইতানের শিং থাকে। এরপর এটি উপরে উঠে গেলে শিং উহা থেকে পৃথক হয়ে যায়। আবার (দ্বিপ্রহরে) যখন ঠিক বরাবর উপরে আসে, তখন আবার উহার সাথে মিলে। কিন্তু যখন (পশ্চিমাকাশে) হেলে যায়, তখন উহা থেকে পৃথক হয়ে যায়। আবার যখন অস্ত যাওয়ার নিকটবর্তী হয়, তখন উহার সাথে মিলে। কিন্তু যখন অস্তমিত হয়ে যায়, তখন উহা থেকে পৃথক হয়ে যায়।[১৬]

تُحْرَمُ الصَّلاَةُ إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ كُلَّ يَوْمٍ إِلاَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ.

জুমু'আর দিন ছাড়া অন্যান্য দিনে ঠিক দ্বিপ্রহরে সালাত আদায় করা হারাম।[১৭]

نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُوْلَ الشَّمْسُ إِلاَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ.

(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জুমু'আর দিন ছাড়া অন্যান্য দিনে

---

১৫. সুনান ইবন মাজাহ, কিতাবু ইকামাতিস সালাহ, (باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة) হা. নং- ১২৫২; কানযুল 'উম্মাল, খ. ৭, পৃ. ১৭১, হা. নং- ১৯৫৮৯

১৬. মুয়াত্তা মালিক, কিতাবুল কোরআন, হা. নং- ৪৪; সুনানুন্ নাসাঈ, (باب المواقيت) হা. নং- ৫৬০; কানযুল 'উম্মাল, খ. ৭, পৃ. ১৭১, হা. নং- ১৯৫৯০

১৭. কানযুল 'উম্মাল, খ. ৭, পৃ. ১৭১, হা. নং- ১৯৫৯৫

দ্বিপ্রহরে সূর্য (পশ্চিমাকাশে) না হেলা পর্যন্ত সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।[১৮]

اَلصَّلاَةُ نِصْفُ النَّهَارِ تُكْرَهُ إِلاَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ لِأَنَّ جَهَنَّمَ كُلَّ يَوْمٍ تُسْجَرُ إِلاَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ.

জুমু'আর দিন ছাড়া অন্যান্য দিনে ঠিক দ্বিপ্রহরে সালাত আদায় করা মাকরূহ। কেননা জুমু'আর দিন ছাড়া অন্যান্য দিনে জাহান্নামকে (আগুন দিয়ে) পরিপূর্ণ করা হয়।[১৯]

অন্য বর্ণনায় এই সময়গুলোতে সালাত আদায়ে নিষেধাজ্ঞার আরো কারণ বলা হয়েছে। আর তা হলো এই যে, সে সময়ে কাফিররা সূর্যের সাথে শাইতানের উপস্থিতিতে সূর্যকে সাজদাহ করে। হাদীসে এসেছে-

صَلِّ صَلاَةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِيْنَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُوْدَةٌ مَحْضُوْرَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِنَّهُ حِيْنَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُوْدَةٌ مَحْضُوْرَةٌ حَتَّى تُصَلِّي الْعَصْرُ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ.

সকালের সালাত আদায় করো, তারপর সূর্যোদয় হয়ে সূর্য খানিকটা উপরে উঠে যাওয়া পর্যন্ত সালাত থেকে বিরত থাকো। কেননা সূর্য শাইতানের দুই শিংয়ের মাঝখানে উদিত হয়। আর তখন কাফিররা তাকে সাজদাহ করে। এরপর সালাত পড়ো (কেননা সালাত সাক্ষদানকারী হিসেবে উপস্থিত হবে) বস্তুর ছায়া ঠিক তার নিচে স্থির হওয়া পর্যন্ত। তখন সালাত থেকে বিরত থাকো; কেননা সে সময়ে জাহান্নামকে (আগুন দিয়ে) পরিপূর্ণ করা হয়। এরপর ছায়া যখন বাড়তে থাকে তখন থেকে 'আসর পর্যন্ত সালাতের বিধান রয়েছে। অত:পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত সালাত থেকে বিরত থাকো। কেননা সূর্য শাইতানের দুই শিংয়ের মাঝখানে অস্তমিত হয়। আর তখন কাফিররা তাকে সাজদাহ করে।[২০]

অতএব উপরোক্ত তিনটি সময় ছাড়াও আরো দু'টি সময়ে সালাতের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। আর তা হলো ফাজরের পর সূর্যোদয়ের আগে এবং 'আসরের পর সূর্যাস্তের আগে। অপর এক হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أنه سَمِعَ رَسُوْلَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيْبَ الشَّمْسُ.

আবূ সা'ঈদ আলখুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

---

১৮. কানযুল 'উম্মাল, খ. ৭, পৃ. ১৭১, হা. নং- ১৯৫৯৭
১৯. কানযুল 'উম্মাল, খ. ৭, পৃ. ১৭১, হা. নং- ১৯৫৯৬
২০. কানযুল 'উম্মাল, খ. ৭, পৃ. ১৭১, হা. নং- ১৯৫৯১

ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন: সকালের (সালাত আদায়ের) পর সূর্যোদয় পর্যন্ত কোন সালাত নেই। আর 'আসরের (সালাত আদায়ের) পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত আর কোন সালাত নেই।[২১]

হাদীসটির শিক্ষা:

- সালাত সময়ের সাথে বাঁধা একটি মৌলিক 'ইবাদাত।
- ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত আদায়ে বিলম্ব করার কোন অনুমতি নেই।
- সকল সালাতই প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা উত্তম। তবে বিশেষ কারণে বিলম্ব হয়ে গেলেও সময়ের মধ্যেই তা আদায় করে নিতে হবে।
- বিশেষ কোন কারণে ফাজর এবং 'আসরের সালাত আদায়ে বিলম্ব হয়ে গেলেও ওয়াক্তের মধ্যে এক রাক'আত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও তা তখনই পড়ে নিতে হবে। ইচ্ছাকৃতভাবে উহাকে ওয়াক্তের বাইরে নিয়ে যাওয়া যাবে না।
- সময়মত মনোযোগিতার সাথে সালাত আদায়কারী ব্যক্তি যাবতীয় অন্যায় ও অশ্লিলতা থেকে বিরত থাকতে পারে।
- ফাজরের পর সূর্যোদয়ের আগে এবং 'আসরের পর সূর্যাস্তের আগে কোনো নাফল সালাত পড়তে নেই। জুমু'আর দিন ছাড়া অন্যান্য দিনে ঠিক দ্বিপ্রহরেও সালাত পড়া নিষিদ্ধ।
- তবে যেসকল সালাত কোন কারণের সাথে সংশ্লিষ্ট, তার কথা ভিন্ন। যেমন তাওয়াফের পর দুই রাক'আত সুন্নাত সালাত এবং মাসজিদে প্রবেশের পর তাহিয়্যাতুল মাসজিদের সালাত ইত্যাদি।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সময়মত সালাত ও অন্যান্য সকল ফারয 'ইবাদাত সম্পাদন করার ব্যাপারে মনোযোগী হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

------০------

---

২১. সাহীহুল বুখারী, (بَاب لَا يتحرى الصَّلَاةُ قبل غُرُوبِ الشَّمْسِ) খ. ১, পৃ. ২১২, হা. নং- ৫৬১

হাদীস নং- ৩

'আশুরার সাওমের মর্যাদা ও ফাযীলাত

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُوْمُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَا هَذَا ؟ قَالُوْا هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ . هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيْلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوْسَى قَالَ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

হাদীসটির সরল অনুবাদ:

ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদীনায় এসে ইয়াহুদীদেরকে দেখলেন যে, তারা 'আশুরার দিনে রোযা পালন করছে। তিনি (তাদের কাছে এ দিনের মাহাত্ম সম্পর্কে) জানতে চাইলেন। তারা বললো: এটি একটি কল্যাণময় দিন। এটি এমন এক দিন যে দিনে মহান আল্লাহ বানী ইসরাঈলকে তাদের শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেন। এ কারণে মূসা (আ.) এ দিনে রোযা রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তাহলে আমি তো তোমাদের চেয়েও মূসার (ঘটনা স্মরণের) অধিক হকদার। অত:পর তিনি সে দিনে রোযা রাখেন এবং (অন্যদেরকেও) সেদিন রোযা রাখার নির্দেশ দেন।[২২]

রাবী/বর্ণনাকারীর পরিচয়:

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাত ভাই। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা 'আব্বাস ইবন 'আব্দুল মুত্তালিব এর পুত্র। এছাড়া তার মাতা লুবাবাহ বিনতুল হারিস ছিলেন রাসূলপত্নী মাইমূনাহ (রা.) এর বোন। ফলে বাবা এবং মা উভয়ের দিক থেকেই তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্নীয়। এ কারণেই ইবন 'আব্বাস (রা.) ছিলেন সকলের মাঝে অতিশয় সম্মান, মর্যাদা ও গৌরবের অধিকারী। হিজরাতের তিন বছর পূর্বে নুবুওয়াতের দশম বছর তাঁর জন্ম হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ১৩/১৪ বছর।

---

২২. সাহীহুল বুখারী (باب صيام يوم عاشوراء) খ. ২, পৃ. ৭০৪, হা. নং- ১৯০০

অগাধ জ্ঞান ও পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা.)। তাঁর জ্ঞান-গরিমা ও পান্ডিত্য বিবেচনা করেই তাঁকে (حَبْرُ الْأُمَّةِ وَ بَحْرُهَا) 'হাবরুল উম্মাতি ওয়া বাহরুহা' অর্থাৎ এই উম্মাতের বিশিষ্ট পন্ডিত ও অতি উত্তম ব্যক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। শিশু অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য দু'আ করে বলেছিলেন: اَللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيْلَ 'হে আল্লাহ! তাঁকে তুমি দীনের সঠিক বুঝ দাও এবং দীনের যথার্থ ব্যাখ্যা শক্তি প্রদান কর'। পরবর্তীতে তিনি 'রাঈসুল মুফাস্সিরীন' বা মুফাস্সির সর্দার নামে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি দুই দুই বার জিবরীল (আ.) কে দেখতে পান। দ্বিতীয় খালীফা 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) তাঁকে ডেকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতেন, যদিও তিনি ছিলেন অনেক সাহাবীর তুলনায় বয়োকনিষ্ঠ। অর্থাৎ বয়সে ছোট হলেও তিনি ছিলেন অনেক বয়োজৈষ্ঠ্য সাহাবীর তুলনায় অধিক জ্ঞানী ও বিচক্ষণ। সম্ভবত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আর প্রভাবে তিনি এতটা প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা অর্জন করতে পেরেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহের প্রচার ও প্রসারে তাঁর বিশাল অবদান রয়েছে। বাল্যকালে মাত্র কয়েক বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংস্পর্শ পেলেও তিনি হাদীস সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৬৬০ টি।

'আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা.) এর শাসনামলে ৬৮ হিজরী সালে তায়েফে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর।

হাদীসটির আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্ব:

হাদীসটিতে 'আশুরার দিনের রোযা ও এর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 'আশুরা আরবী শব্দ। এর মূল 'আশারাহ। যার অর্থ দশ। আরবী মুহাররাম মাসের দশ তারিখ 'আশুরা নামে খ্যাত। গুরুত্বপূর্ণ অনেক ঘটনার জন্য এ দিনটি মুসলিম উম্মাহর কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি হলো- এই দিনে ক্ষমতাদর্পী ফির'আউনকে মহান আল্লাহ তার সম্প্রদায়সহ ধ্বংস করেছিলেন। আর মূসা 'আলাইহিস্ সালাম এবং তাঁর সম্প্রদায়কে নাজাত দিয়েছিলেন। আল্লাহর নাবী মূসা 'আলাইহিস্ সালাম ও বানী ইসরাঈলের নাজাতের ঘটনায় শুকরিয়া হিসেবে এই দিনে সিয়াম পালনের রেওয়াজ আগে থেকেই ছিল। মূসা 'আলাইহিস্ সালাম নিজেও এ ঘটনার শুকরিয়া হিসেবে সিয়াম পালন করেছিলেন।

মুসলিমদের উপরও রামাদানের সিয়াম ফারয হওয়ার আগে 'আশুরার এই সাওম ফারয ছিল। মাদীনায় হিজরাত করে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়াসাল্লাম সেখানকার ইয়াহুদীদেরকেও সেদিন সাওম পালন করতে দেখেন। এর মাধ্যমে পূর্বেকার নাবী ও রাসূলগণের সাথে শেষ নাবীর যোগসূত্র এবং তাদের বিধিবিধানের একাত্মতা প্রমাণিত হয়েছে। তাছাড়া এর মাধ্যমে 'আশুরার সাওমের ঐতিহাসিক ভিত্তি সম্পর্কে জানা গেছে। তাই মুসলিমদের জন্য হাদীসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হাদীসটির ব্যাখ্যা:

হাদীসটির শুরুতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহুদীদের কাছে জানতে চাইলেন যে, তোমরা কেন এই দিনে সাওম পালন কর? তারা তাঁকে জানালো যে, এই দিনে মহান আল্লাহ মূসা 'আলাইহিস্ সালাম এবং বানূ ইসরাঈলকে নাজাত দিয়েছিলেন। এর শুকরিয়া হিসেবে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম নিজে সেদিন সাওম পালন করতেন। আর তাই তারাও সেদিন সাওম পালন করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন যে, তোমাদের চেয়ে তো তাহলে আমাদের এই দিনে শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে সাওম পালন আরো বেশি জরুরী। এরপর তিনি তাই করলেন। হাদীসটির উক্ত বর্ণনা থেকে যেসব বিষয় বেরিয়ে আসে তা হলো:

- নাবী ও রাসূলগণ পরস্পর ভাই ভাই। তাঁদের দীন এক ও অভিন্ন। তবে শারী'আত তথা দীনের খুটিনাটি বিধিবিধানের মাঝে তারতম্য আছে। যেমন এক হাদীসে এসেছে-

  عن أبي هُرَيْرَةَ قال قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أنا أَوْلَى الناس بِعِيسَى بن مَرْيَمَ في الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ.

  আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: আমি দুনিয়া এবং আখিরাতে 'ঈসা ইবনু মারইয়ামের অধিক নিকটতর। বস্তুত নাবীগণ সবাই বৈমাত্রিয় ভাইয়ের মতো। তাদের মা ভিন্ন, কিন্তু দীন এক ও অভিন্ন।[২৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, তাঁদের ঈমান এক; কিন্তু শারী'আত ভিন্ন। অপর এক বর্ণনায় এসেছে-

  عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ اَلأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلاَّتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِيْنُهُمْ وَاحِدٌ وَلَيْسَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ نَبِيٌّ . هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.

---

২৩. সাহীহুল বুখারী, খ. ৩, পৃ. ১২৭০, হা. নং- ৩২৫৯

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: আমি দুনিয়া এবং আখিরাতে 'ঈসা ইবনু মারইয়ামের অধিক নিকটতর। বস্তুত নাবীগণ সবাই বৈমাত্রিয় ভাইয়ের মতো। তাদের মা ভিন্ন, কিন্তু দীন এক ও অভিন্ন। আর আমার এবং 'ঈসা ইবনু মারইয়ামের মাঝে আর কোন নাবী নেই। হাদীসটি বুখারী এবং মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সাহীহ।[২৪]

হাদীস দু'টোতে সকল নাবীগণের ভ্রাতৃত্বের কথা বলা হয়েছে। এরপর বিশেষভাবে 'ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের কথা বলা হয়েছে। কেননা তিনি ছিলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ববর্তী নাবী ও রাসূল। তাঁদের দুই জনের মাঝখানে আর কোন নাবী বা রাসূল আসেননি। মূসা 'আলাইহিস্ সালাম যেহেতু আরো আগের নাবী ছিলেন এবং আমাদের আলোচ্য হাদীসে তাঁর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে আরো অগ্রগণ্য/ অধিক হকদার বলেছেন, তাই একথা প্রমাণিত যে, সকল নাবী এবং রাসূলগণই একসূত্রে গাঁথা। তাঁদের দা'ওয়াতী মিশন ছিল এক ও অভিন্ন। তাঁরা সকলেই মহান আল্লাহর একত্ববাদের দিকে মানুষদেরকে ডাকতেন এবং নিজেকে তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল বলে দাবী করতেন। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীসগুলো আরো স্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে।

عن جَابِرِ بن عبد اللَّهِ رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَرَجُلٍ بَنَى دَارًا فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا إلا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فَجَعَلَ الناس يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ.

জাবির ইবনু 'আব্দিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: আমার এবং অন্যান্য নাবীদের দৃষ্টান্ত হলো ঐ ব্যক্তির মতো, যে একটি ঘর নির্মাণ করেছে এবং তা উত্তমরূপে পরিপূর্ণ করেছে। তবে একটি ইটের পরিমাণ জায়গা ছাড়া। মানুষেরা এই ঘরে প্রবেশ করে এর সৌন্দর্যে অভিভূত হয়, আবার (এর ঘাটতিটুকু দেখে) অবাক হয়ে বলে: যদি এই ইটের জায়গাটা এমন না হতো (তাহলে কতইনা সুন্দর হতো)।[২৫]

সাহীহুল বুখারীতে আবূ হুরাইরার বর্ণনায় বিষয়টি আরো পরিষ্কারভাবে এসেছে। সেখানে এসেছে:

---

২৪. আলমুসতাদরাক 'আলা আস্ সাহীহাইন, খ. ২, পৃ. ৬৪৮, হা. নং- ৪১৫৩

২৫. সাহীহুল বুখারী (بَاب خَاتِمِ النَّبِيِّينَ صلى الله عليه وسلم) খ. ৩, পৃ. ১৩০০, হা. নং- ৩৩৪১

عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ من قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إلا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ من زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ الناس يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ له وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هذه اللَّبِنَةُ قال فَأَنَا اللَّبِنَةُ وأنا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ.

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমার এবং আমার পূর্বেকার অন্যান্য নাবীদের দৃষ্টান্ত হলো ঐ ব্যক্তির মতো, যে একটি ঘর নির্মাণ করেছে এবং তা উত্তমরূপে পরিপাটি করে সাজিয়েছে। তবে এক কোণায় একটি ইটের পরিমাণ জায়গা ছাড়া। মানুষেরা এই ঘরে প্রবেশ করে এর সৌন্দর্যে অভিভূত হয়, আবার (এর ঘাটতিটুকু দেখে) অবাক হয়ে বলে: হায়, যদি এই ইটটিও (যথাস্থানে) স্থাপন করা হতো (তাহলে কতইনা সুন্দর হতো)। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমিই হলাম সেই ইটটি। আর আমিই হলাম শেষ নাবী।[২৬]

সুতরাং নাবী ও রাসূলগণ পরস্পর ভাই ভাই। তাঁরা সকলেই একই দীন তথা 'আলইসলাম' নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। স্বস্ব সম্প্রদায়ের মাঝে সেই দীনের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই তাঁরা কাজ করেছেন।

- দীনের মৌলিক বিধান তথা সালাত, সাওম, যাকাত ও হাজ্জ সকল নাবীদের সময়েই ছিল। তবে তার সময়কাল, পরিমাণ ও আদায়ের পদ্ধতি ইত্যাদিতে তারতম্য ছিল। ওযূ, গোসল, পবিত্রতা অর্জন, বিবাহ-তালাক ইত্যাদিও সকল নাবীদের সময়ই ছিল। কেবল এর খুটিনাটি বিধানে কিছু তারতম্য ছিল।
- মহান আল্লাহর কোনো নি'মাতের শুকরিয়া হিসেবে সাওম পালন করার বৈধতা রয়েছে। আগেকার নাবীগণ এবং তাঁদের উম্মাতেরাও তা করতো এবং আমরাও করি।
- নেতা নিজে কোন কাজ করে তারপর তার আদেশ করলে সে আদেশ অনুসারীরা সহজে এবং নির্দ্বিধায় পালন করতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই নিজে আগে 'আশুরার সাওম পালন করলেন এবং তারপর সাহাবীদেরকে তা পালনের নির্দেশ দিলেন।
- পূর্বেকার নাবী ও রাসূলগণের রেখে যাওয়া কোন বিধান যদি পরবর্তী শারী'আতে রহিত না হয়ে থাকে, তাহলে তা পালন করা যাবে।
- সকল যুগের তাওহীদ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনই এক ও অভিন্ন। তাই পূর্ববর্তীদের সফলতা ও বিফলতা পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত ও শিক্ষনীয় হয়ে থাকে।

---

২৬. সাহীহুল বুখারী (بَاب خَاتِمِ النَّبِيِّينَ صلى الله عليه وسلم) খ. ৩, পৃ. ১৩০০, হা. নং- ৩৩৪২

'আশুরার সাওমের মর্যাদা ও ফাযীলাত:

'আশুরার ইতিহাস অনেক প্রাচীন। এ দিনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বিভিন্ন নাবী ও রাসূলদের সময়ে সংঘটিত হওয়ার কথা জানা যায়। এ কারণে এ দিনের মর্যাদা ও ফাযীলাত অনেক। এ সম্পর্কে হাদীসের কতক বর্ণনা নিচে উল্লেখ করা হলো।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ . فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْفَرِيْضَةُ وَتُرِكَ عَاشُوْرَاءُ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

'আয়িশাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: জাহিলী যুগে কোরাইশরা 'আশুরার দিনে সাওম পালন করতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও জাহিলী যুগ থেকেই এই দিনে সাওম পালন করতেন। মাদীনায় এসেও তিনি এই দিনে সাওম পালন করেছেন এবং সাওম পালনের আদেশ দিয়েছেন। অত:পর যখন রামাদানের সাওম ফারয হলো, তখন 'আশুরার সাওম (ফারয হিসেবে) থাকলো না। তখন যার ইচ্ছা এই দিনে সাওম পালন করলো, আর যার ইচ্ছা তা বর্জন করলো।[২৭]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَوَجَدَ الْيَهُوْدَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُوْرَاءِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِيْ تَصُوْمُوْنَهُ فَقَالُوْا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيْمٌ أَنْجَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهِ مُوْسَى وَقَوْمَهُ وَغَرَّقَ فِيْهِ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَصَامَهُ مُوْسَى شُكْرًا، فَنَحْنُ نَصُوْمُهُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوْسَى مِنْكُمْ ، فَصَامَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদীনায় এসে ইয়াহুদীদেরকে 'আশুরার দিন সাওমরত পেলেন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন যে, (তোমাদের সাথে সংশ্লিষ্ট) কোন্ দিন এটি, যাতে তোমরা সাওম পালন করছো? তারা বললো: এটি এক মহান দিন। এদিনে মহান আল্লাহ মূসা 'আলাইহিস্ সালাম এবং তাঁর কাওমকে নাজাত দিয়েছেন এবং এতে ফির'আউন ও তার কাওম ডুবে মরেছে। অত:পর মূসা 'আলাইহিস্ সালাম শুকরিয়া জ্ঞাপন করে এ দিনে সাওম পালন করেছেন। তাই আমরাও এ দিনে সাওম পালন করি। অত:পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমরা তো তোমাদের চেয়ে মূসা 'আলাইহিস্ সালামের বেশি হকদার। তাই তিনি এ দিনে সাওম পালন করলেন এবং (অন্যদেরকে) এ দিনের সাওম

---

২৭. সুনান আবী দাউদ (بَاب فِي صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ) খ. ২, পৃ. ৩২৬, হা. নং- ২৪৪২

পালনের নির্দেশ দিলেন।[২৮]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصُوْمُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُهُ فَلَمَّا هَاجَرَ إِلى الْمَدِيْنَةِ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

'আয়িশাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: জাহিলী যুগে কোরাইশরা 'আশুরার দিনে সাওম পালন করতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও এই দিনে সাওম পালন করতেন। মাদীনায় হিজরাত করে এসেও তিনি এই দিনে সাওম পালন করেছেন এবং সাওম পালনের আদেশ দিয়েছেন। অত:পর যখন রামাদানের সাওম ফারয হলো, তখন তিনি বললেন: যার ইচ্ছা এই দিনে সাওম পালন করবে, আর যার ইচ্ছা তা বর্জন করবে।[২৯]

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ يَوْمًا تَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْفَرِيْضَةُ وَتُرِكَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

'আয়িশাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: জাহিলী যুগে কোরাইশরা 'আশুরার দিনে সাওম পালন করতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মাদীনায় আসলেন তখন তিনি এই দিনে সাওম পালন করেছেন এবং সাওম পালনের আদেশ দিয়েছেন। অত:পর যখন রামাদানের সাওম ফারয হলো, তখন 'আশুরার সাওম আর (ফারয হিসেবে) থাকলো না। তখন যার ইচ্ছা এই দিনে সাওম পালন করলো, আর যার ইচ্ছা তা বর্জন করলো।[৩০]

উপরোক্ত বর্ণনাগুলো থেকে প্রতিভাত হয় যে, রামাদানের সাওম ফারয হওয়ার আগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আশুরার সাওমকে ফারয হিসেবেই গুরুত্ব দিয়ে পালন করতেন। রামাদানের সাওম ফারয হওয়ার পর তিনি তা নিজের জন্যেও ঐচ্ছিক করে নেন এবং উম্মাতের জন্যও ঐচ্ছিক করে দেন। তবে 'আশুরার ফাযীলাত অনেক এবং এর গুরুত্ব ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। আগেকার নাবীগণও এই দিনে সাওম পালন করতেন। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বর্ণনাগুলো প্রণিধানযোগ্য।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ كَانَتْ تَصُوْمُهُ الْأَنْبِيَاءُ فَصُوْمُوْهُ أَنْتُمْ.

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

---

২৮. সুনানুল বাইহাকী (باب فضل يوم عاشوراء) খ. ৪, পৃ. ২৮৬, হা. নং- ৮১৮০
২৯. সাহীহ মুসলিম (بَاب صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ) খ. ২, পৃ. ৭৯২, হা. নং- ১১২৫
৩০. সাহীহ ইবন হিব্বান (ذكر البيان بأن الفرض على المسلمين قبل رمضان كان صوم عاشوراء) খ. ৮, পৃ. ৩৮৫, হা. নং- ৩৬২১

'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: 'আশুরার দিনে সকল নাবীগণ সাওম পালন করতেন। অতএব, তোমরাও তাতে সাওম পালন করো।[৩১]

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ أَنَّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ إِنِّيْ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ التي قَبْلَهُ.

আবূ কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: 'আশুরার দিনের সাওমের মাধ্যমে আমি আশা করছি যে, মহান আল্লাহ পূর্ববর্তী বছরের গুনাহ মাফ করবেন।[৩২]

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً يَصُوْمُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ قَالَ ذَاكَ صَوْمُ سَنَةٍ . قَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلاً يَصُوْمُ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ وَمَا قَبْلَهَا.

আবূ কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! কেউ যদি 'আশুরার দিন সাওম পালন করে তাহলে তার কী মর্যাদা? তিনি বললেন: এ তো সারা বছর সাওম পালনের মতো। লোকটি বললো: আর যদি কেউ 'আরাফার দিন সাওম পালন করে? তিনি বললেন: এটি এ বছর এবং তার আগের বছরের গুনাহ মাফ করে।[৩৩]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ عَاشُورَاءُ يَوْمًا نَصُومُهُ في الْجَاهِلِيَّةِ فلما نَزَلَ رَمَضَانُ قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: هذا يَوْمٌ من أَيَّامِ اللَّهِ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ .

ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 'আশুরা এমন এক (মর্যাদাপূর্ণ) দিন যে দিনে জাহিলী যুগেও আমরা সাওম পালন করতাম। এরপর যখন রামাদানের সাওমের বিধান নাযিল হলো, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: এটি মহান আল্লাহর দিনসমূহের একটি। কাজেই যার ইচ্ছা হয় এই দিনে সাওম পালন করবে, আর যার ইচ্ছা হয় তা বর্জন করবে।[৩৪]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النبي صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ فَسُئِلُوا عن ذلك فَقَالُوا هذا الْيَوْمُ الذي أَظْهَرَ الله فيه مُوسَى على فِرْعَوْنَ وَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا له فقال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَحْنُ أَوْلَى

---

৩১. মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবাহ, খ. ২, পৃ. ৩১১, হা. নং- ৯৩৫৫

৩২. সুনানুত তিরমিযী (بَاب ما جاء في الْحَثِّ على صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ) খ. ৩, পৃ. ১২৬, হা. নং- ৭৫২

৩৩. সাহীহ ইবন হিব্বান (باب ذكر مغفرة الله جل وعلا للمسلم ذنوب سنة بصيام يوم عاشوراء وتفضله جل وعلا عليه بمغفرة ذنوب سنتين بصيام يوم عرفة) খ. ৮, পৃ. ৩৯৪, হা. নং- ৩৬৩১

৩৪. সুনান আবী দাউদ (بَاب في صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ) খ. ২, পৃ. ৩২৬, হা. নং- ২৪৪৩

بِمُوسَى مِنْكُمْ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মাদীনায় আসলেন, ইয়াহুদীদেরকে 'আশুরার সাওম পালন করতে দেখলেন। এ সম্পর্কে যখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলো, তারা বললো: এটিই সে দিন যেদিন মহান আল্লাহ ফির'আউনের উপর মূসা 'আলাইহিস্ সালামকে জয়ী করেছেন। আমরা এর সম্মানার্থে এ দিনে সাওম পালন করি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমাদের চেয়ে আমরা মূসার বেশি নিকটবর্তী। আর তিনি ঐ দিনে সাওম পালনের নির্দেশ দিলেন।[৩৫]

উপরোক্ত এ সকল বর্ণনা থেকে এ দিনের মর্যাদা ও ফাযীলাত সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। আমাদের নেককার পূর্বসূরীগণ এ দিনের নাফল সাওম গুরুত্বের সাথে পালন করতেন। তাঁদের অনুসরণে আমাদেরও তা গুরুত্বের সাথে পালনের চেষ্টা করা উচিত।

হাদীসটির শিক্ষা:

- নাবী ও রাসূলগণ ভাই ভাই। তাঁরা সকলেই একই দীনের ধারক, বাহক ও প্রচারক ছিলেন।
- পূর্ববর্তী নাবীগণও 'আশুরার সাওম পালন করতেন।
- 'আশুরার নাফল সাওম পালন করলে পূর্ববর্তী এক বছরের গুনাহের কাফ্ফারা হয়।
- পূর্ববর্তী উম্মাতের বিজয় পরবর্তীদের জন্যও বিজয় তূল্য।
- নাফল সাওম পালনের মাধ্যমে মহান আল্লাহর নি'মাতের শুকরিয়া জ্ঞাপন করা শারী'আত সম্মত।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সকল ফারয 'ইবাদাত যথাযথভাবে সম্পাদন করার পাশাপাশি নাফলের ব্যাপারেও আরো অধিক মনোযোগী হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

------o------

৩৫. সুনান আবী দাউদ (بَاب فِي صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ) খ. ২, পৃ. ৩২৬, হা. নং- ২৪৪৪

হাদীস নং- ৪

ইস্তিখারার গুরুত্ব ও এর নিয়ম

عن جَابِرٍ رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ في الْأُمُورِ كُلِّهَا كَالسُّورَةِ من الْقُرْآنِ إذا هَمَّ أحدكم بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يقول اللهم إني أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ من فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ ولا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ ولا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ . اللهم إن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هذا الْأَمْرَ خَيْرٌ لي في دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أو قال في عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لي . وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هذا الْأَمْرَ شَرٌّ لي في دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أو قال في عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عنه . وَاقْدُرْ لي الْخَيْرَ حَيْثُ كان ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ . وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ.

হাদীসটির সরল অনুবাদঃ

জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সকল ব্যাপারেই ইস্তিখারাহ (কল্যাণ ও শুভ কামনার পন্থা) শিক্ষা দিতেন, যেমনি তিনি আমাদেরকে কোরআনের কোনো সূরা (গুরুত্বের সাথে) শিখাতেন। (তিনি ইরশাদ করেন): তোমাদের কেউ যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের ইচ্ছা পোষণ করে, তখন সে যেন দুই রাক'আত সালাত আদায় করে নিয়ে বলেঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার 'ইলমের ওয়াসীলায় আপনার কাছে (উদ্দীষ্ট বিষয়ের) কল্যাণ চাই এবং আপনার ক্ষমতার ওয়াসীলায় আপনার কাছে শক্তি চাই আর আপনার কাছে চাই আপনার মহান অনুগ্রহ। কেননা, আপনিই সবকিছুতে ক্ষমতা রাখেন, আমি কোনো ক্ষমতা রাখি না। আপনিই সব বিষয়ে অবগত, আমি কোনো বিষয়ে অবগত নই। আপনি গাইবের (অদৃশ্যের) ব্যাপারেও সর্বজ্ঞাত। হে আল্লাহ! আমার দীন, আমার জীবন-জীবিকা ও আমার কাজের পরিণাম বিচারে, অথবা বলেছেন, আমার কাজের আশু ও শেষ পরিণাম হিসেবে যদি এ কাজটি আমার জন্যে কল্যাণকর বলে জানেন, তাহলে আমার জন্যে তার ব্যবস্থা করে দিন। আর যদি এ কাজটি আমার দীন, আমার জীবন-জীবিকা ও আমার কাজের পরিণাম বিচারে, অথবা বলেছেন, আমার কাজের আশু ও শেষ পরিণাম হিসেবে যদি এ কাজটি আমার জন্যে অকল্যাণকর বলে জানেন, তাহলে আপনি তা আমার থেকে সরিয়ে দিন এবং আমাকে তা থেকে ফিরিয়ে রাখুন। আর আমার জন্য কল্যাণ নির্ধারিত রাখুন, তা যেখানেই থাকুক। এরপর সে বিষয়ে আমাকে

সন্তুষ্ট থাকার তাওফীক দিন। (তিনি বলেন) এরপর সে তার প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করবে।[৩৬]

রাবী/বর্ণনাকারীর পরিচয়:

হাদীসটির বর্ণনাকারীর নাম জাবির। তাঁর কুনিয়াত বা ডাকনামের ব্যাপারে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন, আবূ 'আব্দিল্লাহ; কেউ বলেছেন, আবূ 'আব্দির রাহমান, আবার কেউ বলেছেন, আবূ মুহাম্মাদ। তাঁর পিতা বিশিষ্ট সাহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর (রা.) এবং মাতা নাসীবা বিনতু 'উকবা (রা.)। তিনি ছিলেন মাদীনার বানূ সালামা গোত্রের বানূ হারাম শাখার সন্তান। তাঁর পিতা 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর (রা.) ছিলেন শেষ 'আকাবায় অংশগ্রহণকারী অন্যতম নাকীব।

জাবিরের দাদা 'আমর ছিলেন তাঁর গোত্রের নেতা। *'আইনুল আরযাক* নামক মাদীনার প্রসিদ্ধ কুয়োটির মালিক ছিলেন তিনি। এছাড়া আরো অনেক সম্পদের মালিক ছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুর পর ছেলে 'আব্দুল্লাহ এ সকল সম্পদের মালিক হন। সর্বশেষ 'আকাবার বাই'আতে পিতা 'আব্দুল্লাহর সাথে জাবিরও অংশগ্রহণ করেন। সম্ভবত তিনি এই বাই'আতের সময় অথবা এর আগেই মুস'আব ইবন 'উমাইরের হাতে মাদীনায় ইসলাম গ্রহণ করেন। বাই'আতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পিতা 'আব্দুল্লাহকে বানূ সালামার নাকীব/দায়িত্বশীল মনোনীত করেন। জাবির (রা.) ছিলেন 'আকাবার বাই'আতে অংশগ্রহণকারী সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি। ইবনু সা'দের বর্ণনামতে, সে সময় তাঁর বয়স ছিল ১৮/১৯ বছর।

বদর ও উহুদ যুদ্ধ ছাড়া বাকী সকল যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অংশগ্রহণ করেন। অবশ্য কোন কোন বর্ণনা মতে, তিনি বদরে অংশগ্রহণ করেছেন। তবে উহুদে তাঁর অংশগ্রহণ না করার বিষয়ে তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন। তাঁর পিতা 'আব্দুল্লাহ (রা.) তাঁকে বাড়িতে তাঁর একমাত্র বোনদের সাথে থাকার দায়িত্ব দিয়ে যুদ্ধে যেতে বারণ করেন। পরবর্তী ১৭/১৮/১৯ টি যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে শামিল হন।

জাবিরের পিতা 'আব্দুল্লাহ (রা.) উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। সুফইয়ান ইবন 'আব্দি শামস আস্‌সুলামী নামক এক কাফির তাঁকে হত্যা করে। তাঁকে হত্যা করার পর তারা তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে বিকৃত করে ফেলে। জাবির (রা.) লাশ দেখতে

---

৩৬. সাহীহুল বুখারী (بَاب الدُّعَاءِ عِنْدَ الْوُضُوءِ) খ. ৫, পৃ. ২৩৪৫, হা. নং- ৬০১৯; (باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى) খ. ১, পৃ. ৩৯১, হা. নং- ১১০৯

চাইলে লোকেরা তাঁকে নিষেধ করে; কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখার অনুমতি দেন। জাবির (রা.) এবং তাঁর বোনেরা পিতার লাশকে মাদীনায় নিয়ে গিয়ে দাফন করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে উহুদের অন্যান্য শহীদদের সাথেই সেখানে দাফন করান। মু'আবিয়া (রা.) এর শাসনামলে উহুদের পাশে একটি কুপ খনন করার সময় বেশ কয়েকজন সাহাবীর লাশ উঠে আসে। সেখানে 'আব্দুল্লাহর লাশটিও ছিল এবং সেটি ছিল একেবারেই অবিকৃত।

এক বর্ণনায় জাবির (রা.) বলেন: আমার পিতা উহুদে শহীদ হয়েছেন শুনে আমি যখন আসি, তখন তাঁর লাশটি কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল। আমি কাপড় সরিয়ে তাঁর মুখে চুমু দিতে লাগলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখেও আমাকে নিষেধ করেননি। তিনি বলেন: আমি কাঁদছিলাম। রাসূল আমাকে বললেন: কাঁদছো কেন? 'আয়িশাহ তোমার মা ও আমি তোমার বাবা হই, তাতে কি তুমি খুশী নও? এ কথা বলে তিনি আমার মাথায় হাত বুলালেন। আজ আমার মাথার সব চুল সাদা হয়ে গেলেও যেখানে যেখানে রাসূলের হাতের স্পর্শ লেগেছিল সেখানে কালো আছে।

জাবির বলেন, খন্দক খনন করার সময় আমরা একটি কঠিন পাথরের সামনে পড়লাম। কোনভাবেই সেটিকে ভাঙ্গা যাচ্ছিল না। বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললে তিনি আসলেন। তিনি একটি বড় কুড়াল দিয়ে আঘাত করলে পাথরটি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। সে সময় ক্ষুধার জ্বালায় রাসূলের পেটে পাথর বাঁধা ছিল। এ অবস্থা দেখে আমি অনুমতি নিয়ে বাড়ি যাই এবং স্ত্রীকে বলি ঘরে যা আছে তাই রান্না করতে। একটি ছাগলের বাচ্চা যবেহ করে দিয়ে এসে রাসূলের খেদমতে হাজির হই এবং তাঁকে আমার বাড়িতে এসে যা আছে তাই খেয়ে নেয়ার অনুরোধ করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাড়িতে তিন দিন ধরে কোন খাবার ছিল না। তিনি দা'ওয়াত কবুল করলেন এবং সেই সাথে খন্দকে কর্মরত সকলের মাঝে সাধারণ ঘোষণাও দিয়ে দিলেন যে, জাবির তোমাদের সবাইকে দা'ওয়াত করেছে। রাসূলসহ আরো ২/৩ জনের প্রস্তুতিই শুধু আমাদের ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ঘোষণা শুনে আমি অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে চুপ ছিলাম। অত:পর খন্দকবাসীদের সবাইকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন এবং সকলেই পেট ভরে খাবার খেলেন। তারপরও কিছু খাবার থেকে গেলো। যা আমরা রাসূলের নির্দেশে আশেপাশের লোকদের কাছেও পাঠালাম। (সাহীহুল বুখারীতে ঘটনাটির বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে)।

বাই'আতুর রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। বাই'আতের সময় 'উমার (রা.) রাসূলের হাতে হাত রেখে বাই'আত হচ্ছিলেন। আর তখন জাবির (রা.) এর হাত ছিল 'উমারের হাতে। এছাড়া বানূ মুসতালিক, হুনাইন ও তাবূকের যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। সিফ্ফীনের যুদ্ধে তিনি 'আলী (রা.) এর পক্ষে অংশ নেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস শুনা ও তা সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁর এত প্রবল আগ্রহ ছিল যে, একটি মাত্র হাদীস শুনার জন্য কখনো কখনো মাসের পর মাস ভ্রমণ করতেন। তিনি বলেনঃ স্বয়ং রাসূলুল্লাহর মুখ থেকে একটি হাদীস শুনেছিল এমন এক ব্যক্তির সন্ধান পেলাম। অত:পর একটি উট খরিদ করে তা নিয়ে এক মাস পর শামে পৌছলাম। সেখানে পৌছে দেখি তিনি 'আব্দুল্লাহ ইবন উনাইস। আমি তাঁর দারোয়ানকে বললাম: বল, জাবির দরজায় দাঁড়িয়ে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: 'আব্দুল্লাহর ছেলে জাবির? বললাম: হ্যাঁ। তিনি ছুটে এসে আমার সাথে কোলাকুলি করলেন। বললাম: কিসাসের ব্যাপারে আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ থেকে একটি হাদীস শুনেছেন বলে জেনেছি। হাদীসটি আপনার মুখ থেকে শুনার আগেই আমি অথবা আপনি মারা যান কিনা, এই ভয়ে ছুটে এসেছি। তারপর 'আব্দুল্লাহ ইবন উনাইস আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

আরেকবার শুধু একটি হাদীস শুনার জন্য তিনি মিসরে যান। তিনি হাদীসের শিক্ষা দানেও ব্রত ছিলেন। মাসজিদে নাবাবীতে তার একটি হালকা-ই দারস ছিল। মাক্কা, মাদীনাহ, ইয়ামান, কূফা, বাসরা ও মিসর প্রভৃতি স্থানের ছাত্ররা তাঁর হালকায় বসতো। হাদীসের প্রচার ও প্রসারে তিনি প্রচুর মেহনত করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৫৪০ টি। তন্মধ্যে ৬০ টি হাদীস মুত্তাফাকুন 'আলাইহি। ২৬ টি হাদীস ইমাম বুখারী ও ১২৬ টি হাদীস ইমাম মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসের পাশাপাশি ফিক্হ শাস্ত্রেও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি ছিলেন মাদীনার অন্যতম মুফতী। সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে কারো প্রভাব প্রতিপত্তি তাঁকে বিরত রাখতে অথবা বিপথগামী করতে পারতো না। হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ মাদীনার গভর্ণর হয়ে আসার পর নামাযের সময়ে কিছু আগে-পিছে করেন। তখন লোকেরা জাবিরের (রা.) কাছে ছুটে আসে। তিনি ঘোষণা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের নামায দুপুরের পরে, 'আসর সূর্য স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল থাকা পর্যন্ত, সূর্যাস্তের সময় মাগরিব ও অন্ধকার থাকতে থাকতে ফাজর আদায় করতেন। আর 'ইশার সময় লোকদের জন্য অপেক্ষা করতেন। তাড়াতাড়ি লোক সমাগম হয়ে গেলে তা তাড়াতাড়ি আদায় করতেন, অন্যথায় দেরি করতেন।

শেষ জীবনে তিনি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েন। তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফুরিয়ে যায়। তদুপরি হাজ্জাজের দু:শাসন ও অত্যাচারে তিনি ছিলেন অতিষ্ঠ। তিনি মতান্তরে ৭৩/৭৪/৭৭/৭৮/৯১ হিজরী সালে মারা যান। প্রসিদ্ধমতে, মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। কারো কারো মতে, মাদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে তিনিই সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি।

হাদীসটির আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্ব:

হাদীসটিতে ইস্তিখারার গুরুত্ব ও এর নিয়ম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। (اِسْتِخَارَةٌ) ইস্তিখারাহ আরবী শব্দ। এর অর্থ কল্যাণ কামনা করা বা সঠিক নির্দেশনা প্রার্থনা করা। এটি (خَيْرٌ) খাইরুন শব্দমূল থেকে এসেছে। যার অর্থ হলো কল্যাণ, উত্তম ও ভালো। অকল্যাণ, অধম ও মন্দের বিপরীত। আর (اِسْتِخَارَةٌ) ইস্তিখারাহ হলো (طَلَبُ الْخَيْرِ) ভালো ফল আশা করা, কল্যাণ কামনা করা ইত্যাদি। ভবিষ্যতের অজানা বিষয়ে কল্যাণ কামনার রীতিকে ইসলামের পরিভাষায় (اِسْتِخَارَةٌ) ইস্তিখারাহ বলা হয়।

আমরা সকলেই কল্যাণের মুখাপেক্ষী। কিন্তু কিসে আমাদের কল্যাণ এবং কিসে অকল্যাণ সে বিষয়ে আমরা কেউ অবগত নই। ভবিষ্যতের ভালো কিংবা মন্দ কিছুই আমরা জানি না। মহান আল্লাহ্ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল কিছুই অবগত। তাই সকল বিষয়ে আমরা তাঁরই দ্বারস্থ হবো এটিই স্বাভাবিক। আমরা চাইলে কোন কল্যাণ ছিনিয়ে নিতে পারি না; কিংবা কোন অকল্যাণকেও রুখতে পারি না। তাই অকল্যাণ থেকে বাঁচতে হলে এবং কল্যাণ সাধন করতে হলে একমাত্র মহান আল্লাহর কাছেই আমাদেরকে ধরনা দিতে হবে।
আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ইস্তিখারার নিয়ম শিক্ষা দান করেছেন। তাই হাদীসটি মু'মিনদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হাদীসটির ব্যাখ্যা:

হাদীসটিতে জাবির ইবনু 'আব্দিল্লাহ (রা.) ইস্তিখারার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা নিয়ে আলোচনা করেছেন। হাদীসটি থেকে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় ফুটে উঠে:

এক. ইস্তিখারার বিষয়টি মু'মিনদের জীবনে এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলকোরআনের সূরা সমূহের ন্যায় গুরুত্বের সাথে সাহাবীদেরকে এটি শিখাতেন। হাদীসটির শুরুতে জাবির (রা.) এর বক্তব্য থেকে একথা ফুটে উঠেছে। অতএব মু'মিনদের জন্য আলকোরআনের কোন সূরা

শিক্ষা করা ও তা অপরকে শিক্ষা দেয়া যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ইস্তিখারার নিয়ম শিক্ষা করা ও তা অপরকে শেখানোও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ।

দুই. সকল বিষয়েরই কল্যাণ ও অকল্যাণ কেবল মহান আল্লাহই জানেন। মানুষের কাছে সবই অজানা। কারো জন্য কোনো কল্যাণ মঞ্জুর করা ও কাউকে কোনো অকল্যাণ থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা কেবল মহান আল্লাহরই রয়েছে। তাই কোনো বিষয়ে নতুন করে সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রাক্কালে অবশ্যই মহান আল্লাহর কাছে এর কল্যাণ কামনা করতে হবে।

তিন. টার্গেটকৃত কোনো নতুন কাজের কল্যাণ চেয়ে মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করারই অপর নাম হলো ইস্তিখারাহ। ইস্তিখারার মাধ্যমে মু'মিনরা সকল কাজে নিজেদেরকে মহান আল্লাহর কাছে সপে দেয়। এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর অসীম জ্ঞানের ব্যাপারে বান্দাহর সঠিক 'আকীদার স্বীকৃতি দেয়া হয়।

চার. ইস্তিখারাহ করার সঠিক নিয়ম হলো প্রথমে দুই রাক'আত সালাত আদায় করে নেয়া। তারপর নিজের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করে মহান আল্লাহর জ্ঞানের উপর বিষয়টিকে সোপর্দ করা।

পাঁচ. মহান আল্লাহ সকল বিষয়ের পূংখানুপুংখ জ্ঞান রাখেন এবং সকল কল্যাণ ও অকল্যাণ তাঁরই হাতে নিবদ্ধ- একথার স্বীকৃতি দিয়ে কল্যাণ লাভ ও অকল্যাণ থেকে রক্ষার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করাই প্রকৃত মু'মিনের দায়িত্ব।

ছয়. মহান আল্লাহ না চাইলে কেউ নিজের জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। আবার তিনি না চাইলে কেউ তার জন্য লিখিত কোন অকল্যাণ থেকেও নিজেকে বাঁচাতে পারে না। তাই কল্যাণ প্রাপ্তি ও অকল্যাণ থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য কেবল তাঁরই দ্বারস্থ হতে হবে।

সাত. শুধু বৈষয়িক কল্যাণই প্রকৃত কল্যাণ নয়; পারলৌকিক কল্যাণের বিষয়টি আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ। একইভাবে পারলৌকিক অকল্যাণও বৈষয়িক অকল্যাণের তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই মহান আল্লাহর কাছে ইহলৌকিক কল্যাণ কামনার পাশাপাশি পারলৌকিক কল্যাণও কামনা করতে হবে এবং ইহলৌকিক অকল্যাণের ন্যায় পারলৌকিক অকল্যাণ থেকেও নিস্কৃতি চাইতে হবে। বরং পারলৌকিক চিরস্থায়ী অকল্যাণ থেকে মুক্তির ব্যাপারে সদা সজাগ ও জাগ্রত থাকতে হবে।

আট. মানুষ যেহেতু প্রকৃত কল্যাণ ও অকল্যাণ বুঝে না; কিসে তার প্রকৃত কল্যাণ নিহিত আছে তা সে জানে না, কোন্‌টি প্রকৃত কল্যাণ তাও সে বুঝে না এবং কোথায় তা পাওয়া যাবে তাও তার অজানা, তাই তাকে কল্যাণের জন্য সর্বোতোভাবে মহান আল্লাহরই কাছে ধরনা দিতে হবে।

নয়. ভবিষ্যতের ভালো ও মন্দের জ্ঞান এবং ভালো ও মন্দ অর্জনের ক্ষমতা কোন মানুষেরই নেই। এটি নিরংকুশভাবে কেবল মহান আল্লাহরই নিয়ন্ত্রণাধীন। যে সকল মৌলিক বিষয়ে ঈমান আনার মাধ্যমে আমরা মু'মিন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করি, তার মধ্যে এটি একটি। তাই ইস্তিখারার মাধ্যমে আমাদের এই চেতনা ও বিশ্বাসকে নবায়ন করা হয় যে, আমাদের সকল কল্যাণ ও অকল্যাণ কেবল মহান আল্লাহরই হাতে। এক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের কিংবা দুনিয়ার অপরাপর কোনো মানুষের কোনো হাত নেই।

দশ. এমনকি কল্যাণ লাভ হলো কি হলো না, যা পেলাম তাতে কি কল্যাণ নিহিত আছে না অকল্যাণ- এ ব্যাপারটিও মানুষের কাছে স্পষ্ট নয়। তাই মহান আল্লাহর কাছে নিজেকে সপে দেয়ার পর আমাদেরকে এটিও তাঁর কাছে আবেদন করতে হবে যে, আমরা যা পেলাম তাতে তিনি যেন আমাদের সন্তুষ্টি দিয়ে দেন। আমরা যেন তাতে খুশি থাকি এবং এটি মহান প্রভুর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য বরাদ্দ বিধায় আমরা যেন নির্দিধায় তা মেনে নেই। দু'আটির শেষে তাই এভাবে বলা হয় যে, কল্যাণ যেখানেই থাকুক তুমি তা আমার জন্য বরাদ্দ করো এবং আমাকে তাতে সন্তুষ্ট রাখো।

হাদীসটির শিক্ষাঃ

- ইস্তিখারাহ ইসলামী জীবন বিধানের সৌন্দর্যের প্রতীক।
- মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করার অন্যতম আদাব হলো তার আগে সালাত আদায় করে নেয়া।
- সকল কাজে নিজেকে মহান আল্লাহর কাছে সপে দেয়া মু'মিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
- বান্দাহ ভবিষ্যতের ভালো কিংবা মন্দ কিছুই জানে না। তাই ভবিষ্যতের যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের আগে ইস্তিখারাহ করে নেয়া ভালো।
- মহান আল্লাহর জ্ঞান কোনো কালের গন্ডিতে আবদ্ধ নয়, পূর্বাপর সকল বিষয়ই তাঁর নখদর্পনে। তাই প্রকৃত মু'মিনগণ নিজেদের সকল প্রয়োজনের কথা কেবল মহান প্রভুকেই বলে।
- মহান আল্লাহ সকল কল্যাণের আঁধার। তিনি ছাড়া আর কেউ ভালো ও মন্দের জ্ঞান রাখে না এবং এর ব্যবস্থাও করতে পারে না।
- ভবিষ্যতের ভালো এবং মন্দ সকল কিছুই মহান আল্লাহর কাছে সপে দিতে হবে।
- যে কাজে নিজের দুনিয়া এবং আখিরাতের কল্যাণ নিহিত আছে মহান আল্লাহর কাছে একজন মু'মিনের তাই কামনা করা উচিত।

- শুধু বৈষয়িক কল্যাণ চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলা প্রকৃত মু'মিনের কাজ নয়।
- গুরুত্বপূর্ণ কাজের আগে ইস্তিখারাহ করে নিলে পরবর্তীতে মানসিক যন্ত্রণায় ভুগতে হয় না।
- ইস্তিখারার পর কাজের ফলাফল সানন্দে মেনে নেয়া যায়।
- মহান আল্লাহ মানুষের মনেরও নিয়ন্ত্রক। তাই সকল কাজের ফলাফল মেনে নেয়ার মানসিকতাও তিনিই দিতে পারেন।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে নিজেদের জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানো পদ্ধতিতে ইস্তিখারার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়ার তাওফীক দান করুন। সকল কাজের উত্তম ফলাফল মহান আল্লাহর কাছেই চাওয়ার এবং সকল ফলাফল সানন্দে মেনে নেয়ার যোগ্যতা দান করুন। আমীন।।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

------০------

হাদীস নং- ৫

জামা'আতে কাতার সোজা করে দাঁড়াবার গুরুত্ব

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ.

হাদীসটির সরল অনুবাদ:

আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: তোমরা তোমাদের কাতারগুলোকে সোজা করো। নিশ্চয়ই কাতার সোজা করা সালাতের পরিপূর্ণতার অংশ।[৩৭]

রাবী/বর্ণনাকারীর পরিচয়:

আনাস ইবনু মালিক (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশিষ্ট খাদিম ও একনিষ্ঠ সহচর। আনাস তাঁর মূল নাম, আর উপনাম হলো আবূ হামযাহ ও আবূ সুমামা। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে 'হামযাহ' নামক এক প্রকার সবজি খুটতে দেখে আদর করে বলেন- 'ইয়া আবা হামযাহ'। সেই থেকে তাঁর ডাক নাম হয়ে যায় আবূ হামযাহ। আনাস (রা.) এর পিতা মালিক ইবনু নাদর। আর তাঁর মাতা হলেন বিশিষ্ট মহিলা সাহাবী 'উম্মু সুলাইম সাহলা বিনতু মিলহান আলআনসারিয়্যাহ' (রা.)। ইয়াসরিবের বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের বানূ নাজ্জার শাখায় হিজরাতের দশ বছর পূর্বে ৬১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। এই গোত্রটিই ছিল আনসারদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত। উম্মু সুলাইম (রা.) সম্পর্কের দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের খালা হতেন।

আনাসের (রা.) এক চাচা আনাস ইবনু নাদর উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। কাফিররা তাঁর দেহ কেটে কুটে বিকৃত করে ফেলেছিল। তাঁর দেহে মোট আশিটি আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। তাঁর এক বোন ছাড়া আর কেউ সে লাশ সনাক্ত করতে পারেনি। আনাস (রা.) বলতেন: আমার এই চাচা আনাসের নামেই আমার নাম রাখা হয়েছিল।[৩৮] আনাসের (রা.) বয়স যখন আট/নয় বছর তখন তাঁর মা ইসলাম গ্রহণ করেন। এ কারণে তাঁর পিতা ক্ষোভ ও ঘৃণায় শামে চলে যায় এবং

---

৩৭. সাহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৩২৪, হা. নং- ৪৩৩

৩৮. সীরাতু ইবন হিশাম, খ. ২, পৃ. ৮৩

কুফরী অবস্থায় সেখানেই তার মৃত্যু হয়। তাঁর মা খাযরাজ গোত্রের বিত্তশালী ব্যক্তি আবূ তালহাকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। বালক আনাসকেও সাথে করে তিনি আবূ তালহার বাড়িতে নিয়ে যান। অত:পর সেখানেই তিনি লালিত পালিত হন।

আনাস (রা.) দীর্ঘ দশ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের একান্ত সংস্পর্শে ছিলেন। ফলে অতি কাছে থেকে তাঁর অনেক কথা শুনা ও অনেক কাজ লক্ষ্য করার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। এ সম্পর্কে আনাস (রা.) নিজেই বলেন: আমার মা আমার হাত ধরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন: 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আনসারদের প্রত্যেক নারী-পুরুষ আপনাকে কিছু না কিছু হাদিয়া দিয়েছে। আমি তো তেমন কিছু দিতে পারছিনে। আমার এই ছেলেটি আছে, সে লিখতে জানে। এখনও সে বালিগ হয়নি। আপনি একেই গ্রহণ করুন। সে আপনার খিদমাত করবে'। সেই দিন থেকে আমি একাধারে দশ বছর যাবত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমাত করেছি। এর মধ্যে কখনও তিনি আমাকে মারেননি, গালি দেননি, বকাঝকা করেননি এবং মুখও কালো করেননি। তিনি সর্বপ্রথম আমাকে এই ওয়াসিয়াতটি করেন: ছেলে, তুমি আমার গোপন কথা গোপন রাখবে। তা হলেই তুমি ঈমানদার হবে। আমার মা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিনীগণ কখনও আমার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন কথা জিজ্ঞেস করলে বলিনি। আমি তাঁর কোন গোপন কথা কারও কাছে প্রকাশ করিনি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর আনাস (রা.) তাঁর গোটা জীবন হাদীসের প্রচার ও প্রসারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১২৮৬ টি। তন্মধ্যে মুত্তাফাকুন 'আলাইহি হাদীসের সংখ্যা ১৬৮ টি। কারো কারো মতে, ১২৮ টি। বহু সংখ্যক সাহাবী এবং তাবি'ঈ তাঁর নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। আনাস (রা.) বলেন যে, দশ বছর বয়সে আমার মাতা আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমাতে পাঠান। তখন থেকে দশ বছর ধরে আমি তাঁর খিদমাতে নিয়োজিত থাকি। অত:পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যখন ইন্তিকাল হয়, তখন আমার বয়স বিশ বছর।

দ্বিতীয় খালীফাহ 'উমার (রা.) এর শাসনকালে তিনি বসরায় চলে যান এবং সেখানে দীনি 'ইলম শিক্ষা দানে নিয়োজিত থাকেন। অত:পর ৯১ হিজরীতে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। তিনিই ছিলেন বসরায় মৃত্যুবরণকারী সর্বশেষ সাহাবী।

হাদীসটির আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্ব:

হাদীসটিতে জামা'আতে সালাত আদায়ের সময় কাতার সোজা করে দাঁড়াবার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ফারয সালাতকে জামা'আতের সাথে আদায় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জামা'আতে সালাত আদায়ের সময় একজন ইমাম তথা নেতার নেতৃত্বে মহান আল্লাহর বড়ত্ব, মহত্ব ও শ্রেষ্টত্বের বর্ণনা, তাঁর আনুগত্যের শপথ, তাঁরই কাছে নিজেকে সপে দেয়া ও তাঁর দেয়া বিধানের আলোকে পথ চলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। এ সময় সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষেরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নেতার পেছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর আনুগত্যের মহড়া প্রদর্শন করে।

মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনিই একমাত্র মা'বূদ। তাঁর 'ইবাদাতের উদ্দেশ্যেই তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এই 'ইবাদাতের বেলায় ধনী আর গরীব, ছোট আর বড় এবং উঁচু আর নিচুতে কোনো ভেদাভেদ নেই। জামা'আতে সালাত আদায়ের সময় ইমাম তথা নেতার নির্দেশের সাথে সাথে একে অপরের সাথে একাকার হয়ে তাঁরই সামনে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে আমরা একথারই জানান দেই। মহান আল্লাহর দাসত্ব ও পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের ক্ষেত্রে সমাজের সকলেই এক ও অভিন্ন - একথারই প্রমাণ মেলে জামা'আতে সালাত আদায়ের সময় কাতার সোজা করে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানোর মাধ্যমে। আলোচ্য হাদীসটিতে এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা আলোচিত হয়েছে। তাই মু'মিন জীবনে হাদীসটির গুরুত্ব অপরিসীম।

হাদীসটির ব্যাখ্যা:

হাদীসটিতে আনাস ইবনু মালিক (রা.) সালাতে কাতার সোজা করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সরাসরি নির্দেশনা তুলে ধরেছেন। এতে নির্দেশসূচক শব্দ ব্যবহার করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: তোমরা (যখন জামা'আতে সালাত আদায় করতে দাঁড়াবে, তখন) তোমাদের কাতারগুলোকে সোজা করো। এরপর তিনি কারণ হিসেবে বলেছেন যে, কাতার সোজা করা সালাতের পরিপূর্ণতার অংশ। অর্থাৎ কাতার সোজা না করলে সালাত পরিপূর্ণ হয় না। সাহীহ এবং সুনানের প্রায় সকল হাদীস গ্রন্থেই এই সংক্রান্ত বর্ণনা এসেছে। যেমন-

عن مَالِكِ بن أبي عَامِرٍ قال سَمِعْت عُثْمَانَ وهو يقول اسْتَوُوا وَحَاذُوا بين الْمَنَاكِبِ فإن من تَمَامِ الصَّلاَةِ إِقَامَةَ الصَّفِّ قال وكان لاَ يُكَبِّرُ حتى ياتيه رِجَالٌ قد وَكَّلَهُمْ بِإِقَامَةِ الصُّفُوفِ.

মালিক ইবনু আবী 'আমির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি 'উসমান ইবনু 'আফ্ফান (রা.) কে (সালাতের ইমামতির সময় একথা) বলতে শুনেছি যে, তোমরা সোজা হও এবং কাঁধে কাঁধে মিলাও। কেননা কাতার সোজা করা সালাতের পরিপূর্ণতার অংশ। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন: 'উসমান (রা.) ততক্ষণ পর্যন্ত তাকবীর বলে সালাত আরম্ভ করতেন না, যতক্ষণ না কাতার সোজা করার জন্য তার নিয়োগকৃত লোকেরা এসে পৌঁছত।[৩৯]

عن أَنَس قال: أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِوَجْهِهِ فقال أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا فَإِنِّي أَرَاكُمْ من وَرَاءِ ظَهْرِي.

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: সালাতের ইকামাত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে ফিরে বলতেন, তোমাদের কাতারগুলো সোজা করো এবং মিলে মিলে দাঁড়াও। আমি আমার পেছন থেকে তোমাদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করি।[৪০]

عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال: إنما جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فلا تَخْتَلِفُوا عليه، فإذا رَكَعَ فَارْكَعُوا وإذا قال سمع الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لك الْحَمْدُ، وإذا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وإذا صلى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ . وَأَقِيمُوا الصَّفَّ في الصَّلَاةِ فإن إِقَامَةَ الصَّفِّ من حُسْنِ الصَّلَاةِ.

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন: ইমামকে এজন্যেই নিযুক্ত করা হয় যে, তার অনুসরণ করা হবে। কাজেই তোমরা তার সাথে মতদ্বৈততা করো না। সে যখন রুকূ'তে যায়, তোমরাও তখন রুকূ' করো। সে যখন 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে, তোমরা তখন বলো- 'রাব্বানা লাকাল হামদ'। আর যখন সে সাজদাহ করে, তোমরাও তখন সাজদাহ করো। সালাতে সে যখন বসা থাকে, তোমরাও সকলে তখন বসে সালাত আদায় করো। আর সালাতে কাতার সোজা করো। কেননা কাতার সোজা করা হলো সালাতের সৌন্দর্য।[৪১]

---

৩৯. মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবাহ, খ. ১, পৃ. ৩০৯, হা. নং- ৩৫৩২

৪০. সাহীহুল বুখারী (بَاب إِقْبَالِ الْإِمَامِ على الناس عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ) খ. ১, পৃ. ২৫৩, হা. নং- ৬৮৭

৪১. সাহীহুল বুখারী (بَاب إِقَامَةُ الصَّفِّ من تَمَامِ الصَّلَاةِ)খ. ১, পৃ. ২৫৩, হা. নং- ৬৮৯

عن أَنَسٍ قال قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فإن تَسْوِيَةَ الصفوف من تَمَامِ الصَّلَاةِ.

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: তোমরা তোমাদের কাতারগুলোকে সোজা করো। কেননা কাতার সোজা করা সালাতের পরিপূর্ণতার অংশ।[৪২]

عن جَابِرِ بن سَمُرَةَ السُّوَائِيِّ قال قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ألا تَصُفُّونَ كما تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قال قُلْنَا وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قال يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوَلَ وَيَتَرَاصُّونَ في الصَّفِّ.

জাবির ইবনু সামুরাহ আস্‌সুয়াঈ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: ফেরেশতাগণ যেভাবে তাদের রাব্বের সামনে কাতারবন্দি হয় তোমরা কেন সেভাবে কাতারবন্দি হচ্ছো না? আমরা বললাম, ফেরেশতাগণ কিভাবে তাদের রাব্বের সামনে সারিবদ্ধ হন? তিনি বলেন: তারা আগের কাতার আগে পূর্ণ করে এবং কাতারে মিলে মিলে দাঁড়ায়।[৪৩]
হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থ ছাড়াও একই গ্রন্থে বিভিন্ন রাবী থেকে এ বিষয়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া কোনো কোনো গ্রন্থকার এ ব্যাপারে আলাদা অধ্যায় সন্নিবেশিত করেছেন। আমাদের আলোচ্য হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সংক্ষিপ্ত বাণী থেকে যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফুটে উঠেছে তা হলো-

এক. সালাত আদায় মু'মিনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পরিপূর্ণরূপে পালন হলো কিনা তা সজাগ ও সচেতনতার সাথে বিবেচনায় রাখতে হবে। সালাত আদায়ে অপূর্ণতা থাকলে মহান আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালনেই অপূর্ণতা থেকে যাবে।

দুই. জামা'আতে সালাত আদায়ের মাধ্যমে মু'মিনদের সামাজিক বন্ধন পরিস্ফুট হয়। তাদের মাঝে কোনো ভেদাভেদ নেই এবং তারা সকলেই মহান আল্লাহর বান্দাহ ও দাস। তাই সকলে মিলে একই সাথে মহান আল্লাহর সামনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়।

---

৪২. সুনানুদ দারিমী (بَاب في إِقَامَةِ الصُّفُوفِ) খ. ১, পৃ. ৩২৩, হা. নং- ১২৬৩

৪৩. সুনান ইবন মাজাহ (بَاب إِقَامَةِ الصُّفُوفِ) খ. ১, পৃ. ৩১৭, হা. নং- ৯৯২

তিন. মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। একমাত্র তাঁরই সামনে মু'মিনরা মাথা নত করবে, আর কারো সামনে নয়। তাঁরই কাছে তারা সাহায্য চাইবে, অন্য কারো কাছে নয়। জামা'আতে সালাতের মাধ্যমে মূলত: এরই বাস্তব মহড়া হয়।

চার. মহান আল্লাহর যথাযথ আনুগত্যের জন্য উপযুক্ত নেতার নেতৃত্ব মেনে নিতে হয়। এই নেতৃত্বে যখন যাকে সমাসীন করা হয়, শারী'আতের সীমারেখার মধ্যে থেকে তখন তার নেতৃত্ব মেনে চলতে কারো মধ্যে কোনো দ্বিধা থাকে না।

পাঁচ. আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যের বেলায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামই হলেন অনুকরণীয় আদর্শ। সালাতে নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষেত্রে তিনি যে আদর্শ উপস্থাপন করে গেছেন, পরবর্তী অন্য সকল ইমামদের বেলায়ও কেবল তাঁকেই অনুসরণ করে সালাতে নেতৃত্ব দেয়া উচিত।

ছয়. নেতার অনুসারীগণ তাকে অনুসরণের জন্য যথাযথ পরিবেশ পেল কিনা তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেতাকেই গ্রহণ করতে হবে। সকলে গায়ে গায়ে মিলে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো, সামনের কাতারগুলো আগে পূরণ করা এবং সকলের কাছে ইমামের কমান্ড/নির্দেশ পৌঁছার জন্যে প্রয়োজন হলে মুকাব্বিরের ব্যবস্থা করা সহ যাবতীয় বিষয় ইমাম তথা নেতাকে খেয়াল রাখতে হবে।

হাদীসটির শিক্ষা:

- সালাত ইসলামের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিধান। ওযর না থাকলে পুরুষদের জন্য জামা'আতে সালাত আদায় করা বাধ্যতামূলক।
- জামা'আতের সাথে সালাত আদায়ের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সামনে নিজেকে সপে দেয়া হয়।
- সালাতে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানোর মাধ্যমে পরকালে মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর মহড়া অনুষ্ঠিত হয়।
- মহান আল্লাহই আমাদের একমাত্র মা'বূদ। জামা'আতে সালাত আদায়ের মাধ্যমে আমরা এই ঘোষণা দেই যে, তিনি ছাড়া আর কারো সামনে আমরা মাথা নুয়াই না। তিনি ছাড়া আর কারো দাসত্ব আমরা করি না।
- এভাবে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আমরা এই ঘোষণা দেই যে, আমরা সকলেই তাঁরই গোলাম। তিনিই আমাদের একমাত্র ত্রাণকর্তা; আমরা কেবল তাঁরই কাছে সাহায্য চাই।

- মু'মিনরা সকলে ভাই ভাই। তাদের পরস্পরের মাঝে কোনো ভেদাভেদ নাই। জামা'আতে সালাত আদায়ের সময় কাতারবদ্ধ হয়ে গায়ে গা মিলিয়ে দাঁড়ানোর মাধ্যমে এই ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি প্রকাশ পায়।
- জামা'আতে কাতার সোজা করে দাড়াবার মাধ্যমে আমরা আমাদের বড়ত্ব ও আমিত্বের অনুভূতিকে মিটিয়ে দেই। আমরা জানান দেই যে, মহান আল্লাহর দাস হিসেবে আমাদের মাঝে কোনো তফাৎ নেই।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পদ্ধতিতে জামা'আতের সাথে সালাত আদায়ের তাওফীক দান করুন। ইমামের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি নিজেদের শর্তহীন আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো এবং নিজে ইমাম হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানো পদ্ধতিতে ইমামত করার যোগ্যতা দান করুন আমীন।।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

-------o------

হাদীস নং- ৬

জামা'আতে কাতার পূর্ণ করে দাঁড়ানো এবং মাঝখানে ফাঁক না রাখার গুরুত্ব

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَقِيْمُوا الصُّفُوْفَ فَإِنَّمَا تَصُفُّوْنَ بِصُفُوفِ الْمَلاَئِكَةِ وَحَاذُوْا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِيْنُوْا فِيْ أَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَلاَ تَذَرُوْا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ.

হাদীসটির সরল অনুবাদঃ

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: তোমরা কাতারগুলোকে সোজা করো। কেননা তোমরা ফেরেশতাদের কাতারের সাথে কাতারবন্দী হয়ে থাকো। (অর্থাৎ তোমাদের ন্যায় ফেরেশতারাও সারিবদ্ধ হয়)। তোমরা কাঁধে কাঁধ মিলাও এবং খালিস্থান পূর্ণ করো। আর তোমাদের ভাইদের হাতের স্পর্শ পেলে নম্রতা প্রদর্শন করো। শাইতানের জন্য কোনো জায়গা খালি রেখো না। যারা কাতারে মিলে মিলে দাঁড়ায় আল্লাহ তাদেরকে মিলিয়ে দেন। আর যারা কাতারকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে আল্লাহ তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখেন।[88]

রাবী/বর্ণনাকারীর পরিচয়:

হাদীসটির বর্ণনাকারীর নাম 'আব্দুল্লাহ, কুনিয়াত আবূ 'আবদির রহমান। পিতা 'উমার ইবনুল খাত্তাব এবং মাতা যাইনাব। এক বর্ণনা মতে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নুবুওয়াত প্রাপ্তির এক বছর পূর্বে তাঁর জন্ম হয়। তিনি বাল্যকালেই তাঁর পিতার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সের কারণে বদর যুদ্ধে তাঁকে অংশ গ্রহণ করতে দেয়া হয়নি। তিনি ওহুদে অংশ গ্রহণ করেছিলেন কিনা এ নিয়েও মতবিরোধ রয়েছে। তবে খন্দক থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল যুদ্ধেই তিনি শরীক ছিলেন। সঠিক বর্ণনা মতে হিজরী তৃতীয় সনে যখন উহুদ যুদ্ধ হয় তখন তাঁর বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। এ হিসেবে নুবূওয়াতের দ্বিতীয় বছরে তাঁর জন্ম। নুবূওয়াতের ষষ্ঠ বছর তাঁর বাবা 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন 'আব্দুল্লাহর বয়স প্রায় পাঁচ।

---

৪৪. মুসনাদ আহমাদ, খ. ২, পৃ. ৯৭, হা. নং- ৫৭২৪

বাল্যকাল থেকেই 'আব্দুল্লাহ নিজেদের বাড়িটি ইসলামের আলোকে আলোকিত দেখতে পান। ফলে ইসলামী পরিবেশেই তিনি বড় হন। কোন কোন বর্ণনা মতে, পিতার আগেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে সঠিক কথা হলো পিতার ইসলাম গ্রহণের সময় তিনি অতি অল্প বয়স্ক। অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান হিসেবে তিনিও তাঁর পিতার ধর্মানুসারী হয়ে যান। বাল্যকালেই তিনি পিতামাতার সাথে মাদীনায় হিজরাত করেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফরসঙ্গী ছিলেন এবং তিনি বাই'আতুর রিদওয়ানেও অংশগ্রহণ করেন।

মাক্কা বিজয়ের সময় ইবনু 'উমার (রা.) ছিলেন বিশ বছরের নওজোয়ান। এ অভিযানে তিনি অন্য মুজাহিদদের পাশাপাশি ছিলেন। মাক্কা বিজয়ের পর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে পেছনে পবিত্র কা'বায় প্রবেশ করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সর্বপ্রথম উসামাহ ইবন যায়িদ, 'উসমান ইবন তালহা ও বিলাল ইবন রাবাহ প্রবেশ করেন। তারপর আমিই প্রথম কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করি। পরবর্তীতে হুনাইন অভিযান এবং তায়িফ অবরোধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। বিদায় হাজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী হয়ে তিনি পবিত্র হাজ্জ আদায় করেন।

'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের শীর্ষস্থানীয় সাহাবীদের একজন। অত্যন্ত বিচক্ষণ, মেধাবী ও তাকওয়াবান সাহাবী ছিলেন তিনি। সত্য ও ন্যায়ের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়। এজন্যেই হাজ্জাজের ন্যায় কঠোর খলিফার নিকটও তিনি সত্য কথা বলতে দ্বিধা করেননি। খিলাফাতের দায়িত্ব থেকে তিনি সবসময় পিছিয়ে ছিলেন এবং সর্বদাই 'ইবাদাতে মগ্ন থাকতেন। জাবির (রা.) বলেন: 'আমাদের মধ্যে ইবনু 'উমার ছাড়া আর কেউ নেই যে দুনিয়ার প্রতি কিছু না কিছু আসক্ত হয়নি'। নাফি' (রা.) বলেন: 'মৃত্যু পর্যন্ত ইবনু 'উমার (রা.) এক শতাধিক গোলামকে আযাদ করে যান'। বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে তাকওয়ার ভাবটি গালিব ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এই তাকওয়ার স্বভাব দেখে বলেছিলেন, 'রাজুলুন সালিহ - নেককার লোক'।

বয়োপ্রাপ্ত হবার পর থেকেই তিনি সকল কাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সার্বিক সহযোগী ছিলেন। তাই 'ইলমে হাদীসের চর্চা ও প্রসারে তাঁর অসামান্য অবদান ছিল। এ ব্যাপারে তিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দেন। হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি অনেক দুর্গম পথ পাড়ি দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি সুন্নাতের পূংখানুপূংখ অনুকরণের

ব্যাপারে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। বহু সংখ্যক সাহাবী ও তাবি'ঈ তাঁর নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। বেশিসংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের মধ্যে তিনি একজন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২৬৩০ মতান্তরে ১৬৩০ টি। এর মধ্যে ১৭০ টি মুত্তাফাকুন 'আলাইহি অর্থাৎ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ে বর্ণনা করেছেন। ৮১টি ইমাম বুখারী ও ৩১টি ইমাম মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি ৭৩ অথবা ৭৪ হিজরী মোতাবেক ৬৯২/৬৯৩ খৃষ্টাব্দে পবিত্র মাক্কায় ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৮৩/৮৪ বৎসর।

হাদীসটির আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্ব:

হাদীসটিতে জামা'আতে সালাত আদায়ের সময় কাতার পরিপূর্ণ করে দাঁড়ানো এবং কাতারের মাঝখানে ফাঁক না রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। জামা'আতে সালাত আদায়ের সময় সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষেরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নেতার পেছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর আনুগত্যের মহড়া প্রদর্শন করে। এ যেন মহান প্রভুর সামনে ফেরেশতাদের সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবারই অনুকরণে মুসল্লীদের এক বিশেষ মহড়া। আর মু'মিনদের এরূপ অবস্থা শাইতানের খুবই অপছন্দ। সে চায় মানুষেরা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন থাকুক, একে অপর থেকে দূরে থাকুক। যেসব বান্দারা পরস্পরে মিলে মিশে থাকে, মহান আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন। আর যারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে, মহান আল্লাহ তাদেরকে অপছন্দ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই সালাতের জামা'আত শুরু করার আগে কাতার সোজা করা ও মিলে মিলে দাঁড়াবার বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে তদারকি করতেন। এ প্রসঙ্গে সুনানের গ্রন্থগুলোতে অনেক বর্ণনা এসেছে। যেমন-

عن الْبَرَاءِ بن عَازِبٍ قال: كان رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَخَلَّلُ الصَّفَّ من نَاحِيَةٍ إلى نَاحِيَةٍ يَمْسَحُ صُدُورَنَا وَمَنَاكِبَنَا وَيَقُولُ لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وكان يقول إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ على الصُّفُوفِ الْأُوَلِ.

বারা ইবনু 'আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাতারের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কোনো ফাঁকা আছে কিনা তা খুঁটে খুঁটে দেখতেন। তিনি আমাদের বুক এবং কাঁধ স্পর্শ করে করে বলতেন: (পরস্পর থেকে) বিচ্ছিন্ন হয়ো না, তাহলে তোমাদের অন্তর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তিনি আরো বলতেন: নিশ্চয়ই প্রথম কাতারগুলোর উপর

মহান আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও তাদের জন্যে রহমতের দু'আ করেন।[৪৫] আবূ দাউদের অপর বর্ণনায় এসেছে যে,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ لَمْ يَقُلْ عِيسَى بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ ولا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ الله وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ الله . قال أبو دَاوُد وَمَعْنَى وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ إِذَا جَاءَ رَجُلٌ إلى الصَّفِّ فَذَهَبَ يَدْخُلُ فِيْه فَيَنْبَغِي أَنْ يُلِيْنَ لَهُ كُلُّ رَجُلٍ مَنْكِبَيْهِ حتى يَدْخُلَ في الصَّفِّ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা কাতারগুলো সোজা করে দাঁড়াও। কাঁধে কাঁধ মিলাও। খালি জায়গা পূরণ কর। তোমাদের ভাইদের হাতের সাথে লাগলে তা সাদরে গ্রহণ করো। ('ঈসার বর্ণনায় তোমাদের ভাইদের হাতের সাথে- কথাটি আসেনি)। (কাতারের মাঝে) শাইতানের জন্য খালি জায়গা ছেড়ে দিও না। যারা কাতারে মিলে মিলে দাঁড়ায় আল্লাহ তাদেরকে মিলিয়ে দেন। আর যারা কাতারকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে আল্লাহ তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখেন। আবূ দাউদ বলেন: তোমাদের ভাইদের হাতের সাথে লাগলে তা সাদরে গ্রহণ করো- একথার অর্থ হলো, কেউ যদি পিছন থেকে এসে সামনে জায়গা খালি দেখে সেখানে ঢুকতে চায় তাহলে সে যাতে সহজে ঢুকতে পারে সেজন্যে প্রত্যেকেরই উচিত নিজের কাঁধকে নরম করে রাখা।[৪৬]

জামা'আতে সালাত আদায়ের সময় তাই গায়ে গায়ে মিলে দাঁড়ানো এবং মাঝখানে জায়গা খালি না রাখা অত্যন্ত জরুরী। আমাদের আলোচ্য হাদীসে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা বিদ্যমান। তাই মু'মিন জীবনে হাদীসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হাদীসটির ব্যাখ্যা:

সালাতে কাতার সোজা করা এবং মুসল্লীদের পরস্পরে মিলে মিলে দাঁড়ানোর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচ্য হাদীসটিতে সুস্পষ্টভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। একজন ইমাম হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদাই নিজে এ বিষয়টি তদারকি করতেন। কখনো কখনো তিনি নিজে কাতারের মাঝে গিয়ে হাত ধরে, কাঁধ এবং বুকে হাত দিয়ে স্পর্শ করে তাদেরকে সোজা করে দিতেন। রাসূলের অনুকরণে পরবর্তী ইমামগণের কারো কারো মাঝেও এ রীতি চালু ছিল।

---

৪৫. সুনান আবী দাউদ, খ. ১, পৃ. ১৭৮, হা. নং- ৬৬৪
৪৬. সুনান আবী দাউদ, খ. ১, পৃ. ১৭৮, হা. নং- ৬৬৬

এ প্রসঙ্গে সাহীহ ও সুনানের গ্রন্থসমূহে অনেক বর্ণনা রয়েছে। নিম্নে আমরা এ সংক্রান্ত কয়েকটি বর্ণনা উদ্ধৃত করছি।

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتِمُّوْا الصَّفَّ الْمُتَقَدَّمَ فَإِنْ كَانَ نَقْصًا فَلْيَكُنْ فِيْ الْمُؤَخَّرِ.

আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: তোমরা আগের কাতার আগে পূর্ণ করো। (এভাবে করতে করতে) যদি অপূর্ণাঙ্গ থাকে তাহলে তা হবে শেষ কাতারে।[৪৭]

عن جَابِرِ بن سَمُرَةَ السُّوَائِيِّ قال قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ألا تَصُفُّونَ كما تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قال قُلْنَا وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قال يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوَلَ وَيَتَرَاصُّونَ في الصَّفِّ.

জাবির ইবনু সামুরাহ আস্‌সুয়াঈ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: ফেরেশতাগণ যেভাবে তাদের রাব্বের সামনে কাতারবন্দি হয় তোমরা কেন সেভাবে কাতারবন্দি হচ্ছো না? আমরা বললাম, ফেরেশতাগণ কিভাবে তাদের রাব্বের সামনে সারিবদ্ধ হন? তিনি বলেন: তারা আগের কাতার আগে পূর্ণ করে এবং কাতারে মিলে মিলে দাঁড়ায়।[৪৮]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ.

আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: তোমরা তোমাদের কাতারগুলোকে সোজা করো। নিশ্চয়ই কাতার সোজা করা নামাযের পরিপূর্ণতার অংশ।[৪৯]

উপরোক্ত আনাস ইবনু মালিক (রা.) এর বর্ণনা দু'টিতে সালাতে কাতার সোজা করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সরাসরি নির্দেশনা এসেছে। এতে নির্দেশসূচক শব্দ ব্যবহার করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: তোমরা তোমাদের কাতারগুলোকে সোজা করো। এরপর একটি বর্ণনায় তিনি কারণ হিসেবে বলেছেন যে, কাতার সোজা করা সালাতের পরিপূর্ণতার অংশ। অর্থাৎ কাতার সোজা না করলে সালাত পরিপূর্ণ হয়

---

৪৭. সাহীহ ইবন খুযাইমাহ (باب الأمر بأن يكون النقص والخلل في الصف الآخر) খ. ৩, পৃ. ২২, হা. নং- ১৫৪৬

৪৮. সুনান ইবন মাজাহ (بَاب إِقَامَةِ الصُّفُوفِ) খ. ১, পৃ. ৩১৭, হা. নং- ৯৯২

৪৯. সাহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৩২৪, হা. নং- ৪৩৩

না। সাহীহ এবং সুনানের প্রায় সকল হাদীস গ্রন্থেই এই সংক্রান্ত বর্ণনা এসেছে। সেখানে আলাদা অধ্যায় রচনা করে তার অধীনে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

عن مَالِكِ بن أبي عَامِرٍ قال سَمِعْت عُثْمَانَ وهو يقول اسْتَوُوا وَحَاذُوا بين الْمَنَاكِبِ فإن من تَمَامِ الصَّلاَةِ إقَامَةَ الصَّفِّ قال وكان لاَ يُكَبِّرُ حتى ياتيه رِجَالٌ قد وَكَّلَهُمْ بِإِقَامَةِ الصُّفُوفِ.

মালিক ইবনু আবী 'আমির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি 'উসমান ইবনু 'আফ্ফান (রা.) কে সালাতের ইমামতির সময় একথা বলতে শুনেছি যে, তোমরা সোজা হও এবং কাঁধে কাঁধে মিলাও। কেননা কাতার সোজা করা সালাতের পরিপূর্ণতার অংশ। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন: 'উসমান (রা.) ততক্ষণ পর্যন্ত তাকবীর বলে সালাত আরম্ভ করতেন না, যতক্ষণ না কাতার সোজা করার জন্য তার নিয়োগকৃত লোকেরা এসে পৌঁছত।[৫০]

عَنْ أَنَس قال: أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَقِيْمُوا صُفُوْفَكُمْ وَتَرَاصُّوا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي.

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: সালাতের ইকামাত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে ফিরে বলতেন, তোমাদের কাতারগুলো সোজা করো এবং মিলে মিলে দাঁড়াও। আমি আমার পেছন থেকে তোমাদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করি।[৫১]

عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال: إنما جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فلا تَخْتَلِفُوا عليه، فإذا رَكَعَ فَارْكَعُوا وإذا قال سمع الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لك الْحَمْدُ، وإذا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وإذا صلى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ . وَأَقِيمُوا الصَّفَّ في الصَّلَاةِ فإن إِقَامَةَ الصَّفِّ من حُسْنِ الصَّلَاةِ.

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন: ইমামকে এজন্যেই নিযুক্ত করা হয় যে, তার অনুসরণ করা হবে। কাজেই তোমরা তার সাথে মতদ্বৈততা করো না। সে যখন রুকূ'তে যায়, তোমরাও তখন রুকূ' করো। সে যখন 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে, তোমরা তখন বলো- 'রাব্বানা লাকাল হামদ'। আর যখন সে সাজদাহ করে, তোমরাও তখন সাজদাহ করো। সালাতে সে যখন বসা থাকে,

---

৫০. মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবাহ, খ. ১, পৃ. ৩০৯, হা. নং- ৩৫৩২

৫১. সাহীহুল বুখারী (بَاب إِقْبَالِ الْإِمَامِ على الناس عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ) খ. ১, পৃ. ২৫৩, হা. নং- ৬৮৭

তোমরাও সকলে তখন বসে সালাত আদায় করো। আর সালাতে কাতার সোজা করো। কেননা কাতার সোজা করা হলো সালাতের সৌন্দর্য।[৫২]

عن أَنَسٍ قال قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فإن تَسْوِيَةَ الصفوف من تَمَامِ الصَّلَاةِ.

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: তোমরা তোমাদের কাতারগুলোকে সোজা করো। কেননা কাতার সোজা করা সালাতের পরিপূর্ণতার অংশ।[৫৩]

অতএব কাতার সোজা করে দাঁড়ানো, কাতারের মাঝে জায়গা খালি না রাখা এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানো জামা'আতে সালাত আদায়ের বেলায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে মুসল্লীদের মাঝে সচেতনতা তৈরির ব্যাপারে মাসজিদের খাতীব ও ইমামগণের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। তারা যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণে সালাতের শুরুতে মুসল্লীদেরকে বারবার এ ব্যাপারে তাগিদ দেন এবং মাঝে মাঝে এর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন তাহলে তা শতভাগ বাস্তবায়ন হওয়া সম্ভব।

আলোচ্য হাদীস ও আমাদের সমাজের বাস্তবতা:

সালাতে সামনের কাতারে জায়গা খালি থাকতে দেখলে পেছনের মুসল্লীদের উচিত সামনে এগিয়ে গিয়ে সেই খালি জায়গা আগে পূরণ করা। অন্যথায় তা সকলের সালাতের জন্যই ক্ষতিকারক। এমনকি সালাত আদায়রত অবস্থায়ও যদি কোনো কারণে সামনের সারিতে জায়গা খালি থাকতে দেখা যায়, তাহলে নিকটস্থ পেছনের সারির মুসল্লীর দায়িত্ব হলো এগিয়ে গিয়ে সামনের খালি জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে যাওয়া। আর সেই খালি জায়গার দু'পাশে অবস্থানরত মুসল্লীদের দায়িত্ব হলো প্রয়োজনে নিজেরা আরেকটু চেপে তাকে জায়গা করে দেয়া। আমাদের আলোচ্য হাদীসের 'আর তোমাদের ভাইদের হাতের স্পর্শ পেলে নম্রতা প্রদর্শন করো'- এই অংশের বক্তব্যের দাবীও তাই। অর্থাৎ কেউ পিছন থেকে সামনে আসতে চাইলে তোমরা তাকে জায়গা করে দাও। কিংবা কেউ সামনের খালি জায়গাটুকু পূরণ করতে এগিয়ে আসলে তোমরাও তাকে সহযোগিতা করো।

নামায চলা অবস্থায় মুসল্লীর সংখ্যা বেড়ে গেলে যেমন ইমাম সামনে চলে যেতে পারেন, কিংবা নতুন কাতার তৈরির প্রয়োজন হলে যেমন সামনে থেকে একজন

---

৫২. সাহীহুল বুখারী (بَاب إِقَامَةُ الصَّفِّ من تَمَامِ الصَّلَاةِ)খ. ১, পৃ. ২৫৩, হা. নং- ৬৮৯

৫৩. সুনানুদ দারিমী (بَاب فِي إِقَامَةِ الصُّفُوفِ) খ. ১, পৃ. ৩২৩, হা. নং- ১২৬৩

মুসল্লীকে টেনে নিয়ে পেছনে নতুন কাতার তৈরি করতে হয়, একইভাবে কোনো কারণে কাতারে খালি জায়গা বের হলে আশেপাশের এবং পেছনের মুসল্লীদের দায়িত্ব হলো তা পূরণের ব্যবস্থা করা। কিন্তু কোনো অবস্থায়ই ঐ খালি জায়গাকে খালি ফেলে রাখা উচিত নয়। এ কারণেই ফাকীহগণের মত হলো যে-

اَلصَّلاَةُ مَاشِياً لاَ تَجُوْزُ، وَلَكِنَّ الْمَشْيَ فِي الصَّلاَةِ يَجُوْزُ.

অর্থাৎ হেঁটে হেঁটে সালাত আদায় করা জায়িয নয়, তবে (প্রয়োজন হলে) সালাতের ভিতর হাঁটা জায়িয। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশী মুসলিম সমাজের অধিকাংশের মাঝে আমরা এসব বিষয়ে ব্যতিক্রম চিত্র লক্ষ্য করি। আমাদের মাসজিদগুলোর বাস্তব চিত্র হলো-

প্রথমত: ইমামের পক্ষ থেকে মুসল্লীদের কাতার সোজা করার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কোনো উদ্যোগী ভূমিকা দেখা যায় না। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামই হলেন ইমামগণের আদর্শ। তিনি যে কাজটি প্রতি ওয়াক্তের সালাতেই নিয়মিতভাবে করতেন, আমাদের বর্তমান সময়ের ইমামগণ সে কাজটি মাঝে মধ্যেও করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। কিংবা বছরের কোন একটি জুমু'আয় কাতার সোজা করার ফযীলত ও এর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করারও প্রয়োজন বোধ করেন না।

দ্বিতীয়ত: আমাদের মাসজিদগুলোতে ইমামের পিছনের সারিগুলোতে প্রতি দশ/বার জন মুসল্লীর মাঝে অন্তত: একজন মুসল্লী প্রবেশ করতে পারবে- এ পরিমাণ জায়গা খালি থাকতে দেখা যায়। এ ব্যাপারে ইমাম এবং মুসল্লী সকলেই সমান অসচেতন। তাছাড়া সম্মানিত ইমামগণের পক্ষ থেকে এ প্রসঙ্গে জোরালো বক্তব্য না আসার কারণে কোনো কোনো মুসল্লী উদ্যোগী হতে গেলেও নানাভাবে অসহযোগিতা ও নিগ্রহের শিকার হন, যা অত্যন্ত দু:খজনক। অথচ এ ব্যাপারে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রসঙ্গত: সাহীহ ইবন খুযাইমার নিম্নোক্ত বর্ণনাটি আমি এখানে পাঠকদের খেদমতে পেশ করতে চাই।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَصُّوْا صُفُوْفَكُمْ وَقَارِبُوْا بَيْنَهَا وَحَاذُوْا بِالْأَعْنَاقِ . فَوَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّيْ لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خِلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ . قَالَ مُسْلِمٌ يَعْنِيْ النَّقْدَ الصِّغَارَ، اَلنَّقْدُ الصِّغَارُ أَوْلاَدُ الْغَنَمِ.

আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: তোমাদের কাতারগুলোকে ঢেলে সাজাও (গেঁথে নাও),

এগুলোকে (মাঝের দূরত্ব কমিয়ে) কাছাকাছি করো এবং কাঁধে কাঁধে সোজা করো। যে মহান সত্তার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, নিশ্চয়ই আমি দেখতে পাচ্ছি যে, কাতারের ভিতরের খালি জায়গা থেকে 'হাযাফের' ন্যায় শাইতান প্রবেশ করছে। মুসলিম (রহ.) বলেন, 'হাযাফ' দিয়ে তিনি 'আন্ নাকদুস সিগার' বা ছোট শাবক তথা ছাগল ছানা বুঝিয়েছেন।[৫৪]

তৃতীয়ত: সালাতে এভাবে গায়ে গায়ে লেগে দাঁড়াবার মাধ্যমেই মুসলিমদের ভ্রাতৃত্বের যথাযথ নমুনা প্রকাশ পায়। মহান আল্লাহর দাস হিসেবে যে তাদের মাঝে কোনো তফাৎ নেই এটিই তার প্রমাণ। কৃতদাস আর মনিব, ছাত্র আর শিক্ষক, ছেলে আর বাবা, পিয়ন আর তার বস, ড্রাইভার আর তার সাহেব- কেউ কারো থেকে দাস হিসেবে মহান আল্লাহর চোখে যে আলাদা নয়, সালাতেই আমরা তার প্রমাণ পাই। কিন্তু বিষয়টি সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই আমাদের সমাজে এর উল্টো চিত্র লক্ষ্য করা যায়। গায়ে গায়ে তো দূরে থাক, এক কাতারে পাশাপাশি দাঁড়ালেও সে অন্তত: ৩/৪ আঙ্গুল পেছনে থাকার চেষ্টা করে। এ যেন মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্বেরই এক নমুনা বৈকি।

চতুর্থত: সম্ভবত সালাত আদায়ের সময় আমাদের এভাবে দূরে দূরে থাকার বাস্তব কুফল হিসেবে আমরা আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক দৈন্যতাকে বাস্তব উদাহরণ হিসেবে ধরে নিতে পারি। আমরা নিজেদের একমাত্র মহান প্রভুর সামনে যখন ভেদাভেদ ভুলে সিসা ঢালা প্রাচীরের মতো হয়ে দাঁড়াতে পারি না, তখন নিজেদের সামাজিক অন্যান্য প্রয়োজনেও একে অপরের পাশে দাঁড়াতে পারবো না, এটিই স্বাভাবিক। সম্ভবত ঐ একই কারণে আমাদের সালাত আমাদের বাস্তব জীবনে কোন প্রভাব বিস্তার করে না, আমাদেরকে যাবতীয় অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকেও বিরত রাখে না।

পঞ্চমত: আজকাল কোন কোন সম্মানিত ইমামকে প্রতি ওয়াক্তের সালাতের শুরুতে মোবাইল ফোন বন্ধ রাখার ঘোষণা দিতে দেখা যায়। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিরায়ত এই সুন্নাতটি অনুসরণ করে কাতার সোজা করতে বলা, নিজে তাদের দিকে ফিরে মিশে মিশে দাঁড়ানো নিশ্চিত করা

---

৫৪. সাহীহ ইবন খুযাইমাহ (باب الأمر بالمحاذاة بين المناكب والأعناق في الصف) খ. ৩, পৃ. ২২, হা. নং-১৫৪৫

এবং সামনের কাতারগুলো আগে পূরণ করতে পদক্ষেপ নিলে বোধ করি ইমাম হিসেবে তাদের গ্রহণযোগ্যতা আরো বাড়তো বৈ কমতো না।

আমি মনে করি, এ ব্যাপারে যারা মাসজিদগুলোর সম্মানিত পরিচালনা পর্ষদ, সম্মানিত খাতীব ও ইমাম, যারা 'আলিম, যারা সিনিয়র, যারা বাবা, যারা শিক্ষক আর যারা বস তাদের সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে। আমার একটু ভূমিকার জন্যে যদি সমাজের পিছিয়ে থাকা একজন মানুষ, একজন জুনিয়র, একজন খেঁটে খাওয়া শ্রমিক তথা আল্লাহর একজন বান্দাহ তার আসল পরিচয় ফিরে পায় যে, সেও আমারই মতো মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার একজন দাস, কেবল তাঁরই দাসত্বের জন্যে তাকেও সৃষ্টি করা হয়েছে- তাহলে আমরা সকলেই এর দ্বারা উপকৃত হবো এবং বদলে যাবে আমাদের গোটা সমাজের চিত্র। আর এভাবেই অর্জন হবে জামা'আতে সালাত আদায়ের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। মহান আল্লাহ আমাদেরকে এক্ষেত্রে যার যার পরিমন্ডলে ভূমিকা রাখার তাওফীক দান করুন।

হাদীসটির শিক্ষা:

- মু'মিনরা পরস্পরে ভাই ভাই। তাদের মাঝে কোনো পার্থক্য নাই। জামা'আতে সালাত আদায়ের সময় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবার মাধ্যমে এর বাস্তব প্রশিক্ষণ মিলে।
- জামা'আতের সাথে সালাত আদায়ের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সামনে নিজেকে সপে দেয়া হয়। এভাবে মু'মিনরাও ফেরেশতাদের ন্যায় মহান আল্লাহর নি:সংকোচ আনুগত্যের নমুনা প্রদর্শন করে।
- মহান আল্লাহর দাসত্ব ও পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের ক্ষেত্রে সমাজের সকলেই এক ও অভিন্ন - একথারই প্রমাণ মেলে জামা'আতে সালাত আদায়ের সময় কাতার সোজা করে সারিবদ্ধ হয়ে গায়ে গায়ে মিলে দাঁড়ানোর মাধ্যমে।
- মহান আল্লাহই আমাদের একমাত্র মা'বূদ। জামা'আতে সালাত আদায়ের মাধ্যমে আমরা এই ঘোষণা দেই যে, তিনি ছাড়া আর কারো সামনে আমরা মাথা নুয়াই না। তিনি ছাড়া আর কারো দাসত্ব আমরা করি না। দাসত্বের ক্ষেত্রে আমরা কেবল তাঁর প্রেরিত নাবীরই অনুসরণ করি।
- যারা সম্মানিত খাতীব ও ইমাম, শারী'আহ সংক্রান্ত বিষয়ে জনগণকে সঠিক দিক নির্দেশনা দেয়া তাদের অন্যতম দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঠিক অনুসারী হলে এই দায়িত্ব তারা কেউ এড়াতে পারেন না।

- নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামই হলেন একমাত্র মহান নেতা। কেবল তাঁকে অনুসরণ করেই মহান আল্লাহর দাসত্ব করতে হবে এবং কেবল তাঁর দেখানো পদ্ধতিতেই আল্লাহর দাসদের নেতৃত্ব দিতে হবে।
- সালাতরত অবস্থায় শার'ঈ প্রয়োজনে সামনে/পিছনে অথবা ডানে/বামে যাওয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে পরস্পরকে বাধা দেয়া নয় বরং সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে।
- ইসলামের কোন বিধান কিংবা রাসূলের কোন নির্দেশনা বাস্তবায়নে কেউ এগিয়ে এলে আমাদের সকলের উচিত তার প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া।
- মুসলিমদের প্রভু এক এবং নেতাও এক। তারা একই নেতার অনুকরণে একই প্রভুর দাসত্ব করে। জামা'আতে সালাত আদায়ের সময় কাতারবদ্ধ হয়ে গায়ে গা মিলিয়ে ইমামের প্রতিটি নির্দেশ অনুকরণের মাধ্যমে তাদের এই অনুভূতিরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পদ্ধতিতে জামা'আতের সাথে সালাত আদায়ের তাওফীক দান করুন। ইমামের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি নিজেদের শর্তহীন আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো এবং নিজে ইমাম হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানো পদ্ধতিতে ইমামত করার যোগ্যতা দান করুন। আমীন।।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

------o------

হাদীস নং- ৭

যে পাঁচটি বিষয়ে কিয়ামাতের দিন আমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হতে হবে

عَنِ ابن مَسْعُودٍ عَنِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: لا يَزُولُ قَدَمَ بن آدَمَ يوم الْقِيَامَةِ من عِنْدِ رَبِّهِ حتى يُسْأَلَ عن خَمْسٍ عن عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَشَبَابِهِ فِيمَا أَبْلاهُ وَمَالِهِ من أَيْنَ كَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ.

হাদীসটির সরল অনুবাদ:

ইবনু মাস'ঊদ (রা.) নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন: কিয়ামাতের দিন ইবনু আদামের পা তার রবের নিকট থেকে নড়তে পারবে না, পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসিত না হয়ে। (আর তা হলো): তার আয়ুষ্কাল সম্পর্কে- কিভাবে তা সে ফুরিয়েছে, তার যৌবন সম্পর্কে- কিসে সে তা ক্ষয় করেছে, তার সম্পদ সম্পর্কে- কোথা থেকে সে তা অর্জন করেছে এবং কোন্ পথে তা ব্যয় করেছে, আর তার জ্ঞান সম্পর্কে- তদনুযায়ী সে কী আমল করেছে।[৫৫]

আলোচ্য হাদীসের সমার্থক হাদীসসমূহ:

সাহীহ এবং সুনানের আরো বিভিন্ন গ্রন্থে অনেক সাহাবী থেকে বিষয়টি বিবৃত হয়েছে। কোথাও এর সংখ্যা পাঁচ এবং কোথাও তা চার হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। যদিও বর্ণিত বিষয়গুলোকে যেমন পাঁচে বিভক্ত করা যায়, তেমনি যায় চারেও বিভক্ত করা। অবশ্য সকল বর্ণনার মধ্যে সবচেয়ে কাছাকাছি শব্দ চয়নে বর্ণিত হয়েছে মু'আয ইবন জাবাল (রা.) এর হাদীসটি। সেখানে এ পাঁচটি বিষয়কে একসাথে চার হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে-

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَزُوْلُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ- عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلاهُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيْهِ.

মু'আয ইবনু জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: চারটি বিষয়ে জিজ্ঞাসিত না হয়ে

৫৫. আলমু'জামুল কাবীর, খ. ১০, পৃ. ৮, হা. নং- ৯৭৭২; সুনানুত তিরমিযী, খ. ৪, পৃ. ৬১২, হা. নং- ২৪১৬

কিয়ামাতের দিন বান্দাহর দুই পা অগ্রসর হতে পারবে না। তার আয়ুষ্কাল সম্পর্কে- কিভাবে তা সে ফুরিয়েছে, তার যৌবন সম্পর্কে- কিসে সে তা ক্ষয় করেছে, তার সম্পদ সম্পর্কে- কোথা থেকে সে তা অর্জন করেছে এবং কোন্ পথে তা ব্যয় করেছে, আর তার জ্ঞান সম্পর্কে- তদনুযায়ী সে কী আমল করেছে।[৫৬]

عن أبي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قال قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يوم الْقِيَامَةِ حتى يُسْأَلَ عن عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ من أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ قال هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

আবূ বারযাহ আলআসলামী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: কিয়ামাতের দিন বান্দাহর দুই পা নড়তে পারবে না, যতক্ষণ না সে জিজ্ঞাসিত হবে- তার আয়ুষ্কাল সম্পর্কে- কিভাবে সে তা ফুরিয়েছে, তার জ্ঞান সম্পর্কে- তদনুযায়ী সে কী আমল করেছে, তার সম্পদ সম্পর্কে- কোথা থেকে সে তা অর্জন করেছে এবং কোন্ পথে তা ব্যয় করেছে, আর তার দেহ সম্পর্কে- কিসে সে তা ক্ষয় করেছে।[৫৭] ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান এবং সাহীহ বলেছেন।

আরো যেসকল গ্রন্থে বিভিন্ন বর্ণনাকারী এটি বর্ণনা করেছেন, তাদের সকলেরই আলোচনার প্রতিপাদ্য এই পাঁচটি বিষয়। তবে কারো বর্ণনায়ই শব্দ চয়নে সামান্য পার্থক্য এবং কিছু শব্দের আগে-পিছে হওয়া ছাড়া তেমন কোনো পার্থক্য নেই।

হাদীসটির বর্ণনাকারীর পরিচয়:

আলোচ্য হাদীসটির বর্ণনাকারী 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.)। তাঁর মূল নাম 'আব্দুল্লাহ। পিতার নাম মাস'উদ, কুনিয়াত আবূ 'আবদির রহমান এবং মাতার নাম উম্মু 'আব্দ। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদিম ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সাথে সাথে ছিলেন। এ কারণে হাদীস বর্ণনায় তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল।

'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ (রা.) প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারী একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। সে সময় তিনি ছিলেন একজন কিশোর। কোরাইশ গোত্রের এক সর্দার 'উকবা ইবন আবূ মু'ঈতের একপাল ছাগল নিয়ে তিনি মাক্কার গিরিপথগুলোতে চরিয়ে বেড়াতেন। লোকেরা তাকে 'ইবন উম্মি 'আব্দ' বলে

---

৫৬. আল মু'জামুল কাবীর, খ. ২০, পৃ. ৬০, হাদীস নং- ১১১; সুনানুদ দারিমী, খ. ১, পৃ. ১৪৫, হা. নং- ৫৩৯

৫৭. সুনানুত তিরমিযী, খ. ৪, পৃ. ৬১২, হা. নং- ২৪১৭; সুনানুদ দারিমী, খ. ১, পৃ. ১৪৪, হা. নং- ৫৩৭

ডাকতো। নাবীজীর সাথে তার প্রথম সাক্ষাত এবং ইসলাম গ্রহণের কাহিনী তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন। অভ্যাস অনুযায়ী তিনি প্রতিদিন সকালে 'উকবার ছাগলের পাল নিয়ে বের হয়ে যেতেন আর সন্ধ্যায় ফিরতেন। একদিন তিনি দেখতে পেলেন, দু'জন বয়স্ক লোক, যাদের চেহারায় আত্মমর্যাদার ছাপ বিরাজমান, দূর থেকে তার দিকেই এগিয়ে আসছেন। তাঁরা ছিলেন খুবই ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত। পিপাসায় তাঁদের গলা ও ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। নিকটে এসে লোক দু'টি তাকে সালাম জানিয়ে বললেন, তোমার ছাগলগুলো থেকে কিছু দুধ দুইয়ে আমাদেরকে দাও। আমরা তা পান করে আমাদের পিপাসা নিবৃত্ত করি এবং আমাদের শুকনা গলা একটু ভিজিয়ে নিই।

তাঁদের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে তিনি বলেছিলেন: 'এ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। ছাগলগুলি তো আমার নয়। আমি এগুলির রাখাল ও আমানতদার মাত্র'। লোক দু'টি এ কথায় অসন্তুষ্ট হলেন না, বরং তাদের মুখমন্ডলে উৎফুল্লতার ছাপ ফুটে উঠলো। তাদের একজন আবার বললেন: 'তাহলে এমন একটি ছাগী আমাকে দাও যা এখনও পাঠার সংস্পর্শে আসেনি'। ইবন মাস'উদ তখন নিকটেই দাঁড়িয়ে থাকা একটি ছোট ছাগীর দিকে ইশারা করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। লোকটি এগিয়ে গিয়ে ছাগীটি ধরে ফেলেন এবং 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলে হাত দিয়ে ধরে তার ওলান মলতে লাগলেন। এ দৃশ্য দেখে ইবন মাস'উদ অবাক বিস্ময়ে মনে মনে বলছিলেন: 'কখনও পাঠার সংস্পর্শে আসেনি এমন ছাগী কি দুধ দেয়? কিন্তু কি আশ্চর্য! কিছুক্ষণের মধ্যেই ছাগীর ওলানটি ফুলে উঠে এবং প্রচুর পরিমাণে দুধ বের হতে থাকে। দ্বিতীয় লোকটি গর্তবিশিষ্ট পাথর উঠিয়ে নিয়ে বাঁটের নিচে ধরে তাতে দুধ ভর্তি করেন। তারপর তাঁরা উভয়ে পান করেন এবং তাকেও পান করান। ইবন মাস'উদ বলেন: আমি যা দেখছিলাম তা সবই আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। আমরা সবাই যখন পরিতৃপ্ত হলাম তখন সেই পুণ্যবান লোকটি ছাগীর ওলানটি লক্ষ্য করে বল্লেন: 'চুপসে যাও'। আর অমনি সেটি পূর্বের ন্যায় চুপসে গেল। তারপর আমি সেই পুণ্যবান লোকটিকে অনুরোধ করলাম: 'আপনি যে কথাগুলি উচ্চারণ করলেন, তা আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন: তুমি তো শিক্ষাপ্রাপ্ত বালক। এই পুণ্যবান লোকটিই ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাথে ছিলেন আবূ বাকর আস-সিদ্দীক (রা.)। ইবন মাস'উদ (রা.) এর কাছে সেদিন যেমনি এই পুণ্যবান লোক দু'টিকে ভাল লেগেছিল, তাঁদের কাছেও তেমনি ছেলেটির আচরণ, আমানতদারী ও বিচক্ষণতা খুব চমৎকার মনে হয়েছিল। তাঁরা ছেলেটির মধ্যে কল্যাণ ও মঙ্গলের শুভলক্ষণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এ ঘটনার কিছুদিন পরেই 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন একনিষ্ঠ খাদিম হিসেবে উৎসর্গ করেন।

'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) ছায়ার মত নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করতেন। সফরে বা ইকামাতে, গৃহের অভ্যন্তরে বা বাইরে সব সময় তিনি তাঁর সাথে সাথে থাকতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমালে তিনি তাঁকে ঘুম থেকে জাগাতেন, গোসলের সময় পর্দা করতেন, বাইরে যাবার সময় জুতা পরিয়ে দিতেন, ঘরে প্রবেশের সময় জুতা খুলে দিতেন এবং তাঁর লাঠি ও মিসওয়াক বহন করতেন। হুজরায় অবস্থানকালেও তিনি তাঁর কাছে যাতায়াত করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সকল বিষয়ে তাকে অবগত হওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। এ কারণে তাঁকে 'সাহিবুস্ সির' বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল গোপন বিষয়ের অধিকারী বলা হতো।

তিনি সুললিত কণ্ঠে আলকোরআন তিলাওয়াত করতেন। তিনিই প্রথম মাক্কায় কাফিরদের সামনে প্রকাশ্যে আলকোরআন তিলাওয়াত করেন। 'উমার (রা.) বলেন: একদিন রাতের বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আবূ বাকর (রা.) এর সাথে কথা বলছিলেন। আমিও তাঁদের সাথে ছিলাম। কিছু সময় পর আমরা বের হয়ে দেখতে পেলাম এক ব্যক্তি মাসজিদে দাঁড়িয়ে সালাত পড়ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ তাঁর কোরআন তিলাওয়াত শুনলেন, তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন: 'যে ব্যক্তি বিশুদ্ধভাবে কোরআন পাঠ করে আনন্দ পেতে চায়, যেমন তা অবতীর্ণ হয়েছে- সে যেন ইবন উম্মি 'আব্দের পাঠের অনুসরণে কোরআন পাঠ করে''। এরপর ইবন মাস'উদ বসে দু'আ শুরু করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আস্তে আস্তে তাঁকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন: 'চাও, দেয়া হবে, চাও, দেয়া হবে'। আলকোরআনের বিধানাবলী তিনি নিষ্ঠার সাথে প্রতিপালন করে চলতেন। এক হাদীসে তিনি বলেন: আমরা আলকোরআনের দশটি আয়াতকে অতিক্রম করতাম না যতক্ষণ না সেই দশটি আয়াতকে বাস্তবে রূপায়ন করতাম। তিনি একাধারে ছিলেন হাফিয, মুহাদ্দিস এবং 'আবিদ। মাঝে মাঝে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দিয়ে আলকোরআন পাঠ করাতেন এবং নিজে তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করতেন।

ইসলামের সকল গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে হাবশায় এবং পরে মাদীনায় হিজরাত করেন। ৩২ হিজরী মোতাবেক ৬৫২ খৃস্টাব্দে তিনি ইন্তিকাল করেন।

হাদীসটির আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্ব:

হাদীসটিতে কিয়ামাতের দিবসে যে পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসিত না হয়ে মানুষের কোন উপায়ই থাকবে না সেগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। বিচার দিবসে মানুষ তার প্রতিটি নেক আমল যেমন দেখতে পাবে, প্রতিটি বদ আমলও

তেমনি দেখতে পাবে। মহান আল্লাহ বলেন:

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ . وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ.

"যে অনু পরিমাণ ভালো কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে। আর যে অনু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে"।[৫৮]

এ হলো সকলের জন্য সাধারণ নীতিমালা। কিন্তু বিশেষভাবে জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত এবং জীবন ঘনিষ্ঠ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে মৌলিক যেসব বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসিত হতেই হবে তা হলো আলোচ্য হাদীসে উল্লেখিত পাঁচটি বিষয়। এ পাঁচটি মৌলিক বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদে সফল হতে পারলে অন্যান্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় এর অধীনেই চলে আসবে। তাই এ পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসার জবাবের জন্য প্রস্তুত থাকতে পারলেই সফলতা আশা করা যায়। আর এগুলোর জবাব দিতে ব্যর্থ হওয়ার অর্থই হবে অন্যান্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়েও জবাব দিতে না পারা। এ কারণেই মানব জীবনে হাদীসটির গুরুত্ব অপরিসীম।

হাদীসটির ব্যাখ্যা:

হাদীসটির শুরুতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে, কিয়ামাতের দিন কোন বান্দাহই এক পাও নড়তে পারবে না যতক্ষণ না সে পাঁচটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। অর্থাৎ ঐ প্রশ্নগুলোর সন্তোষজনক জবাব দিতে পারলে সে পরিত্রাণ পাবে আর না পারলে সে বিপদগ্রস্ত হবে। এরপর তিনি এক এক করে ঐ পাঁচটি জিনিসের বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। নিম্নে আমরা সেই পাঁচটি জিনিসের ধারাবাহিক বর্ণনা পেশ করছি।

এক. জীবনকে (আয়ুষ্কাল) সে কিভাবে কাটিয়েছে: জীবন বা আয়ু মহান আল্লাহর এক অপার দান। জীবন যাপনের জন্য যে যতটুকু আয়ু পায় তার ভিত্তিতেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এরই ভিত্তিতে সে পুরস্কৃত হবে কিংবা তিরস্কৃত হবে। মহান আল্লাহর দেয়া বিধানের আলোকে জীবন কাটালে সে যেমন পুরস্কৃত হবে। এর ব্যতিক্রম করলেও সে তেমনি তিরষ্কৃত হবে। জীবদ্দশায় আমরা ভাল অথবা মন্দ যাই করি তা সব মহান আল্লাহ তাঁর বিশেষ বাহিনী দিয়ে রেকর্ড করান। ফলে জিজ্ঞাসার জবাবে নিজের ইচ্ছামত কিছু বানিয়ে বললেও রেহাই পাওয়ার সুযোগ নেই। মহান আল্লাহ বলেন:

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنْشُوراً . اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً.

"প্রতিটি মানুষের ভালো ও মন্দ আমি তার গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছি। আর কিয়ামাতের দিন আমি তার জন্য একটা লেখা বের করবো, যা সে খোলা কিতাব

---

৫৮. আলকোরআন: সূরা আয্ যালযালাহ, ৯৯:৭-৮

হিসেবে পাবে। (তাকে বলা হবে) তোমার আমলনামা পড়ো। আজ তোমার হিসাব নেবার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট"।[৫৯]

শুধু তাই নয়, যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে মানুষ কোন কাজ করে কিয়ামাতের দিন সেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই তার সে কাজের সাক্ষী হবে। মহান আল্লাহ বলেন:

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.

"আজ আমি তাদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি। তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা সাক্ষ্য দেবে যে, তারা দুনিয়াতে কী কামাই করে এসেছে"।[৬০]

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ.

"(হে মুহাম্মদ!) তুমি যে অবস্থায়ই থাকো না কেন এবং কোরআন থেকে যাই তিলাওয়াত করো না কেন, আর (হে মানুষ!) তোমরা যাই করো না কেন, আমরা তোমাদের উপর সাক্ষী থাকি যখন তোমরা তাতে আত্মনিয়োগ করো। মহাকাশ এবং পৃথিবীতে একটি অনু পরিমাণ কিছুও তাঁর অগোচরে নেই এবং তার চেয়ে ক্ষুদ্রতম কিংবা বৃহত্তর কিছুই নেই, যা এক সুস্পষ্ট কিতাবে লেখা নেই"।[৬১]

অতএব জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের কর্মের ব্যাপারেই আমাদের সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে। কারণ এর কোনটিই আমরা চাইলে গোপন রাখতে পারব না। কিংবা রিপোর্ট দেয়ার বেলায় কোনরূপ গোজামিলের আশ্রয়ও নিতে পারব না।

দুই. যৌবনকালকে সে কিভাবে ক্ষয় করেছে: কিয়ামাতের দিন সাধারণভাবে মানুষকে তার গোটা আয়ুষ্কাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা ছাড়াও আলাদাভাবে আবার তার যৌবনকাল নিয়ে প্রশ্ন করা হবে। তাকে বলা হবে যে, তুমি তোমার যৌবনের শক্তি সামর্থকে কোন্ পথে ব্যয় করেছো? এর থেকে বুঝা যায় যে, যৌবনের আমল মহান আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। এ সময়ের 'ইবাদাতও যেমন বেশি গুরুত্বপূর্ণ, নাফরমানীও তেমনি।

এখানে বিশেষভাবে যৌবনকালের কথা এজন্যেই বলা হয়েছে যে, যৌবনকাল মানুষের কর্মস্পৃহা ও কর্মচাঞ্চল্যের সময়। এটি জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট সময়। এ সময়ে যা করা যায়, বার্ধক্যে ইচ্ছা থাকলেও তা করা যায় না। যৌবনে মানুষের শক্তি-সাহস বেশি থাকে। তখন সে ভাঙতেও পারে, গড়তেও পারে। হাশরের দিন যে সাত শ্রেণির লোককে মহান আল্লাহর 'আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দেয়া হবে তাদের মধ্যেও অন্যতম একটি হলো ঐসব যুবকদল যারা তাদের যৌবনকাল

৫৯. আলকোরআন: সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭:১৩-১৪
৬০. আলকোরআন: সূরা ইয়া সীন, ৩৬:৬৫
৬১. আলকোরআন: সূরা ইউনুস, ১০:৬১

মহান আল্লাহর আনুগত্যের ভিতর দিয়ে কাটিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُوْدَ إِلَيْهِ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِيْ اللهِ اجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللهِ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ ما تُنْفِقُ يَمِينُهُ.

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: সাত শ্রেণির লোক আছেন যাদেরকে মহান আল্লাহ তাঁর 'আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন, যেদিন অন্য কোন ছায়া থাকবে না। তাঁরা হলেন: (এক) ন্যায়বিচারক নেতা (শাসক), (দুই) আল্লাহর 'ইবাদাতের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠা যুবক, (তিন) ঐ ব্যক্তি যার অন্তর মাসজিদের সাথে লেগে থাকে- একবার মাসজিদ থেকে বের হয়ে পুনরায় মাসজিদে আসা পর্যন্ত তার মন সেখানে পড়ে থাকে, (চার) এমন দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পরকে ভালবাসে- আল্লাহরই জন্য পরস্পরে মিলিত হয় এবং তাঁরই জন্য পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, (পাঁচ) ঐ ব্যক্তি যে একান্তে আল্লাহকে স্মরণ করে তাঁর ভয়ে অশ্রু সজল হয়, (ছয়) ঐ ব্যক্তি যাকে কোন সম্ভ্রান্ত সুন্দরী রমণী অশ্লীলতার দিকে ডাকলেও সে বলে যে, আমি আল্লাহকে ভয় করি এবং (সাত) ঐ ব্যক্তি যে দান করার পর তা এমনভাবে গোপন রাখে যে, ডান হাত দিয়ে সে কী দান করল তা তার বাম হাতও জানে না।[৬২]

যৌবনের শক্তি সামর্থ মানুষ কোন্ কাজে ব্যয় করে তা নিয়ে তাকে আলাদাভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। তাই এই সময়টিকে যারা মহান আল্লাহর 'ইবাদাতে এবং ইসলামের পক্ষে কাজ করে কাটায় তাদের এত মর্যাদা। অন্য হাদীসে তাই যৌবনকালকে বার্ধক্য আসার আগেই বেশি গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلمَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ: اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ. هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى

৬২. মুয়াত্তাল ইমাম মালিক, খ. ২, পৃ. ৯৫২, হাদীস নং- ১৭০৯; সাহীহুল বুখারী, খ. ১, পৃ. ২৩৪, হাদীস নং- ৬২৯; সাহীহ মুসলিম, ২, পৃ. ৭১৫, হাদীস নং- ১০৩১

شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে নাসীহাত করতে গিয়ে বলেছেন: তুমি পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিসের আগে গুরুত্ব দিবে। (এক) বার্ধক্য এসে যাওয়ার আগে তোমার যৌবনকালকে। (দুই) অসুস্থতা এসে যাওয়ার আগে তোমার সুস্থতাকে। (তিন) দারিদ্রতা এসে যাওয়ার আগে তোমার সচ্ছলতাকে। (চার) ব্যস্ততা এসে যাওয়ার আগে তোমার অবসরকে এবং (পাঁচ) মৃত্যু এসে যাওয়ার আগে তোমার জীবনকে।[৬৩] ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী এটি সাহীহ, তবে তাঁরা এটি তাঁদের গ্রন্থে বর্ণনা করেননি।

মানুষের যৌবনকাল তার জন্য মহান আল্লাহর এক অপার নি'আমাত। যৌবন চলে গিয়ে বার্ধক্য চলে আসলে তা আর ফিরে আসে না। অথচ যৌবনে সে যেসব কাজ আঞ্জাম দিতে পারতো এবং যেভাবে সূচারুরূপে তা করতে সক্ষম ছিলো বার্ধক্য এসে গেলে তার পক্ষে আর সেসব কাজ করা সম্ভব হয় না এবং সেই মানসম্মতভাবে করতে চাইলেও আর সে করতে পারে না। আরবের এক কবি তাই আফসোস করে এভাবে বলেছিলেন- 'হায়! যৌবন যদি আবার ফিরে আসতো'।

মানুষের আয়ুষ্কালের মধ্যে যৌবনই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যৌবনে এমন অনেক কাজ করা যায় যা বার্ধক্য এসে গেলে আর শত চেষ্টা করেও করা সম্ভব হয় না। যৌবনকালকে যারা আল্লাহর আনুগত্যের পথে পরিচালিত করে তারাই বেশি সফলকাম। আর যারা যৌবনকালকে অবহেলা করে তারাই বেশি ক্ষতিগ্রস্থ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই তাঁর দা'ওয়াতী কাজে যুবকদেরকে বেশি বেশি টার্গেট করতেন। তাদের প্রতি তাঁর ছিল এক বিশেষ নজর। কেননা তারা তাদের মেধা-শ্রম ও আগ্রহ-উদ্দীপনাকে কাজে লাগিয়ে নিজেরাও যে কোন ব্যাপারে অনেক উন্নতি করতে পারে এবং সমাজের অন্যান্যদের উপরও অনেক বেশি প্রভাব ফেলতে পারে। ইসলামে তাই যৌবনের 'ইবাদাতকে উত্তম বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাত শ্রেণির লোকের ব্যাপারে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, তাঁরা হাশরের ময়দানের কঠিনতম সময়ে মহান আল্লাহর 'আরশের নিচে ছায়া পাবে। সেই সাত শ্রেণির মধ্যে একটি হলো ঐসব যুবকদল যারা আল্লাহর 'ইবাদাতের মধ্য দিয়ে নিজেদের যৌবনকালকে অতিবাহিত করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাক্কী জীবনের কঠিন সময়গুলোতে একদল যুবক সাহাবীই ইসলামের দা'ওয়াত গ্রহণ করে তাঁর হাতকে শক্তিশালী করেছিলেন।

---

৬৩. আল-মুসতাদরাক 'আলা আস-সাহীহাইন, খ. ৪, পৃ. ৩৪১, হাদীস নং- ৭৮৪৬

তিন. সম্পদকে সে কোথা থেকে আয় করেছেঃ ধনসম্পদের চাহিদা অনস্বীকার্য একটি বিষয়। মানুষ মাত্রই সম্পদের মুখাপেক্ষী। এই চাহিদা মেটাতে তাই তাকে সম্পদ আহরণের চেষ্টা করতে হয়। তবে সম্পদের প্রতি তার এই মুখাপেক্ষিতা পূরণের ক্ষেত্রে মানুষ যখন অতিরঞ্জন করে বসে তখনই তা ইসলামের দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণিত বিষয়। দুনিয়ার জীবনে সম্পদ হলো মানুষের চালিকাশক্তি। ভাল কাজ করতেও যেমন সম্পদ লাগে, মন্দ কাজেও তেমনি সম্পদ লাগে। তাই এই সম্পদ মানুষের জন্য এক মহা পরীক্ষাও বটে। সম্পদ না থাকলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় ভাল কাজ করা যায় না; আবার সম্পদের অভাবে অনেক সময় পাপেও লিপ্ত হতে হয়। এক হাদীসে তাই এসেছে-

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كَادَ الْفَقْرُ أنْ يَكُوْنَ كُفْراً ، وَكَادَ الْحَسَدُ أنْ يَغْلِبَ الْقَدَرَ.

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ দারিদ্র কখনো বা কুফরীতে পর্যবসিত করে। আর হিংসা কখনো বা ভাগ্যকে অস্বীকার করে বসে।[৬৪]

ইসলাম তাই আমাদেরকে সকল ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বনের দীক্ষা দেয়। অঢেল সম্পদের মালিক হলে যেমনি বিপথগামী হওয়ার আশংকা থাকে; আবার অভাব অনটনের কারণেও বেদীন হওয়ার আশংকা থাকে। তাই সম্পদ অর্জনের বেলায়ও ইসলাম বিধি-নিষেধ আরোপ করে। আবার সেই সম্পদ ভোগ ব্যবহারের বেলায়ও নীতিমালা প্রয়োগ করে। কিয়ামাতের দিন তাই মহান রাব্বুল 'আলামীন আমাদেরকে আমাদের অর্জিত সম্পদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন। কোন্ পদ্ধতিতে আমরা তা অর্জন করেছি। যারা সম্পদ আহরণে হালাল-হারামের তোয়াক্কা করে না তারা সেদিন ধরা পড়বে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ

مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ أَيْنَ يَكْسِبُ الْمَالَ لَمْ يُبَالِ اللهُ مِنْ أَيْنَ أَدْخَلَهُ النَّارَ.

যে ব্যক্তি কোথা থেকে সম্পদ আহরণ করল তার তোয়াক্কা করে না, মহান আল্লাহও তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাতে কোন তোয়াক্কা করবেন না।[৬৫]

সাহীহুল বুখারীতে একটি অধ্যায়ের শিরোনামই এভাবে দেয়া হয়েছে যে, بَابُ مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ الْمَالَ (যে ব্যক্তি কোথা থেকে সম্পদ আহরণ করল তা ভ্রুক্ষেপই করে না)। এরপর বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ

৬৪. মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ৩, ১ম অধ্যায়, পৃ. ১৪০৩, হাদীস নং- ৫০৫১

৬৫. কানযুল 'উম্মাল, খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস নং- ৯২৭১ (দাইলামী ইবনু 'উমারের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।)

زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ.

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: মানুষদের কাছে এমন একটি সময় আসবে যখন কোন ব্যক্তি ভ্রুক্ষেপই করবে না যে, কোথা থেকে সে সম্পদ আহরণ করল। তা কি হালাল উৎস থেকে করল, না হারাম উৎস থেকে?[৬৬]

অতএব, সম্পদ আয়ের উৎসের ব্যাপারে আমাদেরকে সজাগ ও সচেতন হতে হবে। যেন তেন ভাবে আয় করা যাবে না। কেননা কোথা থেকে সম্পদ আয় করলাম তা আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে।

চার. সম্পদকে সে কোথায় ব্যয় করেছে: সম্পদ ভোগ ব্যবহারের বেলায়ও ইসলাম নীতিমালা প্রয়োগ করে। কিয়ামাতের দিন তাই মহান রাব্বুল 'আলামীন আমাদেরকে আমাদের অর্জিত সম্পদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন- কোন্ পদ্ধতিতে আমরা তা ব্যয় করেছি। যারা স্বচ্ছতার সাথে সম্পদ আহরণ করে ও তা বৈধ খাতে এবং পরিমিতভাবে ব্যয় করে তারা সেদিন বেঁচে যাবে। পক্ষান্তরে যারা সম্পদ আহরণে হালাল-হারামের তোয়াক্কা করে না এবং তা ব্যয়ের বেলায়ও উপযুক্ত খাত এবং যথাযথ পরিমাণের ধার ধারে না তারা সেদিন ধরা পড়বে।

সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে আলকোরআনের নির্দেশনার দিকে তাকালে সবচেয়ে লক্ষণীয় যে বিষয়টি ধরা পড়ে তা হলো- মহান আল্লাহ যেখানেই আমাদেরকে 'ইনফাক' তথা সম্পদ ব্যয়ের কথা বলেছেন, সেখানেই প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে বলে দিয়েছেন যে, এই সম্পদ তাঁরই দেয়া। তিনি দয়া করে দিয়েছেন বলেই আমরা এর মালিক হতে পেরেছি। তিনি না দিলে আমাদের কারো পক্ষেই এর মালিকানা দাবী করা সম্ভবপর হতো না। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে আমরা এ সংক্রান্ত কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করছি:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ.

"যারা গায়েব এর প্রতি ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে"।[৬৭]

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ.

"তারা হলো সেইসব লোক যারা সালাত কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে"।[৬৮]

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ.

৬৬. সাহীহুল বুখারী, খ. ২, পৃ. ৭২৬, হাদীস নং- ১৯৫৪
৬৭. আলকোরআন: সূরা আলবাকারাহ, ২:৩
৬৮. আলকোরআন: সূরা আলআনফাল, ৮:৩

"আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হলে যাদের অন্তর কেঁপে উঠে, যারা বিপদ-মুসিবতে ধৈর্য্য অবলম্বন করে, সালাত কায়েম করে এবং আমাদের দেয়া রিযক থেকে খরচ করে"।[৬৯]

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ.

"তারা তাদের দেহকে শয্যা থেকে আলগা করে উঠিয়ে নিয়ে তাদের প্রভুকে ডাকে ভয় ও আশা নিয়ে, আর আমরা তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে"।[৭০]

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ.

"যারা তাদের প্রভুর আহবানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে নিজেদের বিষয়াদি পরিচালনা করে এবং আমাদের দেয়া রিযক থেকে খরচ করে"।[৭১]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

"ওহে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করো সেই সম্পদ থেকে যা আমরা তোমাদের দান করেছি। (ব্যয় করো) সেই দিনটি আসার আগেই যেদিন অর্থের কোনো আদান-প্রদান থাকবে না, বন্ধুতা থাকবে না এবং থাকবে না সুপারিশও। মূলত: কাফিররাই হলো যালিম"।[৭২]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.

"ওহে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা ভালোটা ব্যয় করো (যাকাত দাও) তা থেকে, যা তোমরা উপার্জন করো এবং তা থেকেও যা আমরা ভূমি থেকে তোমাদেরকে উৎপন্ন করে দেই। তোমরা তা থেকে নিকৃষ্ট অংশ ব্যয় করার সংকল্প করো না। অথচ তা (নিকৃষ্ট অংশ) তোমাদের দেয়া হলেও তোমরা তা গ্রহণ করবে না, তবে (নেয়ার সময়) তোমরা চোখ বন্ধ করে থাকলে ভিন্ন কথা। জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রাচুর্যময় সপ্রশংসিত"।[৭৩]

وَالَّذِينَ صَبَرُواْ ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلاَنِيَةً

৬৯. আলকোরআন: সূরা আলহাজ্জ, ২২:৩৫
৭০. আলকোরআন: সূরা আস্সাজদাহ, ৩২:১৬
৭১. আলকোরআন: সূরা আশ্শূরা, ৪২:৩৮
৭২. আলকোরআন: সূরা আলবাকারাহ, ২:২৫৪
৭৩. আলকোরআন: সূরা আলবাকারাহ, ২:২৬৭

وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ.

"যারা তাদের রবের সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে সবর অবলম্বন করে, সালাত কায়েম করে এবং আমাদের দেয়া রিযক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় (দান) করে। আর তারা ভালো দিয়ে মন্দ দূর করে। তাদেরই জন্যে রয়েছে পরিণামের ঘর"।[৭৪]

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ.

"নিশ্চয়ই যারা তিলাওয়াত করে আল্লাহর কিতাব, কায়েম করে সালাত আর আমরা তাদের যে রিযক দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে) ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে। তারাই আশা করে এমন তিজারাতের (ব্যবসায়ের) যার কোনোই ক্ষয় নেই"।[৭৫]

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ.

"যখনই তাদের বলা হয়েছে, আল্লাহ তোমাদের যে রিযক দিয়েছেন তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করো, তখনই কাফিররা মু'মিনদের বলেছে: 'আল্লাহ চাইলে যাকে খাওয়াতে পারতেন, তাকে কি আমরা খাওয়াবো? তোমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছো"।[৭৬]

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ.

"তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি, আর আল্লাহ তোমাদের যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন তা থেকে ব্যয় করো (আল্লাহর পথে)। তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান আনে এবং (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে, তাদের জন্যে রয়েছে মহা পুরস্কার"।[৭৭]

وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ.

"তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগেই তোমাদেরকে আমরা যে রিযক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করো (আল্লাহর পথে)। তা না হলে মৃত্যু এসে গেলে বলবে: 'আমার প্রভু! আমাকে আরো কিছুকাল অবকাশ দাও, যাতে আমি দান করতে

৭৪. আলকোরআন: সূরা আর রা'আদ, ১৩:২২
৭৫. আলকোরআন: সূরা ফাতির, ৩৫:২৯
৭৬. আলকোরআন: সূরা ইয়া সীন, ৩৬:৪৭
৭৭. আলকোরআন: সূরা আলহাদীদ, ৫৭:৭

পারি এবং পূণ্যবান লোকদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারি"।[৭৮]

এ হলো সরাসরি ইনফাকের নির্দেশ সংক্রান্ত কতক আয়াত যাতে মহান আল্লাহ আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, ব্যয়ের সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, এটি আল্লাহর দেয়া সম্পদ। সুতরাং তা যেন অবশ্যই তাঁর নির্দেশিত পথে ব্যয় হয়। অতএব, কেবল সম্পদ আয়ের বেলায় নয়; ব্যয়ের বেলায়ও আমাদেরকে সজাগ ও সচেতন হতে হবে। মহান আল্লাহ অনুগ্রহ করে আমাদেরকে যে সম্পদের মালিক বানিয়েছেন, সে সম্পদকে আমরা কোন্ পথে ব্যয় করেছি তা তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন। আর এই জিজ্ঞাসার জবাব না দিয়ে আমরা কিছুতেই নড়তে পারবো না।

পাঁচ. 'ইলম অনুযায়ী সে কী আমল করেছে: 'ইলম হলো আমলের পূর্বশর্ত। 'ইলম না থাকলে আমল করা যায় না। 'ইলম সঠিক না হলে আমলও সঠিক হয় না। 'ইলম অর্জনকে তাই ইসলামে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং সেই 'ইলম যাতে সঠিক হয় সে ব্যাপারেও সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে।

যার 'ইলম (জ্ঞান) আছে তাকে বলা হয় 'আলিম (জ্ঞানী)। মহান আল্লাহ 'আলিমের মর্যাদাকে সমুন্নত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে:

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ.

"তোমাদের মধ্যে যারা মু'মিন আর যারা 'আলিম (জ্ঞানী), মহান আল্লাহ তাদের মর্যাদাকে সমুন্নত করেন। আর তোমরা যা কিছু কর সে সম্পর্কে আল্লাহ খবর রাখেন"।[৭৯] অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ.

"(এ লোকের চাল-চলনই ভালো, না ঐ ব্যক্তির যে) আদেশ পালন করে চলে, রাতের বেলা দাঁড়ায় ও সাজদাহ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রবের রহমতের আশা করে? তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে? বুদ্ধিমান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে"।[৮০]

আবার যার 'ইলম যত বেশি তার জিজ্ঞাসাবাদও তত বেশি। 'ইলম অনুযায়ী আমল করতে না পারাও আরেক বিপদ। আমল বিহীন 'ইলম ফলবিহীন গাছের ন্যায়। ফলবিহীন গাছের চেয়ে ফলবান গাছের যেমন মূল্য বেশি, আমলবিহীন 'আলিমের চেয়েও তেমনি আমলদার 'আলিমের মূল্য বেশি। আর তাই জাহিল (মুর্খ্য) ব্যক্তি কোন অন্যায় করলে তেমন চোখে লাগে না; কিন্তু 'আলিম ব্যক্তি

---

৭৮. আলকোরআন: সূরা আলমুনাফিকূন, ৬৩:১০
৭৯. আলকোরআন: সূরা আলমুজাদালাহ, ৫৮:১১
৮০. আলকোরআন: সূরা আয্ যুমার, ৩৯:৯

অন্যায় করলে তা খুবই চোখে পড়ে। 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার (রা.) বলেন:

قَلِيْلُ الْفِقْهِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيْرِ الْعِبَادَةِ، وَكَفَى بِالْمَرْءِ فِقْهًا إِذَا عَبَدَ اللهَ، وَكَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلاً إِذَا أَعْجَبَ بِرَأْيِهِ، وَإِنَّمَا النَّاسُ رَجُلاَنِ: مُؤْمِنٌ وَجَاهِلٌ فَلاَ تُؤْذِ الْمُؤْمِنَ وَلاَ تُحَاوِرِ الْجَاهِلَ.

না জেনে বেশি 'ইবাদাত করার চেয়ে জেনে বুঝে অল্প 'ইবাদাত করা উত্তম। প্রকৃত ফাকীহ সেই যে বুঝে শুনে 'ইবাদাত করে। আর প্রকৃত জাহিল সেই যে নিজেকে পন্ডিত মনে করে। মানুষ দু' রকম: মু'মিন এবং জাহিল। অতএব তুমি মু'মিনকে কখনো কষ্ট দিও না; আর জাহিলের সাথে বিতর্ক করো না।[৮১]

عَنْ هَرِمٍ بن حَيَّانَ انه قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْعَالِمَ الْفَاسِقَ فَبَلَغَ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ إِليهِ وَأَشْفَقَ مِنْهَا مَا الْعَالِمُ الْفَاسِقُ قَالَ فَكَتَبَ إِليهِ هَرِمٌ يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللهِ مَا أَرَدْتُ بِهِ اِلاَّ الْخَيْرَ يَكُونُ إِمَامٌ يَتَكَلَّمُ بِالْعِلْمِ وَيَعْمَلُ بِالْفِسْقِ فَيُشَبِّهُ عَلَى النَّاسِ فَيَضِلُّوْنَ.

হারিম ইবনু হাইয়ান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 'তোমরা ফাসিক 'আলিমদের থেকে বেঁচে থাকবে'। তার এই কথা যখন 'উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা.) কানে পৌছল, তিনি তাকে লিখে পাঠালেন এবং (বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে) ফাসিক 'আলিম বলতে তিনি কাদেরকে বুঝিয়েছেন তা জানতে চাইলেন। (রাবী বলেন) অত:পর হারিম তাঁকে জবাব লিখলেন: হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহর কসম, এর দ্বারা আমার কোন খারাপ উদ্দেশ্য নেই। 'আলিম ব্যক্তি সমাজের ইমাম হন এবং তার 'ইলম অনুযায়ী মানুষের মাঝে কথা বলেন। এরপর তার আমলে যদি ফাসিকী প্রকাশ পায় তাহলে তা মানুষের মধ্যে সংশয়ের সৃষ্টি করে এবং তারা ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হয়।[৮২]

'ইলম না থাকলে মানুষ সহজে আমল করতে পারে না। আর সঠিক 'ইলম থাকলে আমল করা সহজ হয়। তাই 'ইলম থাকা সত্ত্বেও আমল না করা বড় অপরাধ। যারা প্রকৃত 'আলিম তারাই সঠিক আমল করেন এবং আল্লাহকে বেশি ভয় করেন। মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা 'আলিম তারাই আল্লাহকে ভয় করে। নি:সন্দেহে আল্লাহ পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল"।[৮৩] আর মহান আল্লাহর কাছে তাঁরাই বেশি মর্যাদাবান যাঁরা তাঁকে বেশি ভয় করে।

অতএব সাহীহ 'ইলম অর্জন করে প্রকৃত 'আলিম হওয়া যেমন জরুরী, নিজের

---

৮১. কানযুল 'উম্মাল, খ. ১০, পৃ. ৬৭, হাদীস নং- ২৮৭৯৪
৮২. সুনানুদ দারিমী, খ. ১, পৃ. ১০২, হাদীস নং- ৩০০
৮৩. আলকোরআন: সূরা ফাতির, ৩৫:২৮

'ইলম অনুযায়ী আমল করাও তেমনি জরুরী। 'ইলম না থাকলেও যেমন চলবে না, যতটুকু 'ইলম আছে সে অনুপাতে আমল না করলেও চলবে না। যার যার 'ইলম অনুযায়ী কে কতটুকু আমল করলো তাও তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

হাদীসটির শিক্ষা:

- জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকেই ইসলামী জীবন বিধান অনুসরণের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করার চেষ্টা করা উচিত।
- ছোট এবং বড় সকল কাজের ব্যাপারেই পরকালে জিজ্ঞাসিত হতে হবে।
- মানুষের জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হলো তার যৌবনকাল।
- যৌবনের শক্তি সামর্থকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ তথা আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত রাখতে হবে।
- যেনতেন ভাবে আয়ও করা যাবে না। আর যেখানে সেখানে তা ব্যয়ও করা যাবে না।
- যারা সম্পদ আহরণে হালাল-হারামের তোয়াক্কা করে না এবং তা ব্যয়ের বেলায়ও উপযুক্ত খাত এবং যথাযথ পরিমাণের ধার ধারে না, তারা কিয়ামাতের দিন ধরা পড়বে।
- আমল বিহীন 'ইলম ফলবিহীন গাছের ন্যায়।
- 'ইলম সঠিক না হলে আমলও সঠিক হয় না।
- না জেনে বেশি 'ইবাদাত করার চেয়ে জেনে বুঝে অল্প 'ইবাদাত করা উত্তম।
- ব্যক্তি তার 'ইলম অনুযায়ী কতটুকু আমল করলো তাও তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে হাদীসে উল্লেখিত পাঁচটি বিষয়ে সচেতন হয়ে চলার তাওফীক দান করুন। এই বিষয়গুলোর আলোকে নিজের বাস্তব জীবনকে ঢেলে সাজানোর মাধ্যমে আমাদের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির পথকে সুগম করুন। আমীন।।

وَصَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

------o------

হাদীস নং- ৮

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ না করার অশুভ পরিণতি

عن حُذَيْفَةَ بن الْيَمَانِ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وَالَّذِي نَفْسِي بيده لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عن الْمُنْكَرِ أو لَيُوشِكَنَّ الله أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا منه ثُمَّ تَدْعُونَهُ فلا يُسْتَجَابُ لَكُمْ . قال أبو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

হাদীসটির সরল অনুবাদ:

হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান (রা.) থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, তোমরা অবশ্য অবশ্যই সৎ কাজের আদেশ দান করবে এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করবে। অন্যথায় আমার এ আশংকা হয় যে, আল্লাহ তোমাদের উপর তাঁর পক্ষ থেকে শাস্তি আরোপ করবেন। অত:পর তোমরা তাঁর কাছে দু'আ করলেও তোমাদের দু'আ কবুল করা হবে না। (আবূ ঈসা বলেন: এটি হাসান হাদীস)।[৮৪]

রাবী/বর্ণনাকারীর পরিচয়:

তিনি হলেন হুযাইফাহ ইবন হুসাইল ইবন জাবির আল 'আবাসী (রা.)। তাঁর আসল নাম হুযাইফাই, ডাকনাম আবূ 'আব্দিল্লাহ এবং উপাধি 'সাহিবুস সির' অর্থাৎ গোপন রহস্যের অধিকারী। গাতফান গোত্রের 'আবাস শাখার সন্তান বিধায় তাঁকে আল 'আবাসী বলা হয়। তাঁর মায়ের নাম রাবাহ বিনতু কা'ব ইবন 'আদী ইবন 'আব্দিল আশহাল। তিনি মাদীনার আউস গোত্রের 'আব্দুল আশহাল শাখার কন্যা ছিলেন।

হুযাইফার বাবা হুসাইলের আদি নিবাস মাক্কায় হলেও তিনি মাদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই বড় হন। ইসলামপূর্ব যুগে হুসাইল নিজ গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে মাক্কা থেকে পালিয়ে গিয়ে ইয়াসরিবে আশ্রয় নেন। সেখানে বানী 'আব্দুল আশহাল গোত্রের সাথে প্রথমে মৈত্রীচুক্তি এবং পরে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে বসবাস করতে থাকেন। মাদীনার আনসার গোত্রসমূহের আদি সম্পর্ক ছিল ইয়ামেনের সাথে। হুসাইল তাদের মেয়ে বিয়ে করায় তাঁর গোত্রের লোকেরা তাঁর পরিচয় দিত 'আল ইয়ামান' বলে। সেই থেকে হুযাইফাহ (রা.) ইবনুল ইয়ামান হিসেবে পরিচিতি পান। হুসাইলের মাক্কায় প্রবেশে যে বাধা ও ভয়

---

৮৪. সুনান আত তিরমিযী, খ. ৪, পৃ. ৪৬৮, হাদীস নং- ২১৬৯

ছিল তা ধীরে ধীরে কেটে যায়। তিনি বেশিরভাগ সময় ইয়াসরিবে থাকলেও মাঝে মধ্যে মাক্কায় যেতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাক্কায় ইসলামের দা'ওয়াত দিতে শুরু করলে এক পর্যায়ে হুসাইল আল ইয়ামান বানী 'আবাসের এগারো ব্যক্তিকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

হুযাইফার পিতার ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর মাতাও ইসলাম গ্রহণ করেন। সুতরাং তিনি মুসলিম পিতা-মাতার কোলে লালিত পালিত হন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে না দেখেই তাঁর প্রতি ঈমান আনেন এবং তাঁকে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকেন। হিজরাতের অল্প আগে তিনি মাক্কায় এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পান। প্রথম সাক্ষাতেই তিনি রাসূলের কাছে জানতে চান যে, তিনি কি মুহাজির না আনসার? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জবাব দিলেন, তুমি মুহাজির বা আনসার যে কোন একটি বেছে নিতে পার। তিনি বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আনসারই হবো। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদীনায় হিজরাত করে আসার পর যখন মুওয়াখাত বা দীনী ভ্রাতৃ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার বিধান চালু করেন, তখন হুযাইফাহ ইবন আল ইয়ামান ও 'আম্মার ইবন ইয়াসারকে পরস্পরের দীনী ভাই বলে ঘোষণা করেন।

বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে মাদীনার বাইরে থাকায় হুযাইফাহ (রা.) ও তাঁর পিতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তবে ওহুদ যুদ্ধে পিতা-পুত্র উভয়েই অংশগ্রহণ করেছেন। হুযাইফাহ (রা.) বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে মাদীনায় ফিরে আসলেও তাঁর বয়োবৃদ্ধ পিতা ভুলক্রমে স্বপক্ষীয় মুসলিম সৈনিকদের হাতে শাহাদাত বরণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুযাইফাকে তাঁর পিতার 'দিয়াত' বা রক্তমূল্য দিতে চাইলে তিনি বলেছিলেন: আমার আব্বা তো শাহাদাতেরই প্রত্যাশী ছিলেন, আর তিনি তা লাভও করেছেন। হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো, আমি তাঁর 'দিয়াত' বা রক্তমূল্য মুসলিমদের জন্য দান করে দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এই আচরণে খুবই মুগ্ধ হলেন এবং তাঁর জন্য দু'আ করলেন।

খন্দক যুদ্ধের সময় তিনি শত্রু সেনাদের অভ্যন্তরে গিয়ে তাদের তথ্য সংগ্রহ করে এনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানান। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য অনেক দু'আ করেন। খন্দক পরবর্তী সকল অভিযানে তিনি অংশগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর তিনি ইরাকে বসতি স্থাপন করেন। তারপর বিভিন্ন সময় কূফা, নিস্‌সীবীন ও মাদায়েনে বসবাস করেন। তিনি পারস্যের নিহাওয়ান্দ, দাইনাওয়ার, হামজান প্রভৃতি অঞ্চল জয় করেন এবং গোটা ইরাক ও

পারস্যবাসীকে আলকোরআনের এক কিরাআতের ওপর সমবেত করেন। খলীফা 'উমার (রা.) তাঁকে মাদায়েনের ওয়ালী নিযুক্ত করেন। তখন থেকে 'উসমানের (রা.) খিলাফাতকাল এবং 'আলী (রা.) এর খিলাফাতের কিছুদিন একটানা তিনি সেখানকার ওয়ালী পদে আসীন ছিলেন। ওয়ালী হওয়ার আগে এবং পরে সবসময়ই তিনি অত্যন্ত সাদামাটা জীবন যাপন করতেন।

হুযাইফাহ (রা.) অত্যন্ত প্রখর দৃষ্টিশক্তির অধিকারী ছিলেন। ভোরের আবছা অন্ধকারেও তিনি তীরের নিশানা (লক্ষ্যস্থল) নির্ভুলভাবে দেখতে পেতেন। তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ 'আলিম সাহাবীদের একজন। ফিক্হ ও হাদীস শাস্ত্র ছাড়াও কিয়ামাত পর্যন্ত ইসলামে যে সকল আবর্তন-বিবর্তন হবে সে সম্পর্কে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ ছিলেন। মুনাফিকদের ব্যাপারে তাঁর অনেক জানা ছিল। এ কারণে তাঁকে 'সাহিবু সিররি রাসূলিল্লাহ' বা রাসূলুল্লাহর গোপন জ্ঞানের অধিকারী বলা হতো। তিনি বলেন: অতীতে পৃথিবীতে যা ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে কিয়ামাত পর্যন্ত যা ঘটবে তা সবই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন। (তাহযীবুত তাহযীব ২/১৯৩)

একবার তিনি 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ (রা.) এর নিকট বসা ছিলেন। আরো অনেক সাহাবী সেখানে ছিলেন। আলোচনার এক পর্যায়ে দাজ্জালের কথা উঠলে তিনি বললেন: এ বিষয়ে আমি তোমাদের থেকে অনেক বেশি জানি। তাঁর সম্পর্কে একবার 'আলী (রা.) কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন: তিনি তো মুনাফিকদের সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী।

হুযাইফাহ (রা.) মাঝে মাঝে তাঁর এ জ্ঞানকে কাজে লাগাতেন এবং মুসলিম উম্মাহকে তাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে সতর্ক করে দিতেন। কিয়ামাত সম্পর্কে তিনি একটি আগাম কথা বলে গেছেন। তিনি বলেছেন: 'যতদিন প্রতিটি গোত্রের মুনাফিকরা তার নেতা না হবে ততদিন কিয়ামাত হবে না'। (আল ইসাবাহ ১/২৭৮) এ সকল বৈশিষ্ট্যের কারণে 'উমার (রা.) তাঁকে খুব সম্মান করতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে মুনাফিকদের নাম জেনেছিলেন বিধায় এ ব্যাপারে সকলেই তাঁর শরণাপন্ন হতেন। 'উমার (রা.) এর অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে, কোন মুসলিম মারা গেলেই তিনি জিজ্ঞেস করতেন যে, হুযাইফাহ কি তাঁর জানাযায় শরীক হয়েছেন? যদি বলা হতো 'হ্যাঁ', তাহলে তিনিও জানাযাহ পড়তেন। আর যদি বলা হতো 'না', তাহলে তাঁর সন্দেহ হতো এবং তিনি তার জানাযাহ পড়তেন না। (উসদুল গাবাহ, ১/৩৯১)

তিনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। কোনো কোনো গ্রন্থে তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা এক শো'র কিছু বেশি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কয়েকজন

প্রসিদ্ধ সাহাবী যেমন- জাবির ইবন 'আব্দিল্লাহ, জুনদুব ইবন 'আব্দিল্লাহ আলবাজালী, 'আব্দুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ আলখুতামী, আবুত তুফাইল ও 'আলী ইবন আবী তালিব (রা.) প্রমুখ সাহাবী থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। বিরাট সংখ্যক তাবি'ঈ তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাষ্ট্রীয় গুরু দায়িত্ব পালনের পর তিনি খুব বেশি সময় পেতেন না। তথাপি তিনি সুযোগ পেলেই হাদীসের দারস দিতে বসে যেতেন। কূফার মাসজিদে দারসের যে হালকা বসতো সেখানে তিনি হাদীস বর্ণনা করতেন।

তিনি 'আলী (রা.) এর নিকট বাই'আত হন এবং মৃত্যুর পূর্বে তাঁর দুই ছেলেকেও বাই'আতের জন্য ওয়াসিয়াত করে যান। তাঁরা দু'জনেই 'আলী (রা.) এর হাতে বাই'আত হন এবং সিফ্ফীন যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। ৩৬ হিজরী সালে খলীফা 'উসমানের শাহাদাতের মাত্র চল্লিশ দিন পর তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁর জানাযায় অনেক লোক সমাগম হয়।

হাদীসটির আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্ব

হাদীসটিতে সৎ কাজের আদেশ দান না করা ও অসৎ কাজ থেকে বিরত না রাখার অশুভ পরিণতি আলোচনা করা হয়েছে। পরস্পরকে সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা হলো মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক। মহান আল্লাহ তাদেরকে মানবতার কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর মানবতার কল্যাণ সাধনের অন্যতম মাধ্যম হলো তাদেরকে সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করা এবং অসৎ কাজে বারণ করা। মহান আল্লাহ বলেন:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ.

"তোমরাই দুনিয়ার সেরা উম্মাত, যাদেরকে মানব জাতির (হিদায়াত ও সংশোধনের) জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা নেক কাজের আদেশ করো ও মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখো। আহলে কিতাবগণ যদি ঈমান আনতো তাহলে তাদের জন্যই তা ভালো ছিল। যদিও তাদের মধ্যে কিছু লোক ঈমানদারও পাওয়া যায়, কিন্তু তাদের বেশীর ভাগই নাফরমান"।[৮৫]

মুসলিম উম্মাহর এটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য যে, তারা নিজেরা সৎ কাজ করে এবং অন্যদেরকেও সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করে। আর নিজেরা অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে এবং অন্যদেরকেও বিরত রাখে। যখনই মুসলিম জনগোষ্ঠি তাদের এই বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে তখনই তাদের উপর নানারকম বঞ্চনা নেমে আসে।

---

৮৫. আলকোরআন: সূরা আলি 'ইমরান, ৩:১১০

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচ্য হাদীসে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। আর তাই মু'মিন জীবনে হাদীসটির গুরুত্ব অপরিসীম।

হাদীসটির ব্যাখ্যা:

হাদীসটির শুরুতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর শপথ করে আমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, আমরা যেন সৎ কাজের আদেশ প্রদান করি এবং অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করি। এই নির্দেশ প্রদান করতে গিয়ে তিনি কেবল মহান আল্লাহর শপথ করেই ক্ষান্ত হননি। বরং নির্দেশসূচক শব্দের শুরুতে (লামে তাকীদ) নিশ্চয়তাবোধক লাম বর্ণ এবং শেষে (নূনে তাকীদ) নিশ্চয়তাবোধক নূন বর্ণ ব্যবহার করেছেন। যাতে বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব পায়। এরপর তিনি আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, এই গুরু দায়িত্ব পালন না করলে তিনি আমাদের উপর মহান আল্লাহর শাস্তি এসে যাওয়ার এবং আমরা দু'আ করলেও সেই দু'আ মহান আল্লাহর কাছে গ্রাহ্য না হওয়ার আশংকা করছেন।

মনুষ্য সমাজকে স্থিতিশীল ও শান্তিময় করে রাখার জন্য মানুষদেরকে সৎকাজের আদেশ দান ও তাদেরকে অসৎ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আর তাই যুগে যুগে সকল উম্মাতদের মাঝেই অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এ বিধান প্রবর্তিত ছিল। মুসলিম উম্মাহর জন্যও এ বিধানকে করা হয়েছে সার্বজনীন। বিশেষ করে মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানদের জন্য একে অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রীয় কর্মসূচী হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.

"তারাই ঐসব লোক, যাদেরকে যদি আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দেই, তাহলে তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। আর সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহরই হাতে"।[৮৬]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

"আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল অবশ্যই থাকা চাই যারা সৎকর্মের প্রতি আহবান জানাবে। নির্দেশ দিবে ভালো কাজের এবং বারণ করবে মন্দ কাজ

---

৮৬. আলকোরআন: সূরা আল হাজ্জ, ২২:৪১

থেকে। আর তারাই হলো সফলকাম"।[৮৭]

মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্য এক হাদীসে আলোচ্য হাদীসটির সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সেখানে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব সকল মু'মিন নর-নারীকেই দেয়া হয়েছে। হাদীসটিতে এভাবে বলা হয়েছে-

عن أبي سَعِيدٍ قال: سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: من رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بيده فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

আবূ সা'ঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: তোমাদের কেউ যখন কোন অন্যায় দেখতে পায় তখন সে যেন তা তার হাত দিয়ে (বল প্রয়োগের মাধ্যমে) প্রতিহত করে। যদি সে তা করতে সক্ষম না হয়, তাহলে সে যেন তার মুখ দিয়ে (প্রতিবাদ করে) তা প্রতিহত করে। যদি সে তাও করতে সক্ষম না হয়, তাহলে সে যেন তার অন্তর দিয়ে তা (অপছন্দ করে/ঘৃণা করে/তার মূলোৎপাটনের পরিকল্পনা করে) প্রতিহত করে। আর এটি (শেষোক্তটি) হলো ঈমানের দুর্বলতম অবস্থা।[৮৮]

অন্যায় ও অপকর্ম রোধে একজন মু'মিনের কী ভূমিকা হওয়া উচিত তা এই হাদীসে সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সামাজিক জীবনে শান্তি ও শৃংখলা নিশ্চিত করার জন্য শুধু নিজে সৎ কাজ করা ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকাই যথেষ্ট নয়। বরং অন্যকেও সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করা এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা যে অত্যন্ত জরুরী তাও এই হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। কেননা অন্যদের অসততার মাঝে নিজেও সততার উপর টিকে থাকা যায় না।

আলকোরআন এবং আস্‌সুন্নাহয় সৎ কাজ করতে যেমন বলা হয়েছে, অন্যকে সৎ কাজের আদেশ করতেও বলা হয়েছে। আবার অসৎ কাজ করতে যেমন বারণ করা হয়েছে, অন্যকেও তা থেকে ফিরিয়ে রাখতে বলা হয়েছে। সমাজের অভ্যন্তরের প্রতিটি ব্যক্তি যখন অন্যায়ের প্রতিরোধে সোচ্চার হয় এবং রাষ্ট্রীয়ভাবেও যখন তা প্রতিহত করার উদ্যোগ নেয়া হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই অন্যায় এতটা বিস্তৃতি লাভ করতে পারে না।

শেষোক্ত এই হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'মিনদের প্রত্যেককেই শামিল করে এমনভাবে নির্দেশ দিলেন যে, তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ যখনই কোন অন্যায় দেখতে পায় সে যেন তার সাধ্য অনুযায়ী তা প্রতিহত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। কেননা শাইতান এবং মানুষের প্রবৃত্তি সবসময়ই

---

৮৭. আলকোরআন: সূরা আলি 'ইমরান, ৩:১০৪

৮৮. সাহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৬৯, হাদীস নং- ৪৯

মানুষকে অন্যায় ও অশ্লীলতার দিকে ধাবিত করে। অন্যায় কাজকে তার সামনে লোভনীয় করে উপস্থাপন করে। অন্যায়ের পথকে তার জন্য সুগম করে। এমতাবস্থায় মানব সমাজকে স্থিতিশীল ও শান্তিময় করে রাখার জন্য সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজ থেকে বারণ করার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

এ হাদীসটি আমাদের সামনে আরো একটি বিষয় পরিষ্কার করে দিলো যে, এই দায়িত্বটি কেবল সরকার প্রধানেরই নয়। বরং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরের প্রত্যেক ব্যক্তি; বড় কিংবা ছোট, ধনী কিংবা গরীব, নারী কিংবা পুরুষ সকলেরই এটি অন্যতম দায়িত্ব যে, সে তার অবস্থানে থেকে এবং নিজের সামর্থ অনুযায়ী সমাজ থেকে অন্যায় ও অসৎ কার্যাদির মূলোৎপাটনে সাধ্যমত ভূমিকা রাখবে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা সমাজের কর্তাব্যক্তিরা যেভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করে অন্যায় প্রতিরোধে ভূমিকা রাখতে পারবে, একজন সাধারণ মু'মিন ব্যক্তিগত পর্যায়ে সেরূপ ভূমিকা রাখতে পারবে না। আর তাই রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসটিতে এই মহান দায়িত্বকে কয়েক স্তরে বিন্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ যার বেলায় যখন যেই স্তরটি প্রযোজ্য হয় সে যেন তখন সেই স্তরটি প্রয়োগ করার মাধ্যমে এই গুরু দায়িত্বটি আঞ্জাম দেয়।

হাদীসটিতে 'মান' (যে ব্যক্তি) শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে, যা ব্যাপকার্থবোধক। এরপর 'মিনকুম' (তোমাদের মধ্য থেকে) উল্লেখ করে নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, ধনী-গরীব সকলকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এরপর 'মুনকার' শব্দটিকে 'নাকিরাহ' বা অনির্দিষ্টবাচক শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে তা ব্যাপকতার অর্থ প্রদান করছে। অর্থাৎ তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ যে কোন ধরনের অন্যায় দেখতে পেলে সে যেন অবশ্যই তা প্রতিহত করে। আর যেহেতু সকলের পক্ষে সব ধরনের অন্যায় প্রতিহত করা সম্ভবপর হবে না, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যায় প্রতিহত করতে গিয়ে কয়েকটি ধাপের উল্লেখ করেছেন। অন্যায়ের মাত্রা অনুযায়ী এবং অন্যায় প্রতিহতকারীর অবস্থার আলোকে এই ধাপগুলো যেন মেনে চলা হয়। অর্থাৎ যার জন্য যেখানে যে ধাপ প্রযোজ্য সে যেন সেখানে সে ধাপ প্রয়োগ করে। অন্যথায় কখনো কখনো তা হিতে বিপরীতও হয়ে দাঁড়াতে পারে। অথবা সামাজিক বিশৃংখলা সৃষ্টির কারণ হতে পারে। সম্ভবত: এ কারণেই হাদীসটির শেষাংশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম (وَذَٰلِكَ أَضْعَفُ ٱلْإِيْمَانِ) 'আর এটি (শেষোক্তটি) হলো ঈমানের দুর্বলতম অবস্থা'- একথা বলে ইঙ্গিত দিলেন যে, যেখানে যে ধাপ প্রয়োগ করা উচিত এবং যার যে ধাপ প্রয়োগের সক্ষমতা আছে সে তা প্রয়োগ না করলে তা তার ঈমানের দুর্বলতার পরিচায়ক হবে ।

সৎ কাজের আদেশ না দেয়া ও অসৎ কাজ থেকে বিরত না রাখার অশুভ পরিণতি:

পরস্পরকে ভালো কাজের আদেশ না দেয়া ও মন্দ কাজ থেকে পরস্পরকে বিরত না রাখার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। এতে ভালো কাজের পরিবেশও নষ্ট হয়ে পড়ে। ফলে যারা ভালো কাজ করতে আগ্রহী, তারাও তাদের ভালো কাজের উপর টিকে থাকার সুযোগ হারিয়ে ফেলে। এ প্রসঙ্গে পূর্বেকার উম্মাতদের অন্যায়ে বাধা দান না করার বিভৎস পরিণতির কথা জানিয়ে দিয়ে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন:

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ . كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ.

"বানী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের উপর দাউদ ও 'ঈসা ইবন মারইয়ামের মুখ দিয়ে লা'নত করা হয়েছে। কারণ তারা বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিলো ও সীমালঙ্ঘন করেছিলো। তারা একে অপরকে খারাপ কাজ থেকে বারণ করা বাদ দিয়েছিলো। এরা যা করছিলো তা বড়ই মন্দ"।[৮৯]

অতএব সৎ কাজের আদেশ প্রদান ও অসৎ কাজ থেকে বারণ করার দায়িত্ব সর্বাবস্থায় পালন করতে হবে। অন্যথায় মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি আসার যে ভবিষ্যদ্বাণী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন তার জন্য আমাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে। মহান আল্লাহর কাছে আমরা আশ্রয় চাই তিনি যেন আমাদের ভুলের কারণে আমাদেরকে তাঁর শাস্তির মুখোমুখী না করেন। নিশ্চয়ই তাঁর শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ।

তাছাড়া আলোচ্য হাদীসে আরেকটি অশুভ পরিণতির পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে, যা আরো মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক। আর তা হলো, মহান আল্লাহর কাছে বান্দাহর কোনো দু'আ কবুল না হওয়া। মহান আল্লাহ হলেন আমাদের একমাত্র প্রভু, একমাত্র দাতা। আমাদের ভালো এবং মন্দ সবই তাঁর হাতে। তিনি ছাড়া আর কারোই কোনো কিছু দেয়ার ক্ষমতা নেই। আমাদের এরূপ আচরণের কারণে তিনি যদি আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন, তাহলে আমাদের আর কোনো উপায় থাকবে না। তাই আমাদের নিজেদেরও যেমন সৎকাজে আরো মনোযোগী হতে হবে, অন্যদেরকেও সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। নিজেরাও যেমনি অন্যায় ও অসৎ কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে, অন্যদেরকেও তেমনি তা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করতে হবে।

---

৮৯. আলকোরআন: সূরা আল মায়িদাহ, ৫:৭৮-৭৯

হাদীসটির শিক্ষা:

- পরস্পরকে সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা হলো মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক।
- মন্দ থেকে পরস্পরকে বিরত না রাখার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।
- মানবতার কল্যাণ সাধনের অন্যতম মাধ্যম হলো তাদেরকে সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করা এবং অসৎ কাজে বারণ করা।
- মুসলিম উম্মাহর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো যে, তারা নিজেরা সৎ কাজ করে এবং অপরকেও সৎ কাজের আদেশ দেয়। তারা নিজেরা অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকে এবং অপরকেও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে।
- অন্যায়ে বাধা প্রদান করা নারী-পুরুষ ও ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলেরই নৈতিক দায়িত্ব। তবে ব্যক্তির অবস্থাভেদে এই দায়িত্বের পরিধি বাড়ে ও কমে।
- অন্যায়ে বাধা প্রদানের ক্ষেত্রে যারা যত অগ্রগামী তাদের ঈমান তত মজবুত।
- সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব পূর্বেকার উম্মাতদের উপরও ছিল।
- অপরকে ভালো কাজের আদেশ দিলে নিজেরও ভালো কাজের আগ্রহ বাড়ে। আর অপরকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখলে নিজেরও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা সহজ হয়।
- সৎ কাজের আদেশ প্রদান ও অসৎ কাজে বাধা দান না করলে মহান আল্লাহর ক্রোধের শিকার হতে হয় এবং তাঁর কাছে ঐ বান্দার দু'আ কবুল হয় না।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সৎ কাজে বেশি বেশি মনোযোগী হওয়ার এবং অন্যদেরকেও সেদিকে আহবান করার যোগ্যতা দান করুন। সকল প্রকার অসৎ কাজ থেকে নিজেরাও বিরত থাকার এবং অন্যদেরকেও বিরত রাখার তাওফীক দান করুন। আর এর মাধ্যমে আমাদেরকে তাঁর অসন্তুষ্টি ও শাস্তি থেকে হেফাযত করুন। আমীন।।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

------০------

হাদীস নং-৯

অত্যাচারী শাসকদের সহযোগী হওয়ার কুফল

عَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: سَيَكُونُ أُمَرَاءُ يَغْشَاهُمْ غَوَاشٍ أو حَوَاشٍ مِنَ النَّاسِ يَظْلِمُوْنُ وَيَكْذِبُوْنَ فَمَنْ أَعَانَهُمْ عَلى ظُلْمِهِمْ وَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّيْ وَلاَ أَنَا مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ مِنِّيْ.

হাদীসটির সরল অনুবাদ:

আবূ সা'ঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: অচিরেই (এমন) আমীরগণের আগমণ ঘটবে যাদেরকে একদল চাটুকার/অনুচর শ্রেণির মানুষ ঘিরে রাখবে। তারা (আমীররা) অত্যাচার এবং মিথ্যাচার করবে। তাদের অত্যাচারে যে তাদেরকে সহযোগিতা করবে ও তাদের মিথ্যাচারকে যে সত্যায়ন করবে, সে আমার দলভূক্ত নয় এবং আমিও তার দলভূক্ত নই। আর যে তাদের মিথ্যাচারকে সত্যায়ন করবে না এবং তাদের অত্যাচারেরও সহযোগী হবে না, আমি তার দলের এবং সেও আমার দলের।[৯০]

হাদীসটির বর্ণনাকারীর পরিচয়:

আলোচ্য হাদীসটির বর্ণনাকারী আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.)। তাঁর মূল নাম সা'দ, ডাক নাম আবূ সা'ঈদ। খুদরাহ বংশের সন্তান হওয়ার কারণে তাকে খুদারী বা খুদরী বলা হয়। তাঁর পিতা মালিক ইবন সিনান আল-আনসারী আল-খুদরী উহুদ যুদ্ধের অন্যতম শহীদ ছিলেন। এ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহত হলে তিনি তাঁর পবিত্র খুন চুষে গিলে ফেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মন্তব্য করেন: আমার রক্ত যার রক্তে মিশেছে তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। ডাক নাম বা উপনামেই তিনি অধিক পরিচিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নুবুওয়াত প্রাপ্তির কিছুকাল পরেই তাঁর জন্ম হয়।

তাঁর মা উনাইসাহ বিনতু আবী হারিসাহ বানু 'আদী ইবন নাজ্জারের কন্যা। তাঁর দাদা সিনান ছিলেন মহল্লার রাঈস। তিনি ছিলেন একটি কিল্লার অধিপতি ও ইসলাম পূর্ব যুগের একজন বিচারক। তাঁর মায়ের প্রথম স্বামী ছিল আউস গোত্রের

---

৯০. মুসনাদ আহমাদ, খ. ৩, পৃ. ৯২, হাদীস নং- ১১৮৯১

'আম্মান নামক এক ব্যক্তি। সে মারা যাওয়ার পর তিনি মালিক ইবন সিনানকে দ্বিতীয় স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁদেরই সন্তান আবূ সা'ঈদ হিজরাতের দশ বছর পূর্বে ইয়াসরিবে জন্ম গ্রহণ করেন। বাই'আতে 'আকাবার সময় থেকে যখন মাদীনায় ইসলামের দা'ওয়াত চালু হয়, তখনই মালিক ইবন সিনান মুসলিম হন। তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রীও মুসলিম হন। সুতরাং আবূ সা'ঈদ মুসলিম মা-বাবার কোলেই বেড়ে উঠেন।

বালক আবূ সা'ঈদ মাসজিদে নাবাবীর নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করেন। অল্প বয়সের কারণে বদর যুদ্ধে যোগ দিতে পারেননি। উহুদ যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স ছিল ১৩ বছর। যুদ্ধের পূর্বে তিনি পিতার সাথে রাসূলুল্লাহর নিকট যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত নিরীক্ষণ করেন এবং এখনও যুদ্ধের বয়স হয়নি বলে ফিরিয়ে দেন। আবূ সা'ঈদের পিতা বেশি সম্পদশালী ছিলেন না। তাই পিতার মৃত্যুর পর তিনি পর্বত সমান বিপদের সম্মুখীন হন। একদিন প্রচন্ড ক্ষুধায় পেটে পাথর বেঁধে আছেন। এমতাবস্থায় তাঁর স্ত্রী (মতান্তরে মা অথবা দাসী) তাঁকে বললেন: নাবীর কাছে যাও, তাঁর কাছে কিছু চাও। অমুক এসে সাহায্য চেয়েছিল, তিনি তাকে দিয়েছেন। আবূ সা'ঈদ বলেন: আমি যখন রাসূলুল্লাহর নিকট গেলাম তখন তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন: 'যে ব্যক্তি কোন কিছু চাওয়া থেকে বিরত থাকবে, মহান আল্লাহও তাকে চাওয়া থেকে বিরত রাখবেন। আর যে নিজেকে গানী বা ধনী মনে করে মহান আল্লাহও তাকে ধনবান করে দেন। আর যে আমার কাছে কোন কিছু চাওয়া থেকে বিরত থাকে সে ঐ ব্যক্তির থেকেও আমার কাছে বেশি প্রিয় যে আমার কাছে চায়'। একথা শুনে আমি আর কিছু চাইলাম না; বাড়ি ফিরে এলাম। অত:পর মহান আল্লাহ আমাদের রিযকে বারাকাত বা সমৃদ্ধি দান করতে লাগলেন। অবশেষে অবস্থা এমন হয়েছিল যে, আনসারদের মধ্যে অন্য কোনো বাড়ি আমাদের চেয়ে বেশি বিত্তশালী ছিল বলে আমার জানা ছিল না।

তিনি হাদীসের হাফিয এবং অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর সমকালীন সাহাবীদের মধ্যে তিনি বিশেষ মর্যাদা ও প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। বহুসংখ্যক সাহাবী ও তাবি'ঈ তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা হলো ১১৭০। অবশ্য কোনো কোনো ঐতিহাসিক তাঁর থেকে এত অধিক হাদীস বর্ণিত হবার কথা উল্লেখ করেননি এবং তারা তাঁকে অধিক বর্ণনাকারী সাহাবীদের মধ্যেও গণ্য করেননি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক পরিচালিত ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন এবং বিভিন্ন গাযওয়ায় তাঁর বেশ অবদান ছিল। তিনি মোট বারটি যুদ্ধে যোগ দেন বলে জানা যায়। ৭৪ হিজরী সালে ৮৪ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁকে মাদীনার মাসজিদে নাবাবীর নিকটবর্তী জান্নাতুল বাকী'তে দাফন করা হয়।

হাদীসটির আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্ব:

হাদীসটিতে অত্যাচারী শাসকদের সহযোগী হওয়ার কুফল আলোচনা করা হয়েছে। অত্যাচারী শাসকদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো মিথ্যাচার। তারা মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাদের উপর অত্যাচারের পথ অবলম্বন করে। অন্য বর্ণনায় তাদের আরো দু'টি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। তা হলো- নিজে যা করে না তা অন্যদেরকে করতে বলে এবং তার নিজের যা করণীয় সে তার উল্টোটি করে। ইবনু মাস'ঊদ (রা.) এর বর্ণনায় এসেছে-

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَيَكُوْنُ أُمَرَاءُ بَعْدِيْ يَقُوْلُوْنَ مَا لاَ يَفْعَلُوْنَ وَيَفْعَلُوْنَ مَا لاَ يُؤْمَرُوْنَ .

ইবনু মাস'ঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: আমার পরে আমীরদের আগমণ ঘটবে। তারা ঐসব কথা বলবে যা নিজেরা করে না। আর ঐসব কাজ করবে যা করতে তারা আদিষ্ট নয়।[৯১]

অন্য এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ منهم .

নি:সন্দেহে নিকৃষ্ট শাসক সেই ব্যক্তি, যে জনগণের প্রতি কঠোর ও অত্যাচারী। খবরদার, তুমি যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত না হও।[৯২]

শাসকদের এহেন অত্যাচার ও মিথ্যাচারে একদল লোক তাদের সহযোগী হবে এবং আরেকদল তাদের বিরোধী হবে। যারা অত্যাচারী শাসকদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে এবং নিজের জীবন, সম্ভ্রম ও সম্পদ বাজি রেখে তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়, আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের গুণকীর্তন করেছেন। এ শ্রেণির লোকেরা রাসূলের দলভূক্ত বলেও ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

পক্ষান্তরে যারা এসব অত্যাচারী শাসকের সহযোগিতা করবে ও তাদের অপকর্মে নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবে, হাদীসটিতে তাদের দোষারোপ করা হয়েছে এবং তারা রাসূলের দলভূক্ত নয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও তাদের দলভূক্ত নন বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন। আর নি:সন্দেহে রাসূলের দলভূক্ত হতে না পারা অত্যন্ত দূর্ভাগ্যজনক। হাদীসটিতে যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরষ্কার তথা তাঁর দলভূক্ত না হওয়ার মতো জঘন্য একটি আচরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তাই মু'মিনদের ব্যক্তিগত জীবনে হাদীসটির গুরুত্ব অপরিসীম।

---

৯১. মুসনাদ আহমাদ, খ. ১, পৃ.৪৫৬, হাদীস নং- ৪৩৬৩
৯২. সাহীহ মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১৪৬১, হাদীস নং- ১৮৩০

হাদীসটির ব্যাখ্যা:

হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, তাঁর পরে অচিরেই অত্যাচারী আমীরদের শাসনকাল আসবে। তখন একদল লোক তাদের সহযোগী হবে, তাদের আশেপাশে অবস্থান করবে, তাদের সাথে চাটুকারিতার আশ্রয় নেবে, তাদের প্রতি অন্ধভক্তি প্রদর্শন করবে। তাদের ভাল ও মন্দ সকল কাজে সমর্থন যোগাবে। তাদের মিথ্যাচারগুলোকেও সত্য বলে প্রচার করবে। জেনে শুনে অন্যায় ও যুলমকে সমর্থন করার কারণে তারা কখনোই হকপন্থী নয়। অত্যাচারীদের সহযোগী হওয়ার কারণে তারা রাসূলের দলভূক্তও হতে পারে না।

হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন যে, আরেকদল লোক হবে যারা ঐসব অত্যাচারী ও মিথ্যাবাদী শাসকের বিরোধী। তারা এদের সহযোগিতা করবে না। কষ্ট সহ্য করে হলেও নিজেরা হকের পক্ষ অবলম্বন করবে। আর তারাই হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দলভূক্ত। এসব অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়াই হবে রাসূলের প্রকৃত অনুসারীদের কাজ। নিম্নোক্ত হাদীসটি এ ব্যাপারে আরো সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে।

عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَسَارٍ وَهُوَ قَاضِي الْمَدِيْنَةِ قَالَ سَمِعْتُ بْنَ مَسْعُوْدٍ وَهُوَ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَكُوْنُ أُمَرَاءُ مِنْ بَعْدِيْ يَقُوْلُوْنَ مَا لاَ يَفْعَلُوْنَ وَيَفْعَلُوْنَ مَا لاَ يُؤْمَرُوْنَ . فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ لاَ إِيْمَانَ بَعْدَهُ . قَالَ عَطَاءُ فَحِيْنَ سَمِعْتُ الْحَدِيْثَ مِنْهُ اِنْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَنْتَ سَمِعْتَ بْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ هَذَا كَالْمُدْخِلِ عَلَيْهِ فِيْ حَدِيْثِهِ قَالَ عَطَاءُ فَقُلْتُ هُوَ مَرِيْضٌ فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَعُوْدَهُ قَالَ فَانْطَلِقْ بِنَا إِلَيْهِ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَسَأَلَهُ عَنْ شَكْوَاهُ ثُمَّ سَأَلَهُ عَنِ الْحَدِيْثِ قَالَ فَخَرَجَ بْنُ عُمَرَ وَهُوَ يُقَلِّبُ كَفَّهُ وَهُوَ يَقُوْلُ مَا كَانَ بْنُ أُمِّ عَبْدٍ يُكَذِّبُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

মাদীনার বিচারক 'আতা ইবনু ইয়াসার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি ইবনু মাস'ঊদ (রা.) কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: আমার পরে আমীরদের আগমণ ঘটবে। তারা ঐসব কথা বলবে যা নিজেরা করে না। আর ঐসব কাজ করবে যা করতে তারা আদিষ্ট নয়। যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে হাত দিয়ে লড়বে, সে মু'মিন। যে তাদের বিরুদ্ধে মুখ দিয়ে লড়বে, সেও মু'মিন। আর যে তাদের বিরুদ্ধে অন্তর দিয়ে লড়বে, সেও মু'মিন। (তবে) তার পরে ঈমানের আর কোনো স্তর নেই। (বর্ণনাকারী) 'আতা

বলেন: আমি তাঁর নিকট থেকে এ হাদীসটি শুনার পর 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার (রা.) এর কাছে গিয়ে তা বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন: আপনি কি ইবনু মাস'উদ (রা.) কে তাঁর কথা চলা অবস্থায় সেখানে অনুপ্রবেশ করতে গিয়ে এরূপ বলতে শুনেছেন। 'আতা (রাহ.) বলেন: আমি তখন বললাম যে, তিনি অসুস্থ। আপনি তাঁকে শশ্রুষার উদ্দেশ্যে গেলে দোষ কি? তিনি বললেন: আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলো। অত:পর তিনি গেলেন এবং আমিও তাঁর সাথে গেলাম। (সেখানে পৌছে) তিনি তাঁর শারিরীক অবস্থার খোঁজ নিলেন, অত:পর এ হাদীসটির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি (বর্ণনাকারী 'আতা) বলেন: ইবনু 'উমার (রা.) সেখান থেকে বের হয়ে এসে নিজের হাত নাড়তে নাড়তে বলছিলেন: ইবনু উম্মি 'আব্দ (ইবনু মাস'উদ) কখনো রাসূলের উপর মিথ্যারোপ করতে পারেন না।[৯৩]

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তম শাসক ও অধম শাসকের সহজ পরিচয় তুলে ধরেছেন এবং তাদের ব্যাপারে জনগণের করণীয় কী- তাও স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। বর্ণিত হয়েছে যে,

عن عَوْفِ بن مَالِكٍ عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عليهم وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قِيلَ يا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ ؟ فقال لَا ، ما أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ وإذا رَأَيْتُمْ من وُلَاتِكُمْ شيئا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ ولا تَنْزِعُوا يَدًا من طَاعَةٍ.

'আউফ ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন: তোমাদের মধ্যে উত্তম শাসক ও ইমাম হলেন তারা যাদেরকে তোমরা ভালোবাস এবং তারাও তোমাদেরকে ভালোবাসে। তোমরা তাদের জন্য দু'আ করো এবং তারাও তোমাদের জন্য দু'আ করে। অপরদিকে তোমাদের মধ্যে মন্দ ও নিকৃষ্ট শাসক ও ইমাম হলো তারা যাদেরকে তোমরা ঘৃণা করো এবং তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে। তোমরা তাদের প্রতি অভিসম্পাত করো এবং তারাও তোমাদের প্রতি অভিসম্পাত করে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবো না (তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবো না)? তিনি বললেন: না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে সালাত কায়েম করবে। আর তোমাদের শাসকদের মধ্যে যদি অপছন্দনীয় কিছু দেখো, তাহলে তার (ঐ অপছন্দনীয়) কাজকে ঘৃণা করো। তবে আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নিও না।[৯৪]

---

৯৩. সাহীহ ইবন হিব্বান, খ. ১, পৃ. ৪০৩, হাদীস নং- ১৭৭

৯৪. সাহীহ মুসলিম (بَاب خِيَارِ الْأَئِمَّةِ وَشِرَارِهِمْ), খ. ৩, পৃ. ১৪৮১-১৪৮২, হাদীস নং- ১৮৫৫

উল্লেখ্য যে, আমাদের আলোচ্য হাদীসটিতে অত্যাচারী শাসকদের সঙ্গে থাকাকেই নিছক অন্যায় হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়নি। বরং সাথে থাকার সুবাদে তাদেরকে ভালো ভালো পরামর্শ দেয়া এবং অন্যায় চিন্তা ও অন্যায্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বারণ করতে পারা নি:সন্দেহে অনেক বেশি কল্যাণকর। তবে কোনো অবস্থাতেই তাদের সাথে থেকে থেকে কেবল নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করা আর যাবতীয় অকল্যাণের ব্যাপারে তাদেরকে সহযোগিতা করে যাওয়া নি:সন্দেহে মারাত্মক অপরাধ। বরং সফল মু'মিনের মিশনই হলো মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকা। তাদেরকে ভালো কাজের আদেশ করা এবং মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখা। এক আয়াতে মহান আল্লাহ সেসব মু'মিনদেরকেই সফল বলেছেন যারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে। ইরশাদ হয়েছে:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

"আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল অবশ্যই থাকা চাই যারা সৎকর্মের প্রতি আহবান জানাবে। নির্দেশ দিবে ভালো কাজের এবং বারণ করবে মন্দ কাজ থেকে। আর তারাই হলো সফলকাম"।[৯৫]

মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্য এক হাদীসে আলোচ্য হাদীসটির সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সেখানে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব সকল মু'মিন নর-নারীকেই দেয়া হয়েছে। হাদীসটিতে এভাবে বলা হয়েছে-

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

আবূ সা'ঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: তোমাদের কেউ যখন কোন অন্যায় দেখতে পায় তখন সে যেন তা তার হাত দিয়ে (বল প্রয়োগের মাধ্যমে) প্রতিহত করে। যদি সে তা করতে সক্ষম না হয়, তাহলে সে যেন তার মুখ দিয়ে (প্রতিবাদ করে) তা প্রতিহত করে। যদি সে তাও করতে সক্ষম না হয়, তাহলে সে যেন তার অন্তর দিয়ে তা (অপছন্দ করে/ঘৃণা করে/তার মূলোৎপাটনের পরিকল্পনা করে) প্রতিহত করে। আর এটি (শেষোক্তটি) হলো ঈমানের দুর্বলতম অবস্থা।[৯৬]

এই হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'মিনদের প্রত্যেককেই শামিল করে এমনভাবে নির্দেশ দিলেন যে, তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ যখনই কোন অন্যায় দেখতে পায় সে যেন তার সাধ্য অনুযায়ী তা প্রতিহত

---

৯৫. আলকোরআন: সূরা আলি 'ইমরান, ৩:১০৪
৯৬. সাহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৬৯, হাদীস নং- ৪৯

করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। এ হাদীসটি আমাদের সামনে আরো একটি বিষয় পরিষ্কার করে দিলো যে, এই দায়িত্বটি কেবল সরকার প্রধানেরই নয়। বরং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরের প্রত্যেক ব্যক্তি; বড় কিংবা ছোট, ধনী কিংবা গরীব, নারী কিংবা পুরুষ সকলেরই এটি অন্যতম দায়িত্ব যে, সে তার অবস্থানে থেকে এবং নিজের সামর্থ অনুযায়ী সমাজ থেকে অন্যায় ও অসৎ কার্যাদির মূলোৎপাটনে সাধ্যমত ভূমিকা রাখবে। আর তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসটিতে এই মহান দায়িত্বকে কয়েক স্তরে বিন্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ যার বেলায় যখন যেই স্তরটি প্রযোজ্য হয় সে যেন তখন সেই স্তরটি প্রয়োগ করার মাধ্যমে এই গুরু দায়িত্বটি আঞ্জাম দেয়ার চেষ্টা করে।

আলোচ্য হাদীসের সমর্থনে হাদীসের গ্রন্থসমূহে আরো বিভিন্ন হাদীস এসেছে। কেবল শাসকদের অন্যায়ের প্রতিবাদ প্রসঙ্গে হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে আলাদা অধ্যায় সন্নিবেশিত হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আলাদা বর্ণনা এসেছে। যেমন-

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ.

তারিক ইবনু শিহাব (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি যুদ্ধের ময়দানে পদক্ষেপ ফেলে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলো যে, কোন্ জিহাদ সর্বোত্তম? তিনি বললেন: অত্যাচারী শাসকের সামনে হক কথা বলা।[৯৭]

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ أَمِيْرٍ جَائِرٍ.

আবূ সা'ঈদ আলখুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: সর্বোত্তম জিহাদ হলো অত্যাচারী শাসক/আমীরের সামনে হক কথা বলা।[৯৮]

অতএব, নিজের সামর্থ অনুযায়ী অত্যাচারী শাসকদের অত্যাচার প্রতিরোধেও ভূমিকা পালন করতে হবে। তাদেরকে তাদের ভুল ধরিয়ে দিতে হবে। নিজের সামর্থ অনুযায়ী বুদ্ধিমত্তার সাথে তাদেরকে তাদের অন্যায় আচরণ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে যার ভূমিকা যত জোরালো হবে তার ঈমানের মানও তত উন্নত বলে বিবেচ্য হবে।

---

৯৭. সুনানুন নাসাঈ আল কুবরা (فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر) খ. ৪, পৃ. ৪৩৫, হা. নং- ৭৮৩৪

৯৮. সুনান আবী দাউদ, খ. ৪, পৃ. ১২৪, হা. নং- ৪৩৪৪; সুনানুত তিরমিযী (بَاب ما جاء أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ) খ. ৪, পৃ. ৪৭১, হা. নং- ২১৭৪; সুনান ইবন মাজাহ, খ. ২, পৃ.১৩২৯, হা. নং- ৪০১১

হাদীসটির শিক্ষা:

- মন্দ থেকে পরস্পরকে বিরত না রাখার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।
- মানবতার কল্যাণ সাধনের অন্যতম মাধ্যম হলো তাদেরকে সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করা এবং অসৎ কাজে বারণ করা।
- মুসলিম উম্মাহর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো যে, তারা নিজেরা সৎ কাজ করে এবং অপরকেও সৎ কাজের আদেশ দেয়। তারা নিজেরা অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকে এবং অপরকেও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে।
- অন্যায়ে বাধা প্রদান করা নারী-পুরুষ ও ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলেরই নৈতিক দায়িত্ব। তবে ব্যক্তির অবস্থাভেদে এই দায়িত্বের পরিধি বাড়ে ও কমে।
- অন্যায়ে বাধা প্রদানের ক্ষেত্রে যারা যত অগ্রগামী তাদের ঈমান তত মজবুত।
- অসৎ কাজে প্রশ্রয় দিলে ও তাতে বাধা দান না করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দলভূক্ত থাকা যায় না।
- নিকৃষ্ট শাসক হলো সে শাসক যে জনগণের প্রতি কঠোর ও অত্যাচারী।
- উত্তম শাসকগণ জনগণের ভালোবাসা, দু'আ ও সুন্দর পরামর্শ লাভ করেন।
- অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে হক কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ বলে গণ্য।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সর্বদা হকের উপর টিকে থাকার তাওফীক দান করুন। অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলার ও সত্য পথে চলার দৃঢ় প্রত্যয় নসীব করুন। সকল প্রকার অসৎ কাজ থেকে নিজেরাও বিরত থাকার এবং অন্যদেরকেও বিরত রাখার তাওফীক দান করুন। আমীন।।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

------o------

হাদীস নং- ১০

বান্দাহর প্রতি মহান আল্লাহর মহানুভবতা

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ إلى سَبْعِمائَةِ ضِعْفٍ وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ أَكْتُبْهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَاحِدَةً.

হাদীসটির সরল অনুবাদ:

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: আমার বান্দাহ যদি কোনো নেক কাজের ইচ্ছা পোষণ করে, কিন্তু (বাস্তবে) এখনো তা করেনি, আমি এর বিনিময়ে তার জন্যে একটি নেকী লিখে ফেলি। আর যদি সে (বাস্তবে) তা করে, আমি তা দশ নেকী থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করি। পক্ষান্তরে সে যদি কোনো পাপ কাজের ইচ্ছা পোষণ করে, কিন্তু (বাস্তবে) এখনো তা করেনি, আমি তার বিরুদ্ধে উহা লিখি না। অত:পর যদি সে উহা করেই ফেলে, আমি তা একটি পাপ হিসেবে লিপিবদ্ধ করি।[৯৯]

রাবী/বর্ণনাকারীর পরিচয়:

দারসুল হাদীস সিরিজ- ৪ এর দুই নং হাদীসে দেয়া হয়েছে।

হাদীসটির আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্ব:

হাদীসটিতে বান্দাহর প্রতি মহান আল্লাহর মহানুভবতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বান্দাহর প্রতি অত্যন্ত দয়াপরবশ। তিনি ক্ষমাপরায়ণ, ক্ষমা করতে পছন্দ করেন। বান্দাহ কোনো অন্যায়ের দিকে পা বাড়ালেই তিনি তাকে শাস্তি দেন না। তিনি অপেক্ষা করেন যে, বান্দাহ তার খারাপ চিন্তা বা খারাপ পরিকল্পনা থেকে ফিরে আসে কিনা। যদি সে ফিরে আসে তাহলে তিনি তাকে তার এই খারাপ চিন্তা/পরিকল্পনার জন্যে কোনো শাস্তি দেন না। বরং সে যে তা বাস্তবায়ন না করে ফিরে আসলো সেজন্যে তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে

---

৯৯. সাহীহ মুসলিম, (بَاب إذا هَمَّ الْعَبْدُ بِحَسَنَةٍ كُتِبَتْ وإذا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ لم تُكْتَبْ) খ. ১, পৃ. ১১৭, হা. নং- ১২৮

পুরস্কৃত করেন। আর যদি সে তার খারাপ চিন্তা বা পরিকল্পনা অনুসারে অন্যায়টি করেই ফেলে তাহলেও তিনি তাকে কেবল ঐটুকুই দোষারোপ করেন। পক্ষান্তরে সে যদি কোনো ভালো কাজের চিন্তা/পরিকল্পনা করে তাহলে তার জন্যে এই চিন্তা অথবা পরিকল্পনার বিনিময়েই প্রাথমিকভাবে একটি নেকী মঞ্জুর করে ফেলেন। এরপর যদি সে তা বাস্তবায়ন করে তাহলে তাকে এর বিনিময় বহুগুণ বাড়িয়ে তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করে দেন। মহান আল্লাহর এই মূলনীতির কথা আলকোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ .

"যে কেউ একটি কল্যাণকর কাজ করবে, সে তার দশগুণ পাবে। আর যে কেউ একটি পাপ কাজ করবে, তাকে কেবল সেটারই প্রতিফল দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোনো প্রকার যুলম করা হবে না"।[১০০] অন্য আয়াতে এসেছে:

مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

"যে কেউ (সেখানে) কোনো ভালো কাজ নিয়ে উপস্থিত হবে, সে তার চেয়ে উত্তম প্রতিফল লাভ করবে। আর যে কেউ মন্দ কাজ নিয়ে উপস্থিত হবে, তবে যারাই মন্দ কাজ করেছে তাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে কেবল তাদের আমলের অনুরূপ"।[১০১]

উপরোক্ত আয়াত দু'টোতে অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলে দেয়া হলো যে, ভালো কাজের প্রতিদান নি:সন্দেহে বহুগুণ। আর মন্দ কাজের প্রতিফল কেবল তার সমপরিমাণ। এতে মহামহিম স্রষ্টা আমাদেরকে ভালো কাজে বেশি মনোযোগী করার এবং মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখার সুনিপূণ কৌশল অবলম্বন করেছেন। উম্মাতকে সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নীতিও ছিলো এটিই। এমনকি ইসলামের সামগ্রিক বিধিবিধানে আমরা এই মৌলিক নীতিমালারই প্রতিফলন লক্ষ্য করি।

আলোচ্য হাদীসটিতে মহান আল্লাহর এরূপ অসীম দয়া ও মহানুভবতার বর্ণনা এসেছে, যা প্রত্যেক মু'মিনকে বেশি বেশি ভালো কাজ ও ভালো চিন্তা করতে এবং অন্যায় চিন্তা ও কাজ থেকে বেঁচে থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। মু'মিন জীবনে তাই হাদীসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

---

১০০. আলকোরআন: সূরা আলআন'আম, ৬:১৬০

১০১. আলকোরআন: সূরা আলকাসাস, ২৮:৮৪

হাদীসটির ব্যাখ্যা:

এটি একটি কুদসী হাদীস। কেননা এর বক্তব্য মহান আল্লাহর, কিন্তু ভাষা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের। অর্থাৎ এটিও ওহী, তবে এর তিলাওয়াত দিয়ে সাওয়াবের আশা করা যায় না। আলকোরআনের সূরা আল আন'আমের ১৬০ নং আয়াত এবং সূরা আল কাসাসের ৮৪ নং আয়াতের এ যেন সরাসরি অনুবাদ। এই আয়াতদ্বয়ে মহান আল্লাহর যে বক্তব্য তাই আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখনি:সৃত বাণীর মাধ্যমে প্রকাশ করা হলো।

হাদীসটিতে বান্দাহর প্রতি মহান আল্লাহর কৃপা ও অনুগ্রহের এক চলমান নীতির সুস্পষ্ট বর্ণনা এসেছে। মহান আল্লাহ জানেন যে, তাঁর বান্দাহ শাইতানের চক্রান্তে পরে সময় সময় খারাপ চিন্তা করবে, অন্যায়ের পরিকল্পনা আটবে। কিন্তু তাতেই তিনি তাকে পাকড়াও করে ফেলার কঠোর রীতি অবলম্বন করেন না। বরং তিনি তাকে বিবেক দিয়ে চিন্তা করে ভুল চিন্তা ও খারাপ পরিকল্পনার পথ থেকে ফিরে আসার সুযোগ দিতে চান। তিনি দেখতে চান যে, তাঁর বান্দাহ কি সত্যিই শাইতানের কুমন্ত্রণার কাছে মাথা নত করে ফেলে? নাকি সে পুনরায় মহান প্রভুর দয়া ও অনুগ্রহের দ্বারস্থ হয়। যদি সে সত্যিই শাইতানী চিন্তা/কাজ থেকে ফিরে আসে, তাহলে তিনি তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে এর জন্য পুরস্কৃত করেন। আর যদি সে শাইতানের কুমন্ত্রণার কাছে হেরে গিয়ে সত্যিই সে অন্যায়টি করে ফেলে, তাহলে তিনি তাকে কেবল ঐটুকু শাস্তিই প্রদান করেন; এর অধিক নয়।

পক্ষান্তরে, বান্দাহ যদি কোনো ভালো কাজের ইচ্ছা/পরিকল্পনা করে, তাহলে মহান আল্লাহ তাতেই খুশি হয়ে তাকে প্রাথমিকভাবে একটি নেকী প্রদান করে সেই ভালো কাজে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। এরপর সে তা বাস্তবে রূপায়িত করলে তিনি তাকে এর বদলা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়ে তাঁর মহানুভবতার স্বাক্ষর রাখেন। আবূ হুরাইরাহ (রা.) এর অন্য বর্ণনায় এসেছে-

عَنْ أبي هريرة يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِذَا هَمَّ عَبْدِيْ بِحَسَنَةٍ فَاكْتُبُوْهَا حَسَنَةً فَإِذَا عَمِلَهَا فَاكْتُبُوْهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا . وَإِذَا هَمَّ عَبْدِيْ بِسَيِّئَةٍ فَلاَ تَكْتُبُوْهَا بِمِثْلِهَا فَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوْهَا حَسَنَةً.

আবূ হুরাইরাহ (রা.) নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা (আমলনামা লিপিবদ্ধকারী মালাইকাদেরকে) বলেন যে, আমার বান্দাহ যখন কোনো নেক কাজের ইচ্ছা করে, তখনই তার জন্যে একটি নেকী লিখে ফেলো। পরে যদি সে তা করে

তাহলে এর দশগুণ নেকী লিখবে। আর যখন আমার বান্দাহ পাপ কাজের ইচ্ছা পোষণ করে তখন সাথে সাথে তার সমপরিমাণ গুনাহ লিখে ফেলো না। বরং পরে যদি সে তার সেই ইচ্ছা পরিত্যাগ করে তাহলে তার জন্যে একটি নেকী লিপিবদ্ধ করবে।[১০২]

সাহীহ মুসলিমের বর্ণনায় হাদীসটি এভাবে এসেছে-

عن أبي هُرَيْرَةَ قال قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: إذا هَمَّ عَبْدِي بِسَيِّئَةٍ فلا تَكْتُبُوهَا عليه فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا سَيِّئَةً وإذا هَمَّ بِحَسَنَةٍ فلم يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا عَشْرًا.

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ 'আয্যা ওয়া জাল্লা ইরশাদ করেন: আমার বান্দাহ যদি কোনো পাপ কাজ করার ইচ্ছা করে, তাহলে (তৎক্ষণাত) তোমরা তার বিরুদ্ধে লিখো না। যদি সে তা বাস্তবায়ন করে, তাহলে একটি পাপ লিপিবদ্ধ করো। আর সে যদি কোনো নেক কাজের ইচ্ছা পোষণ করে, কিন্তু এখনো তা করেনি; তবুও তা তার একটি নেকী ধরো। আর যদি তা বাস্তবায়ন করে তাহলে উহা দশগুণ লিপিবদ্ধ করো।[১০৩]

عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل وَقَوْلُهُ الْحَقُّ إذا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ فَاكْتُبُوهَا له حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا له بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وإذا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فلا تَكْتُبُوهَا فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا فَإِنْ تَرَكَهَا وَرُبَّمَا قال لم يَعْمَلْ بها فَاكْتُبُوهَا له حَسَنَةً ثُمَّ قَرَأَ { من جاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا } قال أبو عِيسَى هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: মহান আল্লাহর কথা তো হাক্ক তথা সত:সিদ্ধ- তিনি বলেছেন: আমার বান্দাহ যখন নেক কাজের চিন্তা করে, তখনই তার জন্যে একটি নেকী লিখে ফেলো। পরে যদি সে তা করে, তাহলে তার দশগুণ লিখো। আর যখন সে মন্দ কাজের চিন্তা করে, তখনই তা লিখে ফেলো না। যদি তা করে তাহলে একগুণ লিখো, আর যদি করা বাদ দেয় অথবা তা না করে, তাহলে তার জন্যে একটি

---

১০২. সাহীহ ইবন হিব্বান (ذكر البيان بأن تارك السيئة إذا اهتم بها يكتب الله له بفضله حسنة بها), খ. ২, পৃ. ১০৪, হা. নং- ৩৮০

১০৩. সাহীহ মুসলিম (بَاب إذا هَمَّ الْعَبْدُ بِحَسَنَةٍ كُتِبَتْ وإذا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ لم تُكْتَبْ), খ. ১, পৃ. ১১৭, হা. নং- ১২৮

নেকী বরাদ্দ করো। অত:পর তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলকোরআনের নিম্নোক্ত আয়াত) তিলাওয়াত করলেন: "যে কেউ একটি কল্যাণকর কাজ করবে, সে তার দশগুণ পাবে"। আবূ 'ঈসা বলেন: এটি একটি সাহীহ এবং হাসান হাদীস।[১০৪]

সাহীহ মুসলিমের আরেক বর্ণনায় এটি বিষদ ব্যাখ্যা সহ এসেছে। যেমন-

إذا تَحَدَّثَ عَبْدِي بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَأَنَا أَكْتُبُهَا له حَسَنَةً ما لم يَعْمَلْ فإذا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وإذا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَأَنَا أَغْفِرُهَا له ما لم يَعْمَلْهَا فإذا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا له بِمِثْلِهَا وقال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالت الْمَلَائِكَةُ رَبِّ ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً وهو أَبْصَرُ بِهِ فقال ارْقُبُوهُ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا له بِمِثْلِهَا وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا له حَسَنَةً إنما تَرَكَهَا من جَرَّايَ وقال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا أَحْسَنَ أحدكم إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إلى سبعمائة ضِعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا حتى يلقي اللَّهَ.

আমার বান্দাহ যখন কোনো ভালো কাজ করবে বলে মনস্থ করে, তখন তা না করলেও আমি তার জন্য একটি নেকী লিপিবদ্ধ করি। অত:পর যখন সে তা করে, তখন আমি এর দশগুণ লিপিবদ্ধ করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তিনিই (আল্লাহ) তো তার অবস্থা সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। তথাপি মালাইকা বলবে, প্রভু! আপনার ঐ বান্দাহ তো পাপ করতে চায়। তখন তিনি (আল্লাহ) বলবেন: তোমরা তার প্রতি নজর রাখো। যদি সে তা করে ফেলে তাহলে সমপরিমাণ গুনাহ লিখবে। আর যদি তা ছেড়ে দেয়, তাহলে তার জন্যে একটি সাওয়াব লিপিবদ্ধ করবে। সে তো আমারই ভয়ে তা বর্জন করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তোমাদের কেউ যখন সুন্দরভাবে ইসলামে প্রবেশ করে তখন তার প্রতিটি সৎকর্মই দশগুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করা হয়। আর মৃত্যু অবদি সে যত পাপ কাজ করবে, সবই তার সমপরিমাণ লিখা হবে।[১০৫]

এমনিভাবে সাহীহ এবং সুনানের গ্রন্থসমূহে এ বিষয়ে বিস্তর আলোচনা এসেছে। সবগুলো বর্ণনারই মূল বক্তব্য হলো- মহান আল্লাহ পছন্দ করেন যে, তাঁর বান্দাহ কখনো কোনো অন্যায় কাজের সিদ্ধান্ত নিলেও সে যেন পরক্ষণে তার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে। তাহলে তিনি তাকে এর উত্তম প্রতিদান দেবেন। আর ন্যায়

---

১০৪. সুনানুত তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ২৬৫, হা. নং- ৩০৭৩

১০৫. সাহীহ মুসলিম, (بَاب إذا هَمَّ الْعَبْدُ بِحَسَنَةٍ كُتِبَتْ وإذا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ لم تُكْتَبْ) খ. ১, পৃ. ১১৭, হা. নং- ১২৯

কাজের চিন্তা করে তা বাস্তবে না করতে পারলেও তিনি তাকে পুরস্কৃত করবেন। ইসলামী জীবন বিধানের সৌন্দর্য এবং মহান আল্লাহর মহানুভবতার এ এক উজ্জল দৃষ্টান্ত।

হাদীসটির শিক্ষা:

- মহান আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু ও মহানুভব, তিনি বান্দাহর প্রতি যারপরনাই দয়াশীল।
- মহান আল্লাহ ক্ষমাশীল, তিনি ক্ষমা করতে পছন্দ করেন।
- বান্দাহ অন্যায় পথে পা বাড়ালেও আবার ন্যায়ের পথে ফিরে আসুক- এটিই মহান আল্লাহ চান। এতে তিনি তার প্রতি খুশী হন এবং তাকে পুরস্কৃত করেন।
- বিবেক দ্বারা তাড়িত হয়ে অন্যায় চিন্তা ও অশ্লীল কাজ থেকে ফিরে আসলে মহান প্রভুর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়।
- সৎ কাজ করা যেমন পূণ্যের, সৎ চিন্তা করাও তেমনি পূণ্যের।
- অসৎ কাজ করা অন্যায়, তবে অসৎ কাজের চিন্তা এসে যাওয়া মানুষের বেলায় সহজাত বিষয়। আর তাই মহান আল্লাহ বাস্তবে তা না করা পর্যন্ত বান্দাহকে পাকড়াও করেন না।
- সৎ কাজের প্রতিফলকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়ে মহান আল্লাহ তা বান্দাহর আমলনামায় লিপিবদ্ধ করেন।
- অসৎ চিন্তা করা নি:সন্দেহে দোষনীয়, তবে অসৎ চিন্তা থেকে ফিরে আসা অত্যন্ত প্রশংসনীয় গুণ।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে বেশি বেশি নেক চিন্তা ও নেক আমল করার তাওফীক দান করুন। শাইতানের কুমন্ত্রণায় পরে অন্যায় চিন্তা করে ফেললেও আমরা যেন সে চিন্তা থেকে ফিরে আসতে পারি এমন ঈমানী চেতনা তিনি আমাদেরকে নসীব করুন। আমীন।।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

------o------

হাদীস নং- ১১

জামা'আতে সালাত আদায়ের সময় আগের কাতার আগে পূর্ণ করার গুরুত্ব

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتِمُّوْا الصَّفَّ الْمُتَقَدَّمَ فَإِنْ كَانَ نَقْصًا فَلْيَكُنْ فِيْ الْمُؤَخَّرِ.

হাদীসটির সরল অনুবাদ:

আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: তোমরা আগের কাতার আগে পূর্ণ করো। (এভাবে করতে করতে) যদি অপূর্ণাঙ্গ থাকে তাহলে তা হবে শেষ কাতারে।[১০৬]

রাবী/বর্ণনাকারীর পরিচয়:

দারসুল হাদীস 'সিরিজ- ৪' এর পাঁচ নং হাদীসে দেয়া হয়েছে।

হাদীসটির আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্ব:

হাদীসটিতে জামা'আতে সালাত আদায়ের সময় কাতার পরিপূর্ণ করে দাঁড়ানো এবং আগের কাতার আগে পূর্ণ করার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই সালাতের জামা'আত শুরু করার আগে কাতারগুলো সোজা করা ও সামনের কাতার গুলোকে আগে পূরণ করার বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে তদারকি করতেন। এ প্রসঙ্গে সাহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে:

عن أبي مَعْمَرٍ عن أبي مَسْعُودٍ قال: كان رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا في الصَّلَاةِ وَيَقُولُ اسْتَوُوا ولا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قال أبو مَسْعُودٍ فَأَنْتُمْ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا.

আবূ মা'মার (রা.) আবূ মাস'ঊদ (রা.) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে আমাদের কাঁধ স্পর্শ করে বলতেন: সোজা হও। (পরস্পর থেকে) বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তাহলে তোমাদের অন্তর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তোমাদের ভিতর থেকে যারা বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী তারা আমার কাছে দাঁড়াবে। এরপর এই গুণে যারা তাদের

---

১০৬. সাহীহ ইবন খুযাইমাহ (باب الأمر بأن يكون النقص والخلل في الصف الآخر) খ. ৩, পৃ. ২২, হা. নং- ১৫৪৬

নিকটবর্তী তারা পর্যায়ক্রমে এদের কাছাকাছি দাঁড়াবে। আবূ মাস'ঊদ বলেন: অথচ আজকাল তোমাদের মধ্যে চরম বিভেদ- বিশৃংখলা দেখা দিয়েছে।[১০৭] এ প্রসঙ্গে সুনানের গ্রন্থগুলোতেও অনেক বর্ণনা এসেছে। যেমন-

عن الْبَرَاءِ بن عَازِبٍ قال: كان رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَخَلَّلُ الصَّفَّ من نَاحِيَةٍ إلى نَاحِيَةٍ يَمْسَحُ صُدُورَنَا وَمَنَاكِبَنَا وَيَقُولُ لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وكان يقول إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ على الصُّفُوفِ الْأُوَلِ.

বারা ইবনু 'আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাতারের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কোনো ফাঁকা আছে কিনা তা খুঁটে খুঁটে দেখতেন। তিনি আমাদের বুক এবং কাঁধ স্পর্শ করে করে বলতেন: (পরস্পর থেকে) বিচ্ছিন্ন হয়ো না, তাহলে তোমাদের অন্তর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তিনি আরো বলতেন: নিশ্চয়ই প্রথম কাতারগুলোর উপর মহান আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও তাদের জন্যে রহমতের দু'আ করেন।[১০৮] আবূ দাঊদের অপর বর্ণনায় এসেছে যে,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بين الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ لم يَقُلْ عِيسَى بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ ولا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ الله وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ الله . قال أبو دَاوُد وَمَعْنَى وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ إذا جاء رَجُلٌ إلى الصَّفِّ فَذَهَبَ يَدْخُلُ فيه فَيَنْبَغِي أَنْ يُلِينَ له كُلُّ رَجُلٍ مَنْكِبَيْهِ حتى يَدْخُلَ في الصَّفِّ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা কাতারগুলো সোজা করে দাঁড়াও। কাঁধে কাঁধ মিলাও। খালি জায়গা পূরণ কর। তোমাদের ভাইদের হাতের সাথে লাগলে তা সাদরে গ্রহণ করো। ('ঈসার বর্ণনায় তোমাদের ভাইদের হাতের সাথে- কথাটি আসেনি)। (কাতারের মাঝে) শাইতানের জন্য খালি জায়গা ছেড়ে দিও না। যারা কাতারে মিলে মিলে দাঁড়ায় আল্লাহ তাদেরকে মিলিয়ে দেন। আর যারা কাতারকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে আল্লাহ তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখেন। আবূ দাঊদ বলেন: তোমাদের ভাইদের হাতের সাথে লাগলে তা সাদরে গ্রহণ করো- একথার অর্থ হলো, কেউ যদি পিছন থেকে এসে সামনে জায়গা খালি দেখে সেখানে ঢুকতে চায় তাহলে সে যাতে সহজে ঢুকতে পারে সেজন্যে

---

১০৭. সাহীহ মুসলিম (بَاب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَإِقَامَتِهَا وَفَضْلِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ منها وَالِازْدِحَامِ على الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَالْمُسَابَقَةِ إِلَيْهَا وَتَقْدِيمِ أُولِي الْفَضْلِ وَتَقْرِيبِهِمْ من الْإِمَامِ) খ. ১, পৃ. ৩২৩, হা. নং- ৪৩২

১০৮. সুনান আবী দাঊদ, খ. ১, পৃ. ১৭৮, হা. নং- ৬৬৪

প্রত্যেকেরই উচিত নিজের কাঁধকে নরম করে রাখা।[১০৯]

জামা'আতে সালাত আদায়ের সময় তাই আগের কাতারগুলো আগে পূর্ণ করে দাঁড়ানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের আলোচ্য হাদীসে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা বিদ্যমান। তাই মু'মিন জীবনে হাদীসটির গুরুত্ব অপরিসীম।

হাদীসটির ব্যাখ্যা:

সালাতে আগের কাতার আগে পূর্ণ করা এবং মুসল্লীদের পরস্পরে মিলে মিলে দাঁড়ানোর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচ্য হাদীসটিতে সুস্পষ্টভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। একজন ইমাম হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদাই নিজে এ বিষয়টি তদারকি করতেন। কখনো কখনো তিনি নিজে কাতারের মাঝে গিয়ে হাত ধরে, কাঁধ এবং বুকে হাত দিয়ে স্পর্শ করে তাদেরকে সোজা করে দিতেন। রাসূলের অনুকরণে পরবর্তী ইমামগণের কারো কারো মাঝেও এ রীতি চালু ছিল। এ প্রসঙ্গে সাহীহ ও সুনানের গ্রন্থসমূহে অনেক বর্ণনা রয়েছে। নিম্নে আমরা আমাদের আলোচ্য হাদীসটি ছাড়াও এ সংক্রান্ত কয়েকটি বর্ণনা উদ্ধৃত করছি।

عن جَابِرِ بن سَمُرَةَ السُّوَائِيِّ قال قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ألا تَصُفُّونَ كما تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قال قُلْنَا وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قال يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوَلَ وَيَتَرَاصُّونَ في الصَّفِّ.

জাবির ইবনু সামুরাহ আস্সুয়াঈ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: ফেরেশতাগণ যেভাবে তাদের রাব্বের সামনে কাতারবন্দি হয় তোমরা কেন সেভাবে কাতারবন্দি হচ্ছো না? আমরা বললাম, ফেরেশতাগণ কিভাবে তাদের রাব্বের সামনে সারিবদ্ধ হন? তিনি বলেন: তারা আগের কাতার আগে পূর্ণ করে এবং কাতারে মিলে মিলে দাঁড়ায়।[১১০]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ.

আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: তোমরা তোমাদের কাতারগুলোকে সোজা করো। নিশ্চয়ই কাতার সোজা করা নামাযের পরিপূর্ণতার অংশ।[১১১]

---

১০৯. সুনান আবী দাউদ, খ. ১, পৃ. ১৭৮, হা. নং- ৬৬৬

১১০. সুনান ইবন মাজাহ (بَاب إِقَامَةِ الصُّفُوفِ) খ. ১, পৃ. ৩১৭, হা. নং- ৯৯২

১১১. সাহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৩২৪, হা. নং- ৪৩৩

উপরোক্ত আনাস ইবনু মালিক (রা.) এর বর্ণনা দু'টিতে সালাতে কাতার সোজা করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সরাসরি নির্দেশনা এসেছে। এতে নির্দেশসূচক শব্দ ব্যবহার করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: তোমরা তোমাদের কাতারগুলোকে সোজা করো। এরপর একটি বর্ণনায় তিনি কারণ হিসেবে বলেছেন যে, কাতার সোজা করা সালাতের পরিপূর্ণতার অংশ। অর্থাৎ কাতার সোজা না করলে সালাত পরিপূর্ণ হয় না। সাহীহ এবং সুনানের প্রায় সকল হাদীস গ্রন্থেই এই সংক্রান্ত বর্ণনা এসেছে। সেখানে আলাদা অধ্যায় রচনা করে তার অধীনে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

عن مَالِكِ بن أبي عَامِرٍ قال سَمِعْت عُثْمَانَ وهو يقول اسْتَوُوا وَحَاذُوا بين الْمَنَاكِبِ فإن من تَمَامِ الصَّلَاةِ إِقَامَةَ الصَّفِّ قال وكان لاَ يُكَبِّرُ حتى ياتيه رِجَالٌ قد وَكَّلَهُمْ بِإِقَامَةِ الصُّفُوفِ.

মালিক ইবনু আবী 'আমির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি 'উসমান ইবনু 'আফ্‌ফান (রা.) কে সালাতের ইমামতির সময় একথা বলতে শুনেছি যে, তোমরা সোজা হও এবং কাঁধে কাঁধে মিলাও। কেননা কাতার সোজা করা সালাতের পরিপূর্ণতার অংশ। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন: 'উসমান (রা.) ততক্ষণ পর্যন্ত তাকবীর বলে সালাত আরম্ভ করতেন না, যতক্ষণ না কাতার সোজা করার জন্য তার নিয়োগকৃত লোকেরা এসে পৌঁছত।[১১২]

عن أَنَس قال: أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِوَجْهِهِ فقال أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا فَإِنِّي أَرَاكُمْ من وَرَاءِ ظَهْرِي.

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: সালাতের ইকামাত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে ফিরে বলতেন, তোমাদের কাতারগুলো সোজা করো এবং মিলে মিলে দাঁড়াও। আমি আমার পেছন থেকে তোমাদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করি।[১১৩]

عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال: إنما جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فلا تَخْتَلِفُوا عليه، فإذا رَكَعَ فَارْكَعُوا وإذا قال سمع الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لك الْحَمْدُ، وإذا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وإذا صلى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ . وَأَقِيمُوا الصَّفَّ في الصَّلَاةِ فإن إِقَامَةَ الصَّفِّ من حُسْنِ الصَّلَاةِ.

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

১১২. মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবাহ, খ. ১, পৃ. ৩০৯, হা. নং- ৩৫৩২

১১৩. সাহীহুল বুখারী (بَاب إِقْبَالِ الْإِمَامِ على الناس عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ) খ. ১, পৃ. ২৫৩, হা. নং- ৬৮৭

থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন: ইমামকে এজন্যেই নিযুক্ত করা হয় যে, তার অনুসরণ করা হবে। কাজেই তোমরা তার সাথে মতদ্বৈততা করো না। সে যখন রুকূ'তে যায়, তোমরাও তখন রুকূ' করো। সে যখন 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে, তোমরা তখন বলো- 'রাব্বানা লাকাল হামদ'। আর যখন সে সাজদাহ করে, তোমরাও তখন সাজদাহ করো। সালাতে সে যখন বসা থাকে, তোমরাও সকলে তখন বসে সালাত আদায় করো। আর সালাতে কাতার সোজা করো। কেননা কাতার সোজা করা হলো সালাতের সৌন্দর্য।[১১৪]

عن أَنَسٍ قال قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فإن تَسْوِيَةَ الصفوف من تَمَامِ الصَّلَاةِ.

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: তোমরা তোমাদের কাতারগুলোকে সোজা করো। কেননা কাতার সোজা করা সালাতের পরিপূর্ণতার অংশ।[১১৫]

অতএব কাতার সোজা করে দাঁড়ানো, কাতারের মাঝে জায়গা খালি না রাখা এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানো জামা'আতে সালাত আদায়ের বেলায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে মুসল্লীদের মাঝে সচেতনতা তৈরির ব্যাপারে মাসজিদের খাতীব ও ইমামগণের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। তারা যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণে সালাতের শুরুতে মুসল্লীদেরকে বারবার এ ব্যাপারে তাগিদ দেন এবং মাঝে মাঝে এর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন তাহলে তা শতভাগ বাস্তবায়ন হওয়া সম্ভব।

আলোচ্য হাদীস ও আমাদের সমাজের বাস্তবতা:

সালাতে সামনের কাতারে জায়গা খালি থাকতে দেখলে সে জায়গা পূরণ না করে পেছনে দাঁড়ানো উচিত নয়। বরং মুসল্লীদের উচিত সামনে এগিয়ে গিয়ে সেই খালি জায়গা আগে পূরণ করা। অন্যথায় তা সকলের সালাতের জন্যই ক্ষতিকারক। এমনকি সালাত আদায়রত অবস্থায়ও যদি কোনো কারণে সামনের সারিতে জায়গা খালি থাকতে দেখা যায়, তাহলে নিকটস্থ পেছনের সারির মুসল্লীর দায়িত্ব হলো এগিয়ে গিয়ে সামনের খালি জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে যাওয়া। আর সেই খালি জায়গার দু'পাশে অবস্থানরত মুসল্লীদের দায়িত্ব হলো প্রয়োজনে নিজেরা আরেকটু চেপে তাকে জায়গা করে দেয়া। আমাদের আলোচ্য হাদীসের '(এভাবে কাতার পূর্ণ করতে করতে) যদি কোন কাতার অপূর্ণাঙ্গ থাকে তাহলে তা হবে শেষ কাতার'- এই অংশের বক্তব্যের দাবীও তাই। অর্থাৎ সামনের কাতারে জায়গা থাকা অবস্থায় কেউ যেন পেছনে না দাঁড়ায়। জামা'আত শুরুর সময় যারা

---

১১৪. সাহীহুল বুখারী (بَاب إِقَامَةُ الصَّفِّ من تَمَامِ الصَّلَاةِ) খ. ১, পৃ. ২৫৩, হা. নং- ৬৮৯

১১৫. সুনানুদ দারিমী (بَاب في إِقَامَةِ الصُّفُوفِ) খ. ১, পৃ. ৩২৩, হা. নং- ১২৬৩

মাসজিদে থাকবেন তাদেরকে দিয়েই আগে প্রথম কাতার থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে কাতার পূর্ণ করে আসতে হবে।

নামায চলা অবস্থায় মুসল্লীর সংখ্যা বেড়ে গেলে যেমন ইমাম সামনে চলে যেতে পারেন, কিংবা নতুন কাতার তৈরির প্রয়োজন হলে যেমন সামনে থেকে একজন মুসল্লীকে টেনে নিয়ে পেছনে নতুন কাতার তৈরি করতে হয়, একইভাবে কোনো কারণে কাতারে খালি জায়গা বের হলে আশেপাশের এবং পেছনের মুসল্লীদের দায়িত্ব হলো তা পূরণের ব্যবস্থা করা। কিন্তু কোনো অবস্থায়ই ঐ খালি জায়গাকে খালি ফেলে রাখা উচিত নয়। এ কারণেই ফাকীহগণের মত হলো যে-

اَلصَّلاَةُ مَاشِياً لاَ تَجُوْزُ، وَلَكِنَّ الْمَشْيَ فِي الصَّلاَةِ يَجُوْزُ.

অর্থাৎ হেঁটে হেঁটে সালাত আদায় করা জায়িয নয়, তবে (প্রয়োজন হলে) সালাতের ভিতর হাঁটা জায়িয। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশী মুসলিম সমাজের অধিকাংশের মাঝে আমরা এসব বিষয়ে ব্যতিক্রম চিত্র লক্ষ্য করি। আমাদের মাসজিদগুলোর চিত্র হলো-

প্রথমত: আমাদের কোনো কোনো মাসজিদে কাতার সোজা করা কিংবা কাতার পূর্ণ করার ব্যাপারে চরম অব্যবস্থাপনা পরিলক্ষিত হয়। মুসল্লীগণ যার যার মতো করে দাঁড়াচ্ছে, কেউ দাগের সামনে, কেউ দাগের পেছনে, কেউ চার আঙ্গুল দূরে, কেউ বা এক ফুট পরিমাণ জায়গা খালি রেখে। কোথাও কোথাও প্রতি পাঁচ/ছয় জনের মধ্যে একজন মুসল্লীর জায়গা হবে এত পরিমাণ স্পেস খালি থাকতে দেখা যায়। পেছন থেকে কেউ এসে সেসব খালি জায়গা পূরণ করতে চাইলে অনেকে বিরক্তও হন। সামনের কাতারে এখনও জায়গা খালি, অথচ সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে কেউ কেউ এসে একা একা পেছনে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। অথচ কোনো কাতারে কেউ একা থাকলে তার সালাত যে হবে না তাও হয়ত সে জানে না।

عن وَابِصَةَ بن مَعْبَدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم رَأَى رَجُلا يُصَلِّي فِي الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ فَأَعَادَ الصَّلاةَ.

ওয়াবিসা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে একা একা ভিন্ন কাতারে সালাত আদায় করতে দেখলেন। অত:পর তাকে আদেশ করলেন যেন সে সালাত পুনরায় আদায় করে নেয়।[১১৬]

সুতরাং কাতার পূর্ণ করা এবং মিলে মিলে দাঁড়ানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে নতুন কাতারে একা হয়ে গেলে সামনে থেকে কাউকে ইশারা করে নিয়ে এসে নতুন কাতার করতে হবে। এক্ষেত্রে যাকে পিছনে নেমে আসার জন্য ইশারা করা হবে তিনিও যেন প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেন।

---

১১৬. আলমু'জামুল কাবীর, খ. ২২, পৃ. ১৪০, হা. নং- ৩৭১; সাহীহ ইবন খুযাইমাহ, খ. ৩, পৃ. ৩১ ও মুসনাদ আহমাদ, খ. ৪, পৃ. ২২৮, হা. নং- ১৮০৩৪

আমাদের সম্মানিত ইমামগণের পক্ষ থেকে মুসল্লীদের কাতার সোজা করা ও কাতার পূর্ণ করার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কোনো উদ্যোগী ভূমিকা দেখা যায় না। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামই হলেন ইমামগণের আদর্শ। তিনি যে কাজটি প্রতি ওয়াক্তের সালাতেই নিয়মিতভাবে করতেন, আমাদের ইমামগণেরও উচিত প্রতিটি জামা'আত শুরু করার প্রাক্কালে এ ব্যাপারে মুসল্লী সাধারণকে দিক নির্দেশনা প্রদান করা। কিংবা মাঝে মাঝে জুমু'আর খুতবায় কাতার সোজা করার ফযীলত ও এর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা। একা একা কাতারে দাঁড়ানো এবং কাতারের মাঝে বিশাল ফাঁক রেখে দাঁড়াবার কুফল সম্পর্কে তাদেরকে সচেতন করা এবং তাদেরকে এ সংক্রান্ত মাসআলা অবহিত করাও ইমামগণের অন্যতম দায়িত্ব।

দ্বিতীয়ত: আমাদের মাসজিদগুলোতে এমন অনেক মুরব্বী মুসল্লীকে দেখা যায় যাঁরা অনেক দেরি করে এসে জামা'আতে শামিল হন। কিন্তু প্রথম থেকে জামা'আতে শামিল হওয়া কোনো কোনো শিশু/কিশোরকে তার অবস্থান থেকে পেছনে ঠেলে দিয়ে তিনি নিজে গিয়ে তার জায়গায় দাঁড়ান। কিছুক্ষণ পর হয়ত আরেকজন মুরব্বী এসে তাকে তার এই দ্বিতীয় জায়গা থেকেও সরিয়ে দিয়ে থাকেন। এভাবে সমাজের শিশুরা সালাতের ব্যাপারে নিরোৎসাহিত হয় এবং তাদের কেউ কেউ হয়ত মাসজিদে আসার ব্যাপারে আগ্রহও হারিয়ে ফেলে। এ ব্যাপারেও ইমাম এবং মুসল্লী সকলেই যেন সমান অসচেতন। সম্মানিত ইমামগণের পক্ষ থেকে এ প্রসঙ্গে জোরালো বক্তব্য না আসার কারণে অভিভাবক সাথে না থাকা এসব শিশু মুসল্লীরা নানাভাবে নিগ্রহের শিকার হয় ও জামা'আতে সালাত আদায়ের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, যা অত্যন্ত দু:খজনক। এসব মুরব্বীরা হয়ত বাচ্চাদের হৈ হুল্লোর কিংবা সামনে দিয়ে হাটাহাটি ইত্যাদির কথা বলবেন। কিন্তু বাচ্চাদেরকে মাসজিদে এনে বাস্তব প্রশিক্ষণ না দিলে তারা শিখবে কেমন করে? অবশ্য শিশুদের অভিভাবকদের মধ্যেও এই সচেতনতা থাকা দরকার যে, মাসজিদে বাচ্চাকে নিজে সাথে করে নিয়ে এসে নিজের পাশে দাঁড় করাবেন এবং তাদেরকে জামা'আতে সালাত আদায়ের নূন্যতম নিয়ম কানুনগুলো শিখিয়ে তারপর একা একা মাসজিদে পাঠাবেন।

এ ব্যাপারেও নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি তাঁর নাতী হাসান ইবনু 'আলী ও উসামাহ ইবনু যাইদকে সাথে নিয়ে সালাত আদায় করতেন। কখনো কখনো সালাতে ইমামতের সময়ও তাদের কেউ কেউ তাঁর সাথে থাকতো। ইমাম আবূ দাঊদ বর্ণনা করেন:

عن عبد الرحمن بن غَنْمٍ قال قال أبو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ ألا أُحَدِّثُكُمْ بِصَلَاةِ النبي صلى الله عليه وسلم قال فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَفَّ الرِّجَالَ وَصَفَّ خَلْفَهُمْ الْغِلْمَانَ ثُمَّ صلى بِهِمْ فذكر صَلَاتَهُ ثُمَّ قال هَكَذَا صَلَاةُ قال عبد الأعلى لَا أَحْسَبُهُ إلا قال صَلَاةُ أُمَّتِي.

'আব্দুর রহমান ইবন গানাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আবূ মালিক আলআশ'আরী (রা.) বলেছেন: আমি কি তোমাদেরকে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাত সম্পর্কে বলবো না? তিনি সালাতের জন্য দাঁড়িয়ে প্রথমে পুরুষদেরকে সারিবদ্ধ করতেন এবং তারপর তাদের পেছনে শিশুদেরকে সারিবদ্ধ করতেন। অত:পর তাদের নিয়ে সালাত আদায় করতেন। অত:পর তিনি (বর্ণনাকারী) রাসূলের অবশিষ্ট সালাতের বর্ণনা দিয়েছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, এভাবে সালাত আদায় করতে হবে। বর্ণনাকারী 'আব্দুল 'আলী বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছেন- এভাবে হবে আমার উম্মাতের সালাত।[১১৭]

ইত্যাকার আরো অনেক বিষয়ে আলোচ্য হাদীসের সাথে আমাদের সমাজের বৈপরিত্য লক্ষ্য করা যায়। এ সকল বৈপরিত্য নিরসনে মাসজিদের সম্মানিত ইমাম ও খাতীবগণসহ সমাজের সকল স্তরের মুসল্লীবৃন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। আর তবেই জামা'আতে সালাত আদায়ের মাধ্যমে আমাদের ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ বৃদ্ধি পাবে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে যার যার পরিমন্ডলে যথাযথ ভূমিকা রাখার তাওফীক দান করুন।

হাদীসটির শিক্ষা:

- জামা'আতে সালাত আদায়ের সময় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবার মাধ্যমে মুসলিম ভ্রাতৃত্বের বাস্তব প্রশিক্ষণ মিলে।
- জামা'আতের সাথে সালাত আদায়ের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সামনে নিজেকে সপে দেয়া হয়। এভাবে মু'মিনরাও ফেরেশতাদের ন্যায় মহান আল্লাহর নি:সংকোচ আনুগত্যের নমুনা প্রদর্শন করে।
- মহান আল্লাহর দাসত্ব ও পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের ক্ষেত্রে সমাজের সকলেই এক ও অভিন্ন- একথারই প্রমাণ মেলে জামা'আতে সালাত আদায়ের সময় কাতার সোজা করে সারিবদ্ধ হয়ে গায়ে গায়ে মিলে দাঁড়ানোর মাধ্যমে।
- যারা সম্মানিত খাতীব ও ইমাম, শারী'আহ সংক্রান্ত বিষয়ে জনগণকে সঠিক দিক নির্দেশনা দেয়া তাদের অন্যতম দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঠিক অনুসারী হলে এই দায়িত্ব তারা কেউ এড়াতে পারেন না।
- নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামই হলেন একমাত্র মহান নেতা। কেবল তাঁকে অনুসরণ করেই মহান আল্লাহর দাসত্ব করতে হবে এবং কেবল তাঁর দেখানো পদ্ধতিতেই আল্লাহর দাসদের নেতৃত্ব দিতে হবে।
- নামাযরত অবস্থায় শার'ঈ প্রয়োজনে সামনে/পিছনে অথবা ডানে/বামে

---

১১৭. সুনান আবী দাউদ (بَاب مَقَامِ الصِّبْيَانِ من الصَّفِّ) খ. ১, পৃ. ১৮১, হা. নং- ৬৭৭

যাওয়া যায়।

- জামা'আতে কাতার সোজা করা কিংবা খালি স্থান পূরণ করার ক্ষেত্রে অপর ভাইকে বাধা দেয়া নয় বরং তার প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে।
- ইসলামের কোন বিধান কিংবা রাসূলের কোন নির্দেশনা বাস্তবায়নে কেউ এগিয়ে এলে আমাদের সকলের উচিত তার প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া।
- মুসলিমদের প্রভু এক এবং নেতাও এক। তারা একই নেতার অনুকরণে একই প্রভুর দাসত্ব করে। জামা'আতে সালাত আদায়ের সময় কাতারবদ্ধ হয়ে গায়ে গা মিলিয়ে ইমামের প্রতিটি নির্দেশ অনুকরণের মাধ্যমে তাদের এই অনুভূতিরই বহি:প্রকাশ ঘটে।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পদ্ধতিতে জামা'আতের সাথে সালাত আদায়ের তাওফীক দান করুন। ইমামের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি নিজেদের শর্তহীন আনুগত্যের বহি:প্রকাশ ঘটানো এবং নিজে ইমাম হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানো পদ্ধতিতে ইমামত করার যোগ্যতা দান করুন। আমীন।।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

------o------

হাদীস নং- ১২

সকল ভালো কাজের ব্যাপারেই গুরুত্ব প্রদানের প্রয়োজনীয়তা

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ.

হাদীসটির সরল অনুবাদ:

আবূ যার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন: কোনো ভালো কাজকেই তুমি অবজ্ঞা করো না। এমনকি তা যদি তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করাও হয়।[১১৮]

বর্ণনাকারীর পরিচয়:

তৎকালীন আরবের যেসকল দুর্ধর্ষ ব্যক্তি মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংস্পর্শে এসে সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিলেন আবূ যার আলগিফারী (রা.) তাঁদের একজন। তাঁর নাম জুনদুব ইবন জুনাদাহ। আবূ যার নামেই তিনি বেশি পরিচিত। মাক্কা থেকে সিরিয়া যাতায়াতের পথে 'ওয়াদ্দান' উপত্যকায় ছিল বানূ গিফার গোত্রের বাস। আবূ যার ছিলেন সেই গোত্রের এক পরিচিত মুখ। তাই আবূ যার আলগিফারী নামেই তিনি খ্যাত।

কোরাইশদের বাণিজ্য কাফিলা যখন তাদের পাশ দিয়ে যেতো, তখন তাদেরকে নিরাপত্তা দেয়ার নামে তারা চাদা আদায় করতো। চাহিদা মতো চাদা না দিলে কখনো কখনো কাফেলায় লুটতরাজ চালাতো। ডাকাতি ও রাহাজানি ছিলো তাদের অনেকের পেশা। তাদের জীবিকা নির্বাহেরও প্রধান অবলম্বন ছিল এটিই। বাল্যকাল থেকেই আবূ যার ছিলেন প্রখর বুদ্ধিমত্তা, অসীম সাহস ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। জীবনের প্রথম ভাগে তিনিও ছিলেন ডাকাতি ও রাহাজানির সাথে জড়িত। তবে পরবর্তীতে তাঁর জীবনে এক মহাবিপ্লব ঘটে যায়। আপন গোত্রের লোকদের মূর্তিপূজা একসময় তাঁকে চরমভাবে ব্যথিত করে। গোটা আরব জুড়ে সে সময় যে ধর্মীয় কুসংস্কার ও অনাচার চলছিল তা তিনি একসময় গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। মানুষের বুদ্ধি, বিবেক ও অনাচারকে পরিচ্ছন্ন করে তাদেরকে আলোর দিকে ফিরিয়ে আনার জন্যে তিনি একজন মহান নাবীর আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন।

---

১১৮. সাহীহ মুসলিম, (بَاب إستحباب طَلَاقَةِ الْوَجْهِ عِنْدَ اللِّقَاءِ) খ. ৪, পৃ. ২০২৬, হা. নং- ২৬২৬

ইসলাম গ্রহণের বেশ কিছুদিন আগে থেকেই আবূ যার (রা.) এক আল্লাহর 'ইবাদাতের দিকে ঝুঁকে পড়েন। অর্থাৎ জাহিলী যুগেও তিনি ছিলেন একজন মুওয়াহ্হিদ বা একত্ববাদী। এক আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে তিনি উপাস্য হিসেবে গণ্য করতেন না। কোনো মূর্তি বা দেব-দেবীর পুজাও করতেন না। তাঁর এই ব্যতিক্রমী আচরনের জন্য ইসলাম গ্রহণের আগেই তিনি মানুষের কাছে পরিচিত ছিলেন। এ কারণেই যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের সংবাদ দিয়েছিল সে এভাবে বলেছিল যে, "তোমার মতোই মাক্কার এক ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলে থাকেন"।

তিনি কেবল মুখেই তাওহীদের বাণী উচ্চারণ করতেন না, সেই জাহিলী যুগে সালাতও আদায় করতেন। এ ব্যাপারে তাঁর নিজেরই একটি উক্তি রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাতের তিন বছর আগে থেকেই আমি সালাত আদায় করতাম। ইবন হাজার (রহ.) তাঁর আলইসাবাহ গ্রন্থে আবূ যার (রা.) এর ইসলাম গ্রহণের বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন, যার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ-

আবূ যার (রা.) তাঁর গোত্রের লোকদের সাথেই বসবাস করছেন। একদিন সংবাদ পেলেন যে, মাক্কায় এক নতুন নাবীর আবির্ভাব হয়েছে। তখন তিনি তাঁর ভাই আনিসকে ডেকে বললেন, তুমি একটু মাক্কায় গিয়ে যে ব্যক্তি নিজেকে নাবী বলে দাবী করছে এবং আসমান থেকে তাঁর কাছে ওহী আসে বলে প্রচার করছে, তাঁর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করো, তাঁর সাথে সাক্ষাত করে তাঁর মুখের কথা শুনো এবং ফিরে এসে আমাকে জানাও। আনিস তাই করলেন। মাক্কায় গিয়ে তিনি মানুষের কাছে নতুন নাবী সম্পর্কে বিভিন্ন কথা শুনলেন এবং এই নাবীর সাথে সরাসরি দেখা করে তাঁর বক্তব্যও শুনলেন। এরপর বাড়ি এসে তিনি তার ভাই আবূ যারকে জানালেন, আল্লাহর কসম, আমি লোকটিকে দেখেছি। তিনি মানুষকে মহৎ চরিত্রের দিকে আহবান করেন, আর এমন সব কথা বলেন যা কবিতা বলেও মনে হয় না। মানুষেরা কেউ তাঁকে যাদুকর, কেউ গণক, কেউ পাগল এবং কেউ কবি বলে আখ্যায়িত করে।

এসব শুনে আবূ যারের তৃপ্তি হলো না। তিনি তাঁর ভাই আনিসকে বললেন, তুমি একটু আমার পরিবারের দেখাশুনার দায়িত্ব নাও। আমি নিজে গিয়ে লোকটির সাথে দেখা করে আসি। ভাই রাজি হলেন। তবে বললেন যে, আপনি মাক্কার লোকদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন। আবূ যার অতি সাবধানে মাক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তিনি শংকিত ও ভীত। না জানি কেউ তাঁর উদ্দেশ্য জেনে ফেলে। মাক্কায় পৌঁছে কারো কাছে মুহাম্মাদের ব্যাপারে সরাসরি জিজ্ঞেস করা সমীচিন মনে করলেন না। কারণ তাঁর জানা নেই যে, জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি মুহাম্মাদের

বন্ধু না শত্রু। দিন শেষ হয়ে রাত চলে এলো। তিনি কাউকে জিজ্ঞেস করলেন না। বিশ্রামের জন্য কা'বা ঘরের এক কোণে শুয়ে পড়লেন। 'আলী ইবন আবী তালিব যাচ্ছিলেন সে পথ দিয়ে। আবূ যারকে দেখে বুঝতে পারলেন লোকটি মুসাফির। সাথে করে তাঁকে বাড়ি নিয়ে গেলেন। তিনি সেখানে রাত কাটালেন; কিন্তু দুইজনের মধ্যে কোনো কথাবার্তা হলো না। সকালে আবূ যার আবার কা'বা প্রান্তরে চলে এলেন। সারা দিন চলে গেল। আজও মুহাম্মাদের কোনো দেখা মিললো না। রাত ঘনিয়ে আসলে আবারো কা'বা প্রান্তরে অবস্থান নিলেন। আজও 'আলী (রা.) এর সাথেই দেখা। তিনি তাঁকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে রাতে থাকতে দিলেন, কিন্তু উভয়ের মাঝে এ বিষয়ে কোনো কথাবার্তা নেই। এভাবে পরপর তিন দিন একই ঘটনার পূণরাবৃত্তি ঘটলে 'আলী (রা.) তাঁর কাছে জানতে চাইলেন যে, তিনি কেন মাক্কায় এসেছেন? তিনি বললেন, আপনি যদি আমাকে অঙ্গীকার করেন যে, আমার কাংখিত বিষয়ে আমাকে পথ দেখাবেন তাহলে আপনার কাছে আমার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করবো। 'আলী অঙ্গীকার করলেন। আবূ যার এবার মুখ খুলে বললেন- আমি অনেক দূর থেকে মাক্কায় এসেছি নতুন নাবীর সাথে সাক্ষাত করতে এবং তাঁর কথা শুনতে।

'আলী আল্লাহর নামে কসম করে নাবীর পরিচয় ব্যক্ত করলেন আর বললেন, সকালে আমি যেখানে যাই আপনি আমাকে অনুসরণ করবেন। যদি আমি আপনার জন্য আশংকাজনক কিছু লক্ষ্য করি, তাহলে প্রস্রাবের ভান করে দাঁড়িয়ে যাব। আবার যখন চলবো আমাকে অনুসরণ করে চলবেন। এভাবে আমি যেখানে প্রবেশ করি, আপনিও সেখানে প্রবেশ করবেন।

আজ রাতে আর আবূ যারের চোখে ঘুম নেই। প্রবল আগ্রহ ও উৎকণ্ঠায় তাঁর রাত কেটে গেলো। সকালে 'আলী (রা.) তাঁকে নিয়ে চললেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাড়িতে। আবূ যারের সাথে রাসূলের সালাম বিনিময় হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ যারকে ইসলামের দা'ওয়াত দিলেন এবং আলকোরআনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে শুনালেন। আবূ যার (রা.) সাথে সাথে তাওহীদের কালিমাহ পড়ে ইসলামে প্রবেশ করলেন।

এরপর কিছুদিন তিনি মাক্কায় অবস্থান করেন। ইসলামের নানা বিষয় এবং কোরআনের কিছু আয়াত তিনি রাসূলের নিকট থেকে শিখে নেন। রাসূল তাঁকে বলছিলেন যে, মাক্কার কেউ তোমার ইসলামের কথা জানতে পারলে আমি তোমার জীবনের আশংকা করছি। তখন তিনি বললেন, যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ করে বলছি, কা'বায় গিয়ে প্রকাশ্যে ইসলামের দা'ওয়াত না দিয়ে আমি মাক্কা ছেড়ে যাব না। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ হয়ে গেলেন।

আবূ যার (রা.) বলেন, এরপর একদিন কা'বা প্রান্তরে এসে কোরাইশদের মাঝখানে হাজির হয়ে যতটুকু সম্ভব উচ্চকণ্ঠে বললাম, হে কোরাইশগণ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি এক আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আমার কথাগুলো শুনতেই তারা ভীত-চকিত হয়ে পড়লো। একযোগে লাফিয়ে উঠে এসে আমাকে বেদম প্রহার করতে শুরু করলো। রাসূলের চাচা 'আব্বাস ইবন 'আব্দুল মুত্তালিব আমাকে দেখে চিনতে পারলেন। তিনি আমাকে তাদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আমার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। এরপর তাদেরকে বললেন, সর্বনাশ! তোমরা একি করছো। তোমরা তো গিফার গোত্রের লোককে হত্যা করছো। তোমরা কি জান, এরপর তোমাদের বাণিজ্য কাফেলার কী হবে? এবার তারা আমাকে ছেড়ে দিলো। এ ঘটনার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নিজ গোত্রের কাছে ফিরে গিয়ে সেখানে ইসলামের দা'ওয়াত দিতে বললেন। আমি ফিরে গিয়ে প্রথমেই আমার ভাই আনিসকে সব খুলে বললাম। সে আমার সাথে একমত হয়ে সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করলো। এরপর আমরা দুই ভাই মিলে গিয়ে আমাদের মাকে ইসলামের দা'ওয়াত দিলাম। তিনিও ইসলাম গ্রহণ করলেন।

তখন থেকে এই বিশ্বাসী পরিবারটি গিফার গোত্রে নিরলসভাবে ইসলামের দা'ওয়াত প্রচার করতে থাকে। তাঁদের আপ্রাণ চেষ্টায় অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করে এবং সেখানে সালাতের জামা'আত কায়েম হয়। কিছু লোক অবশ্য বাপ-দাদার ধর্মের উপর থেকে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদীনায় হিজরাত করার পর তারাও ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'গিফার গোত্রকে আল্লাহ ক্ষমা করেছেন। আর আসলাম গোত্রকে আল্লাহ শান্তি ও নিরাপত্তা দিয়েছেন'।

খন্দকের যুদ্ধের পর আবূ যার (রা.) মাদীনায় হিজরাত করে আসেন। এরপর থেকে তিনি সবসময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাথে থাকতেন। তাবূকের যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত নিখুঁত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মাত্র আটাশি। তন্মধ্যে বারোটি মুত্তাফাকুন 'আলাইহি। আর দুইটি ইমাম বুখারী এবং সাতটি ইমাম মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি মানুষের সাথে কম মেলামেশা করতেন, চুপচাপ থাকতেন ও নির্জনতা পছন্দ করতেন। এ কারণে তাঁর জ্ঞানের কোনো প্রচার হয়নি এবং তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যাও কম। 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস এবং আনাস ইবন মালিক (রা.) প্রমুখ বিদ্বান সাহাবীগণ তাঁর নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেছেন।

হাদীসটির আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্ব:

হাদীসটিতে যে কোনো ভালো কাজের ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদানের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হয়েছে। ছোট ছোট ভালো কাজকে তাচ্ছিল্য করা বা অবজ্ঞা করার প্রবণতা আমাদের অনেকের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। অথচ ক্ষেত্র বিশেষে এই ছোট ভালো কাজটিই হয়ত [illegible] কোনো মু'মিনের জন্য পরকালে নাজাতের ওসীলাও হয়ে যেতে পারে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন উম্মাতের শিক্ষক। তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে সাহাবীদের বিভিন্ন বিষয়ে হাতেকলমে শিক্ষা প্রদান করেছেন। সাহাবীদেরকে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তিনি সচরাচর বিভিন্ন ভাষণ ও বক্তৃতায় সাধারণভাবে সকলকে উদ্দেশ্য করে দৃষ্টিআকর্ষণমূলক কথা বলতেন। তাছাড়া কোনো কোনো সাহাবীকে কাছে ডেকে এনে কিংবা কোথাও [illegible] অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ [illegible] যা সংশ্লিষ্ট সাহাবী ছাড়াও অন্য সকলের বেলায় প্রযোজ্য হতো। সাধারণত: রাসূলের প্রিয়ভাজন সাহাবীদেরকেই বেশিরভাগ সময় ব্যক্তিগত এসব নাসীহাত তিনি করতেন।

আমরা অনেক সময় কোনো কোনো ভালো কাজকে নগন্য কিংবা সাধারণ মনে করে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করি। অর্থাৎ তা পালন করা থেকে বিরত থাকি। কিংবা নগন্য ভেবে অনেক সময় ছোট খাট কোনো পাপের কাজ আমরা করে ফেলি। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে কোনো পাপ অথবা কোনো পূণ্যকেই ছোট ভাবার সুযোগ নেই। একই পাপ অথবা পূণ্য ব্যক্তি, স্থান ও কালের ব্যবধানে গুরুত্বের তারতম্য হতে পারে। তাছাড়া ব্যক্তির অবস্থা, পরিবেশ-পরিস্থিতি ও নিয়্যাতের কারণেও বিষয়টির গুরুত্ব ও প্রতিদানে কম-বেশি হতে পারে।

আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিশেষ প্রিয়ভাজন সাহাবী আবূ যার আলগিফারী (রা.) কে ব্যক্তিগতভাবে উপদেশ প্রদান করে মূলত: সকল মু'মিনেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যে কোনো পূণ্য অর্জনে তাদেরকে সর্বোচ্চ তৎপর হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন। তাই মু'মিন জীবনে হাদীসটির গুরুত্ব অপরিসীম।

কী হবে'? অথবা 'এই সামান্য ভালো কাজটি ছেড়ে দিলেই বা এমন কী ক্ষতি হবে'? এরূপ ভাবা আজকাল আমাদের [illegible] কাছে খুবই সাধারণ বিষয়। আলোচ্য হাদীসটিতে এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি তাঁর একান্তপ্রিয় সাহাবী আবূ যার আলগিফারী (রা.) কে ব্যক্তিগতভাবে নাসীহাত করে বলছেন, তুমি কোনো নেক আমলকেই হালকা করে দেখো না। এমনকি যদি সেটা তোমার একজন ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করাও হয়। অর্থাৎ যে কাজকে তুমি ভালো বলে জান, পারতপক্ষে তা ছেড়ে দিও না। এ প্রসঙ্গে আবূ যার (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবী থেকেও আরো বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন-

عن جابر بن سُلَيْم قال: أَتَيْتُ [illegible] اللَّهُ عليه وسلم وهو مُحْتَبٍ بِشَمْلَةٍ قد [illegible] فقلت أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ رسول اللَّهِ فَأَوْمَأَ بيده إلى نَفْسِهِ قلت يا رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إني من أَهْلِ الْبَادِيَةِ وَفِيَّ جَفَاؤُهُمْ فَأَوْصِنِي قال لا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شيئا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ وَوَجْهُكَ مُنْبَسِطٌ وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ من دَلْوِكَ في إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ بِمَا فِيكَ فَلا تَشْتُمْهُ بِمَا تَعْلَمُ فيه فإنه يَكُونُ لك أَجْرُهُ وَعَلَيْهِ وِزْرُهُ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ فإن إِسْبَالَ الإِزَارِ مِنَ الْمَخْيَلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمَخْيَلَةَ وَلا تَسُبَّنَّ أَحَدًا فما سَبَبْتُ بَعْدَهُ أَحَدًا وَلا شَاةً وَلا بَعِيرًا.

জাবির ইবন সুলাইম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম, তখন তিনি একটি শামলাহ পরিহিত ছিলেন যার অগ্রভাগ তাঁর পায়ের উপর পড়ে ছিল। আমি বললাম, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ কে? তখন তিনি তাঁর নিজের দিকে ইশারা করলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি মরুভূমির মানুষ। তাদের ন্যায় জীবনাচারে অভ্যস্থ। কাজেই আপনি আমাকে (উপদেশ দিন) ওয়াসিয়াত করুন। তখন তিনি বললেন, কোনো ভালো কাজকেই তুমি অবজ্ঞা করো না। এমনকি তা যদি এও হয় যে, তুমি তোমার

ভাইয়ের সাথে যখন সাক্ষাত করো তখন তুমি হাসিমুখে থাকো। অথবা তোমার বালতি দিয়ে তুমি কাউকে পানি তুলে দেবে। কিংবা তোমার কোন দোষের কারণে কেউ তোমাকে গালি দিলেও তার কোন দোষের কারণে তুমি পাল্টা তাকে গালি দিবে না। কেননা এতে তুমি প্রতিদান প্রাপ্ত হবে, আর সে হবে গুনাহগার। সাবধান, ইযার (লুঙ্গি/পাজামা/প্যান্ট) কে মাটি ছুয়ে পরিধান করবে না। কেননা এটি হলো অহংকার। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ অহংকার পছন্দ করেন না। আর কাউকে কখনো গালি দিবে না। (বর্ণনাকারী বলেন) এরপর থেকে আর কখনো আমি কাউকে গালি দেই নাই, এমনকি কোনো বকরী-ভেড়াকেও নয়।[১১৯]

উল্লেখ্য যে, বর্ণনাকারী সাহাবীর শেষোক্ত এই উক্তি থেকে আমাদের শিক্ষা নেয়া উচিত। এভাবেই তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেয়া *হিদায়াতের আলোকে নিজেদের জীবনকে ধন্য করেছিলেন।*

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ مُنْبَسِطٍ وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِيْ إِنَاءِ الْمُسْتَسْقَى . وَإِذَا طَبَخْتَ قِدْرًا فَأَكْثِرْ مِرْقَتَهَا وَاغْرِفْ لِجِيْرَانِكَ مِنْهَا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيْحِ عَنْ أَبِيْ غَسَّانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ.

আবূ যার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: হে আবূ যার! কোনো কল্যাণের কাজকেই তুমি অবজ্ঞা করো না। এমনকি হাসিমুখে তোমার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করাকেও নয়। আর তোমার বালতিটি দিয়ে কাউকে পানি উঠিয়ে দেয়াকেও নয়। যখন তুমি (তরকারী) রান্না করার জন্য চুলায় হাড়ি বসাবে, তখন তাতে বেশি করে ঝোল দাও এবং সেখান থেকে তোমার প্রতিবেশিদেরকেও কিছু দিবে। (হাদীসটি ইমাম মুসলিম তাঁর সাহীহ গ্রন্থে আবূ গাস্‌সানের সূত্রে 'উসমান ইবন 'উমার থেকে বর্ণনা করেছেন)।[১২০] অপর এক বর্ণনায় এসেছে-

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئاً وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ فَإِذَا صَنَعْتَ مِرْقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَاغْرِفْ لِجِيْرَانِكَ مِنْهَا.

---

১১৯. আলমু'জামুল কাবীর, খ. ৭, পৃ. ৬৪, হা. নং- ৬৩৮৫

১২০. সুনানুল বাইহাকী আলকুবরা, খ. ৪, পৃ. ১৮৮, হা. নং- ৬৭১৩

- 'ইবাদাতের তুলনায় মু'আমালাতে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন বেশি হয়।
- প্রতিবেশির প্রতি অপর প্রতিবেশির দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা খুবই জরুরী।
- কারো সাথে সাক্ষাতের সময় মুখ কালো করে রাখা উচিত নয়।
- সর্বদা হাসি-খুশী থাকাও একটি নেক কাজ।
- অন্যের অসদাচরণের বিপরীতে পাল্টা অসদাচরণ না করে থাকাও একটি নেক কাজ।
- পোশাক পরিধানসহ সকল ক্ষেত্রেই অহমিকা পরিহার করে চলতে হবে।
- গালমন্দ করা অত্যন্ত গর্হিত অভ্যাস, এটি মুনাফিকের আলামত।
- মানুষ এবং পশু-পাখি সকলের সাথেই সদাচরণ করতে হবে।
- কোনো কল্যাণের ব্যাপারে হিদায়াত লাভ করার পর তৎক্ষণাত তা বাস্তবায়নের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে যাওয়া উচিত।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে হাদীসে উল্লেখিত বিষয়গুলো মেনে চলার তাওফীক দান করুন। মহান আল্লাহর 'ইবাদাতে একাগ্রতা ও মনোনিবেশের পাশাপাশি তাঁর বান্দাদের সাথে মু'আমালাতের ব্যাপারেও সতর্ক থাকার যোগ্যতা দান করুন। ছোট কিংবা বড় সকল নেক আমলেই স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির পথকে সুগম করুন। আমীন।।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

------o------

হাদীস নং- ১৩

বিপদ-মুসীবতে মু'মিনদের করণীয়

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيْبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُوْلُ { إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إليه رَاجِعُونَ } اَللَّهُمَّ أْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِي وَأَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا إلا أَجَرَهُ اللهُ فِيْ مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا. قَالَتْ فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُوْ سَلَمَةَ قُلْتُ كَمَا أَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْلَفَ اللهُ لِيْ خَيْرًا مِنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

হাদীসটির সরল অনুবাদঃ

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্নী উম্মু সালামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: কোনো বান্দাহ যদি কোনো মুসীবতে আপতিত হয়ে বলে- 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন' (নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই নিকট ফিরে যাব), হে আল্লাহ! আমাকে আমার এই মুসীবতের বদলা দাও এবং এর পরে আমাকে আরো উত্তম প্রতিফল দান কর- মহান আল্লাহ তাকে তার এই মুসীবতে প্রতিদান দেবেন এবং এর চেয়ে উত্তম বিনিময় তাকে দেবেন। উম্মু সালামাহ (রা.) বলেন, যখন (আমার প্রথম স্বামী) আবূ সালামাহ (রা.) মারা গেলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন (মুসীবতগ্রস্ত হয়ে) সেভাবেই করলাম। অত:পর মহান আল্লাহ আমাকে তাঁর চেয়ে উত্তম তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (বদলা হিসেবে) দিলেন।[১২৪]

রাবী/বর্ণনাকারীর পরিচয়ঃ

উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামাহ (রা.) এর আসল নাম ছিল 'হিন্দা'। উম্মু সালামাহ তাঁর ডাকনাম। তিনি মাক্কার সম্ভ্রান্ত বানূ মাখযূম গোত্রের মেয়ে ছিলেন। তাঁর পিতা আবূ উমাইয়্যাহ ইবন আলমুগীরাহ ইবন 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন আলমাখযূম। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দানশীল। যে কারণে তাকে 'যাদুর রাকব' তথা কাফেলার পাথেয় নামে অভিহিত করা হতো। কোনো কাফেলার সাথে কোথাও গেলে গোটা কাফেলার আহার বিহারের দায়িত্ব তিনি নিজের কাঁধে তুলে

---

১২৪. সাহীহ মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৬৩২, হাদীস নং- ৯১৮

শর্ত/কারণ দেখিয়ে রাসূলুল্লাহর প্রস্তাব গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সকল শর্ত মেনে নিলে তিনি বিয়েতে রাজি হন। চতুর্থ হিজরীর শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। তিনি উম্মুল মু'মিনীনের মর্যাদায় ভূষিত হন এবং হাদীসে উল্লেখিত উত্তম বিকল্প লাভ করেন।

উম্মু সালামাহ (রা.) অত্যন্ত লজ্জাবতী ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্না নারী ছিলেন। তাঁর রূপ লাবণ্যের জন্য উম্মুল মু'মিনীনদের কারো কারো তাঁর ব্যাপারে ঈর্ষার সৃষ্টি হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের অভাব ও দারিদ্রকে মেনে নিয়েই তিনি সন্তুষ্টচিত্তে তাঁর সাথে জীবন যাপন করেছেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অত্যন্ত সুন্দর পরামর্শ দিয়ে তিনি সুনাম কুড়িয়েছেন। তাঁর পরামর্শে সেদিন একটি কঠিন সমস্যা নিমেষেই সমাধান হয়ে যায়। সেদিন উম্মু সালামার বিচক্ষণতা প্রমানিত হয় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত বিব্রতকর পরিস্থিতি থেকে রেহাই পেয়ে যান।

উম্মু সালামাহ (রা.) এর ঘরে তাঁর প্রথম স্বামীর দুই ছেলে (সালামাহ ও 'উমার) ও এক মেয়ে (যায়নাব) ছিল বলে জানা যায়। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় 'দুররা' নামে তাঁর আরো একটি কন্যা সন্তানের কথা জানা যায়। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঔরসে তাঁর কোনো সন্তানাদি ছিল না। তায়েফ অভিযান এবং বিদায় হাজ্জে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফরসঙ্গী ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের মধ্যে 'আয়িশাহ (রা.) এর পরেই ছিল উম্মু সালামার স্থান। জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। হাদীসের গ্রন্থসমূহে তাঁর ৩৭৮টি হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে তেরটি মুত্তাফাকুন 'আলাইহি, তিনটি ইমাম বুখারী ও তেরটি ইমাম মুসলিম সতন্ত্রভাবে উল্লেখ করেছেন। হাদীস বর্ণনার দিক থেকে মহিলা সাহাবীদের মধ্যে 'আয়িশাহ (রা.) ছাড়া আর কেউ তাঁর উপরে নেই। একবার তাঁর ঘরে দাহইয়া আলকালবী (রা.) এর আকৃতিতে জিবরীল 'আলাইহিস সালাম ওহী নিয়ে আসলে তিনি তাঁকে দেখেছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সমূহের মধ্যে একটি হলো- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতুল ফাজরের পর নিম্নোক্ত দু'আ করতেন:

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ رِزْقاً طَيِّباً وَعِلْماً نَافِعاً وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً.

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে পবিত্র রিযক, কল্যাণকর জ্ঞান ও কবূলকৃত আমল চাই।

তিনি ৬১ হিজরী সাল, মতান্তরে ৬০ অথবা ৬৩ হিজরী সালে ইয়াযীদ ইবন মু'আবিয়ার খিলাফতকালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। মাদীনার বাকী' আলগারকাদ কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

হাদীসটির আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্ব:

হাদীসটিতে বিপদ-মুসীবতে মু'মিনদের করণীয় কী হবে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিপদাপদ মানুষের জীবনের নিত্য সঙ্গী। এই বিপদাপদ মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ বান্দাদেরকে পরীক্ষা করেন। বিপদে ধৈর্য ধারণের মাধ্যমে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে মহান আল্লাহর কাছে বান্দাহর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ . الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.

"আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি এবং ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। আর (এমতাবস্থায়) সবরকারীদের সুসংবাদ প্রদান করুন। যারা বিপদে পতিত হলে বলে- নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা সবাই তাঁরই কাছে ফিরে যাবো"।[১২৫]

অর্থাৎ বিপদাপদ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত এক পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় ধৈর্যের সাথে উত্তীর্ণ হতে পারলে পরকালে মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পুরষ্কার প্রাপ্তির সুসংবাদ রয়েছে। আর ঐ পুরষ্কারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে পরের আয়াতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ.

"তারা হলো সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি মহান আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে। আর এসব লোকই হিদায়াতপ্রাপ্ত"।[১২৬]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্নী উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামাহ (রা.) এ হাদীসের বর্ণনাকারী এবং তিনি নিজেই হাদীসে উল্লেখিত বিষয়টির সাথে সংশ্লিষ্ট। তাঁর নিজের জীবনে সংঘটিত একটি ঘটনা হলো এ হাদীসের মূল বক্তব্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণিত হিদায়াত কীভাবে তাঁর জীবনে বাস্তবে রূপায়িত হলো তা তিনি এ হাদীসে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। ফলে মু'মিন জীবনে হাদীসটির গুরুত্ব অপরিসীম।

হাদীসটির ব্যাখ্যা:

উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামাহ (রা.) এর নিজের জীবনে সংঘটিত একটি বাস্তব ঘটনা হলো এ হাদীসের মূল আলোচ্য বিষয়। উম্মু সালামাহ (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে, কেউ যখন বিপদগ্রস্থ হয়ে নিজেকে মহান আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দেয় এবং এই বিপদে ধৈর্য ধারণ করে পরবর্তীতে মহান আল্লাহর কাছে এর উত্তম বদলা প্রত্যাশা করে তখন মহান আল্লাহ তাকে সত্যি সত্যি এর চেয়ে উত্তম বিকল্প দিয়ে থাকেন।

---

১২৫. আলকোরআন: সূরা আলবাকারাহ, ২:১৫৫-১৫৬

১২৬. আলকোরআন: সূরা আলবাকারাহ, ২:১৫৭

প্রকৃত মু'মিনের এটি এক অনন্য বৈশিষ্ট্য যে, সে যখনই কোনো বিপদে পড়ে, তখন তার মুখ থেকে উচ্চারিত হয়- 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন'[১২৭]। অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা সবাই তাঁরই কাছে ফিরে যাবো। একথা বলার মাধ্যমে মু'মিন আল্লাহর দেয়া এই মুসীবতকে মাথা পেতে নেয় এবং ঘোষণা দেয় যে, তাকে আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে। মহান আল্লাহ তখন তার প্রতি যারপরনাই সন্তুষ্ট হন এবং তার মর্যাদা আরো বাড়িয়ে দেন।

এমতাবস্থায় আল্লাহর দেয়া এই মুসীবতে ধৈর্য ধারণ করে বান্দাহ যদি আল্লাহর কাছে এর উপযুক্ত বদলা চায় তাহলে তিনি তাকে তা দেন। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের পরিস্থিতিতে আমাদেরকে আমাদের করণীয় বলে দিচ্ছেন যে- কোনো বান্দাহ যদি কোনো মুসীবতে আপতিত হয়ে বলে- 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন' (নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই নিকট ফিরে যাব), হে আল্লাহ! আমাকে আমার এই মুসীবতের বদলা দাও এবং এর পরে আমাকে আরো উত্তম প্রতিফল দান কর- মহান আল্লাহ তাকে তার এই মুসীবতে প্রতিদান দেবেন এবং এর চেয়ে উত্তম বিনিময় তাকে প্রদান করবেন।

হাদীসটির বর্ণনাকারীনী উম্মু সালামাহ (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এটি বলতে শুনেছেন। এরপর তিনি নিজে তার জীবনে এর বাস্তব ফল প্রত্যক্ষ করেছেন। যা তিনি এই হাদীসে উল্লেখ করেছেন। এর আরো বিস্তারিত বর্ণনা উম্মু সালামাহ (রা.) এর অপর এক বর্ণনায় পাওয়া যায়।

عن أُمِّ سَلَمَةَ قالت قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إذا حَضَرْتُمْ الْمَرِيضَ أو الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا فإن الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ على ما تَقُولُونَ قالت فلما مَاتَ أبو سَلَمَةَ أَتَيْتُ النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قد مَاتَ قال قُولِي اللهم اغْفِرْ لي وَلَهُ وَأَعْقِبْنِي منه عُقْبَى حَسَنَةً قالت فقلت فَأَعْقَبَنِي الله من هو خَيْرٌ لي منه مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم.

উম্মু সালামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা যখন কোনো রোগী কিংবা মৃতব্যক্তির নিকট উপস্থিত হবে, তখন (তার জন্য) উত্তম দু'আ করবে। কেননা তোমরা যা বলো তার উপর ফেরেশতাগণ আমীন বলেন। উম্মু সালামাহ (রা.) বলেন, আবূ

১২৭. বিপদে আপতিত হয়ে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন' বলা সুন্নাত। একে আরবীতে ইস্তিরজা' বলা হয়। ইস্তিরজা' শব্দটি রুজূ' থেকে এসেছে। যার অর্থ প্রত্যাবর্তন করতে চাওয়া। যেহেতু বিপদগ্রস্থ ব্যক্তি একথা বলার মাধ্যমে নিজেকে মহান প্রভুর কাছে সপে দেয় এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনের ঘোষণা দেয়, তাই একে ইস্তিরজা' বলা হয়।

সাজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসে তাসবীহ পাঠ ইত্যাদিতে মানুষের মাঝে ব্যাপকভাবে গাফিলতি লক্ষ্য করা যায়। আলোচ্য হাদীসেও জনৈক সাহাবীর সালাতে এ জাতীয় ত্রুটিগুলো পরিলক্ষিত হচ্ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বারবার এসব ত্রুটি সংশোধনের কথা বলছিলেন। আর ঐ সাহাবীও তার সাধ্যমত সে ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করেছেন। অবশেষে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাকে তা শেখাবার জন্যে অনুরোধ করলে তিনি তাকে শিক্ষা প্রদান করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি সালাতের এ সকল ভুলত্রুটির বিষয়ে উম্মাতেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং তাদেরকে এসব বিষয়ে আরো সজাগ ও সচেতন হওয়ার আহবান করেছেন। এ কারণেই ঐ সাহাবীকে শিক্ষা দানের সময় তিনি সংক্ষেপে পুরো সালাতটিরই বর্ণনা দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন: 'তুমি যখন সালাতের উদ্দেশ্যে দাঁড়াবে, তখন তাকবীর বলবে। অত:পর কোরআন থেকে যা তোমার সহজ লাগে তা পড়বে। অত:পর এমনভাবে রুকূ' করবে যে, প্রশান্তভাবে ধীরস্থির অবস্থায় রুকূ'তে থাকবে। এরপর রুকূ' থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। অত:পর এমনভাবে সাজদাহ করবে যে, প্রশান্তভাবে ধীরস্থির অবস্থায় সাজদাতে থাকবে। এরপর সাজদাহ থেকে উঠে এমনভাবে বসবে যে, প্রশান্তভাবে ধীরস্থির অবস্থায় বসা থাকবে। আর এভাবে তুমি তোমার পুরো সালাতকে সম্পন্ন করবে'।

সালাতে আমরা আমাদের মহান প্রভু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার সাথে একান্তে কথোপকথনে লিপ্ত হই। এ কারণেই সালাতকে বলা হয় 'মি'রাজুল মু'মিন' বা মু'মিনের মি'রাজ। সপ্তাকাশের উপরে মি'রাজে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমনি মহান আল্লাহর সাথে কথোপকথন করেছিলেন; আমরাও তেমনি সালাতে মহান প্রভুর সাথে কথোপকথনে লিপ্ত হই। এই কথোপকথনের বাস্তব নমূনা সূরা আলফাতিহায় পরিলক্ষিত হয়। সাহীহুল বুখারীর বর্ণনা অনুযায়ী ফাতিহার শুরুতে আমরা যখন মহান আল্লাহর গুণকীর্তন করতে থাকি; তখন তিনি ফেরেশতাদের কাছে আমাদের এই স্তুতি গাওয়ার বর্ণনা দেন। এরপর যখন আমরা সরাসরি তাঁকে সম্বোধন করে কেবল তাঁরই দাসত্ব করা ও তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার ওয়াদা করি। তখন তিনি আমাদের দাবী দাওয়া মেনে নেয়ার ঘোষণা দেন। আর অমনি আমরা তাঁর কাছে চাইতে শুরু করি। আমরা বলি- আমাদেরকে সরল সঠিক পথের সন্ধান দিন। যে পথ

প্রাপ্ত হয়েছিলেন আপনার অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দারা; তাদের পথে নয় যারা আপনার ক্রোধের শিকার হয়েছে, কিংবা ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হয়েছে।

সালাতে যখন এভাবেই মহান আল্লাহর সাথে আমাদের সামনাসামনি কথাবার্তা হয়, তখন তাতে তাড়াহুড়া করা, অন্যমনস্ক, অমনোযোগী কিংবা অবহেলা প্রদর্শনের কোন প্রশ্নই আসে না। আর তাই বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আলকোরআনে সফলকাম মু'মিনের বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রথমেই তাদের কথা বলা হয়েছে যারা সালাতে বিনয়ী এবং সালাতের ব্যাপারে মনোযোগী। একবার এক সাহাবীকে সালাতের ভিতর দাড়ি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন:

(لَوْ خَشِعَ قَلْبُهُ لَخَشِعَتْ جَوَارِحُهُ)

অর্থাৎ যদি তার অন্তর ভীত সন্ত্রস্ত হতো, তাহলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও এর ছাপ পরিলক্ষিত হতো; সে এভাবে দাড়ি নিয়ে খেলা করতে পারতো না।

সালাতে ধীরস্থিরতা ও একাগ্রতা অবলম্বনের আলোচনা সম্বলিত হাদীস সাহীহ এবং সুনানের প্রায় সকল গ্রন্থেই আমরা দেখতে পাই। যা বিষয়টির গুরুত্বকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা হলো নিম্নরূপ-

عن عَلِيِّ بن يحيى بن خَلادٍ الزُّرَقِيِّ عن أبيه عن عَمِّهِ قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الْمَسْجِدِ فإذا رَجُلٌ يُصَلِّي في نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ قال وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَرْمُقُهُ وَلا يَفْطِنُ له فلما صلى أَقْبَلَ حتى وَقَفَ على النبي صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمَ عليه فَرَدَّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قال ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لم تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ أَقْبَلَ فَسَلَّمَ على النبي صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ عليه ثُمَّ قال ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لم تُصَلِّ فَصَنَعَ ذلك مَرَّتَيْنِ أو ثَلاثًا . قال الرَّجُلُ وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لقد جَهَدْتُ وَحَرَصْتُ فَأَرِنِي يا رَسُولَ الله وَعَلِّمْنِي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أَرَدْتَ أنْ تُصَلِّيَ فَتَوَضَّأْ وَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ كما أَمَرَ الله ثُمَّ اقْرَأْ ثُمَّ ارْكَعْ حتى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حتى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حتى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حتى تَسْتَوِيَ قَاعِدًا ثُمَّ اسْجُدْ حتى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ قُمْ فَإِنْ اتممت صَلاتَكَ على هذا فَقَدْ تَمَّتْ وَإِنِ انْتَقَصْتَ من ذلك فَإِنَّمَا تُنْقِصُهُ من صَلاتِكَ .

'আলী ইবন ইয়াহইয়া ইবন খাল্লাদ আয্‌যুরাকী (রহ.) তার পিতার সূত্রে তার চাচা (রিফা'আহ ইবন রাফি' রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মাসজিদে ছিলাম। তখন এক লোক মাসজিদের এক প্রান্তে সালাত আদায় করছিল। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে নিরিক্ষণ করছিলেন, তার থেকে দৃষ্টি ফিরাচ্ছিলেন না। সালাত শেষ হলে লোকটি এগিয়ে এসে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দাঁড়িয়ে তাঁকে সালাম বললো। তিনি তার সালামের জবাব দিয়ে বললেন: যাও গিয়ে আবার সালাত পড়ো, কারণ তুমি সালাত পড়নি। সে ফিরে গিয়ে সালাত পড়লো। অত:পর সে পুনরায় এসে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম বললো। তিনি সালামের জবাব দিলেন, অত:পর বললেন: যাও গিয়ে সালাত পড়ো, কারণ তুমি সালাত পড়নি। এভাবে তিনি দুইবার বা তিনবার তাকে ফিরিয়ে দিলেন। (এবার) লোকটি বললো, যিনি আপনার উপর সত্য সহকারে কিতাব নাযিল করেছেন তাঁর শপথ করে বলছি, আমি সাধ্যমত চেষ্টা করেছি এবং আমি সঠিকভাবে তা করতে আগ্রহী। অতএব, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে দেখিয়ে দিন এবং শিখিয়ে দিন। অত:পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি যখন সালাত আদায়ের ইচ্ছা করবে তখন আল্লাহ যেভাবে নির্দেশ করেছেন সেভাবে উত্তমরূপে উযূ করে নিবে। অত:পর (সালাত শুরু করে প্রথমত:) কিরাআত পড়বে, তারপর এমনভাবে রুকূ' করবে যে, প্রশান্তভাবে ধীরস্থির অবস্থায় রুকূ'তে থাকবে। এরপর রুকূ' থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। অত:পর এমনভাবে সাজদাহ করবে যে, প্রশান্তভাবে ধীরস্থির অবস্থায় সাজদাতে থাকবে। এরপর উঠে এমনভাবে বসবে যে, প্রশান্তভাবে ধীরস্থির অবস্থায় বসা থাকবে। এরপর আবার এমনভাবে সাজদাহ করবে যে, প্রশান্তভাবে ধীরস্থির অবস্থায় সাজদাতে থাকবে। অত:পর (পরবর্তী রাক'আতের জন্য) দাঁড়াবে। এভাবে যদি তুমি তোমার সালাত সমাপ্ত কর তাহলে তা পূর্ণ হলো। আর যদি এর থেকে কমতি কর, তাহলে তোমার সালাতেরই কমতি করলে।[১৩১]

عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم دخل الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جاء فَسَلَّمَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ رسول الله صلى الله عليه

১৩১ আলমু'জামুল কাবীর, খ. ৫, পৃ. ৩৬, হা. নং- ৪৫২১

وسلم عليه السَّلَامَ وقال ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لم تُصَلِّ فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كما كان صلى ثُمَّ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمَ عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ثُمَّ قال ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لم تُصَلِّ حتى فَعَلَ ذلك ثَلَاثَ مِرَارٍ فقال الرَّجُلُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ما أُحْسِنُ غير هذا فَعَلِّمْنِي قال إذا قُمْتَ إلى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ ما تَيَسَّرَ مَعَكَ من الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حتى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حتى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حتى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ اجْلِسْ حتى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذلك في صَلَاتِكَ كُلِّهَا .

قال الْقَعْنَبِيُّ عن سَعِيدِ بن أبي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عن أبي هُرَيْرَةَ وقال في آخِرِهِ فإذا فَعَلْتَ هذا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ وما انْتَقَصْتَ من هذا شيئا فَإِنَّمَا انْتَقَصْتَهُ من صَلَاتِكَ وقال فيه إذا قُمْتَ إلى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ .

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসজিদে প্রবেশ করলেন। অত:পর জনৈক সাহাবী মাসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় করল। এরপর সে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম জানালো। তিনি সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন, তুমি ফিরে গিয়ে সালাত পড়ো, কারণ তুমি সালাত পড়নি (অর্থাৎ তুমি যে সালাত পড়েছো তা যথার্থ হয়নি)। লোকটি ফিরে গিয়ে পূর্বের ন্যায় সালাত আদায় করলো। অত:পর এসে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম জানালো। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, তুমি ফিরে গিয়ে সালাত আদায় করো, কারণ তুমি সালাত আদায় করোনি। এভাবে তিন তিনবার লোকটিকে ফিরিয়ে দেয়ার পর সে বললো- ঐ মহান সত্তার শপথ করে বলছি যিনি আপনাকে সত্য দীন সহ পাঠিয়েছেন, আমি এরচেয়ে ভালোভাবে সালাত আদায় করতে পারি না। অতএব, আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন। অত:পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি যখন সালাতের উদ্দেশ্যে দাঁড়াবে, তখন তাকবীর বলবে। অত:পর কোরআন থেকে যা তোমার সহজ লাগে তা পড়বে। অত:পর এমনভাবে রুকূ' করবে যে, প্রশান্তভাবে ধীরস্থির অবস্থায় রুকূ'তে থাকবে। এরপর রুকূ' থেকে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। অত:পর এমনভাবে সাজদাহ করবে যে, প্রশান্তভাবে ধীরস্থির অবস্থায় সাজদাতে থাকবে।

এরপর মাথা উঠিয়ে এমনভাবে বসবে যে, প্রশান্তভাবে ধীরস্থির অবস্থায় বসা থাকবে। আর এভাবে তুমি তোমার পুরো সালাতকে সম্পন্ন করবে।
কা'নাবী (রহ.) বলেন, সা'ঈদ ইবন আবী সা'ঈদ আলমাকবুরীর সূত্রে আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে যে বর্ণনা এসেছে, তার শেষে রয়েছে- 'তুমি যদি এভাবে কর তাহলে তোমার সালাত পরিপূর্ণ হবে। আর এর থেকে কোনো কমতি হলে তোমার সালাতে কমতি হলো। আর ঐ বর্ণনাটিতে তিনি আরো বলেছেন: তুমি যখন সালাতের উদ্দেশ্যে দাঁড়াবে তখন (ইসবাগুল উযূ) পরিপূর্ণরূপে উযূ করবে।[১৩২]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً اَلَّذِيْ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ ؟ قَالَ لَا يُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلاَ سُجُوْدَهَا .

'আব্দুল্লাহ ইবন আবী কাতাদাহ (রা.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: মানুষের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট চোর হলো সে ব্যক্তি যে তার সালাতে চুরি করে। সাহাবীরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সালাতে আবার চুরি করে কিভাবে? তিনি বললেন, সালাতের রুকূ' এবং সাজদাহ পরিপূর্ণভাবে না করাই সালাতে চুরি করা।[১৩৩]

عن عَلِيِّ بن يحيى بن خلاد عن خَلَّادٍ عن أبيه عن عَمِّهِ رِفَاعَةَ بن رَافِعٍ وكان رِفَاعَةُ وَمَالِكُ ابْنَيْ رَافِعٍ أَخَوَيْنِ من أَهْلِ بَدْرٍ قالوا: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ حَوْلَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أو رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ وَنَحْنُ حَوْلَهُ شَكَّ هَمَّامٌ إِذْ دخل رَجُلٌ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَصَلَّى فلما قَضَى الصَّلَاةَ جاء فَسَلَّمَ على رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى الْقَوْمِ فقال رسول اللَّهِ وَعَلَيْكَ أرجع فَصَلِّ فَإِنَّكَ لم تُصَلِّ فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى وَجَعَلْنَا نَرْمُقُ صَلَاتَهُ لَا نَدْرِي ما يَعِيبُ منها فلما قَضَى صَلَاتَهُ جاء فَسَلَّمَ على رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى الْقَوْمِ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْكَ أرجع فَصَلِّ فَإِنَّكَ لم تُصَلِّ قال هَمَّامٌ فلا أَدْرِي

---

১৩২ সুনান আবী দাউদ, খ. ১, পৃ. ২২৬, হা. নং- ৮৫৬
১৩৩ সুনানুদ দারিমী, (بَاب في الذي لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ) খ. ১, পৃ. ৩৫০, হা. নং- ১৩২৮

أَمَرَهُ بِذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أو ثَلَاثًا قال الرَّجُلُ ما أَلَوْتُ فلا أَدْرِي ما عِبْتَ عَلَيَّ من صَلَاتِي فقال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حتى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كما أَمَرَهُ الله عز وجل فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إلى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إلى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ ويقرأ من الْقُرْآنِ ما أَذِنَ الله عز وجل له فيه ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ فَيَضَعُ كَفَّيْهِ على رُكْبَتَيْهِ حتى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ وَيَقُولُ سمع الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَسْتَوِي قَائِمًا حتى يُقِيمَ صُلْبَهُ فَيَأْخُذَ كُلُّ عَظْمٍ مَأْخَذَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْجُدُ فَيُمَكِّنُ وَجْهَهُ قال هَمَّامٌ وَرُبَّمَا قال جَبْهَتَهُ من الأرض حتى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْتَوِي قَاعِدًا على مَقْعَدِهِ وَيُقِيمُ صُلْبَهُ فَوَصَفَ الصَّلَاةَ هَكَذَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ حتى فَرَغَ ثم قال لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حتى يَفْعَلَ ذلك .

'আলী ইবন ইয়াহইয়া ইবন খাল্লাদ (রহ.) তার পিতার সূত্রে তার চাচা রিফা'আহ ইবন রাফি' (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। রাফি' এর দুই পুত্র রিফা'আহ ও মালিক (রা.) ছিলেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দুই ভাই। তারা বলেন: একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মাসজিদে বসা ছিলাম। অথবা তারা বলেছেন যে, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসজিদে বসা ছিলেন এবং আমরা তাঁর পাশে ছিলাম। তখন এক লোক মাসজিদে প্রবেশ করে কিবলামুখী হলো। এরপর সালাতে দাঁড়ালো। সালাত শেষ করে এসে লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং উপস্থিত সকলকে সালাম বললো। তিনি তার সালামের জবাব দিয়ে বললেন: যাও গিয়ে আবার সালাত পড়ো, কারণ তুমি সালাত পড়নি। লোকটি ফিরে গিয়ে আবার সালাত পড়লো। আমরা তার সালাতকে নিরিক্ষণ করছিলাম, কিন্তু বুঝতে পারছিলাম না যে, তাতে কী ভুল হচ্ছে। সালাত শেষ করে এসে সে পুনরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং উপস্থিত সকলকে সালাম বললো। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালামের জবাব দিয়ে বললেন: যাও গিয়ে সালাত পড়ো, কারণ তুমি সালাত পড়নি। বর্ণনাকারী হাম্মাম বলেন, আমার স্মরণ নেই যে, এভাবে তিনি দুইবার না তিনবার তাকে ফিরিয়ে দিলেন। (এবার) লোকটি বললো, আমি চেষ্টায় ক্রটি করিনি। আমি বুঝতে পারছি না যে, আমার সালাতের কোন্ অংশটি ক্রটিপূর্ণ হয়েছে। অত:পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমাদের কারো সালাত পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, প্রথমত: আল্লাহ

যেভাবে তাকে আদেশ করেছেন সেভাবে সে (ইসবাগুল উযূ) পূর্ণরূপে উযূ করবে। সে তার মুখমন্ডল ধৌত করবে, দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধুবে, মাথা মাসেহ করবে এবং দুই পা গোড়ালি পর্যন্ত ধুবে। এরপর সে তাকবীর বলবে, সানা পড়বে এবং কোরআন থেকে মহান আল্লাহ তাকে পড়ার যে সামর্থ দিয়েছেন তা পড়বে। এরপর তাকবীর বলে রুকূ'তে যাবে। (রুকূ'তে) সে তার দুই হাতের তালুকে এমনভাবে দুই হাটুর উপর রাখবে যে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ধীরস্থির হয়ে থাকবে। এরপর 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে এমনভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াবে যে, তার মেরুদন্ড সোজা থাকবে এবং প্রতিটি হাড় যথাস্থানে থাকবে। এরপর তাকবীর বলে সাজদায় যাবে এবং তার চেহারাকে (মাটিতে) স্থির করবে। (বর্ণনাকারী) হাম্মাম বলেন, অথবা তিনি বলেছেন, তার কপালকে এমনভাবে মাটিতে স্থাপন করবে যে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো স্থির হয়ে অবস্থান করবে। অত:পর তাকবীর বলে সোজা হয়ে বসবে এবং মেরুদন্ডকে সোজা রাখবে। এভাবে তিনি চার রাক'আত সালাতের বর্ণনা দিয়ে শেষ করলেন। তারপর বললেন: এভাবে না করলে তোমাদের কারো সালাত পরিপূর্ণ হবে না।[১৩৪]

উপরোক্ত এ সকল বর্ণনা থেকে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে যে, রুকূ'-সাজদাহ ইত্যাদি যথাযথভাবে আদায় করা সালাতের পরিপূর্ণতার জন্য অত্যাবশ্যক। চাই সে সালাত ফারয হোক কিংবা নাফল। আর সালাত পরিপূর্ণ না হলে দীনও অপরিপূর্ণ থাকলো। তাই যথাযথভাবে সালাত আদায়ের ব্যাপারে আমাদের সকলেরই আরো যত্নবান হওয়া উচিত।

হাদীসটির শিক্ষা:

- ঈমানের পর সালাতই ইসলামের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ।
- উযূর পরিপূর্ণতা সালাতের পরিপূর্ণতার জন্য পূর্বশর্ত।
- কিরাআত, রুকূ', তাসমী'[১৩৫], সাজদাহ ও জুলূস ইত্যাদি সালাতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এগুলোর প্রত্যেকটিতেই ধীরস্থিরতা ও একাগ্রতা জরুরী।
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মাতের কর্মকান্ডকে নিরিক্ষণ করতেন এবং সাথে সাথে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করতেন।

---

১৩৪ সুনানুদ দারিমী, (بَاب فِي الذي لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ) খ. ১, পৃ. ৩৫০, হা. নং- ১৩২৯

১৩৫ রুকূ' এর পর 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে সোজা হয়ে দাঁড়ানোকে তাসমী' বলা হয়।

- সালাতের পরিপূর্ণতার জন্য (খুশূ' খুদূ') একনিষ্ঠতা ও একাগ্রতা অত্যন্ত জরুরী ।
- সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় সোজা হয়ে পরিপূর্ণরূপে দাঁড়াতে হবে এবং বসা অবস্থায় সোজা হয়ে পরিপূর্ণরূপে বসতে হবে।
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন উম্মাতের বাস্তব প্রশিক্ষক।
- সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষাগুলোকে তাৎক্ষণিকভাবে মেনে নেয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন।
- নিজেদের সকল চেষ্টা শেষ হয়ে গেলেই তারা ক্ষান্ত হয়ে যেতেন না; বরং সর্বোত্তমটি জানার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারস্থ হতেন।
- রুকূ' সাজদাহ ইত্যাদিতে অপরিপূর্ণতাকে হাদীসের পরিভাষায় সালাতে চুরি করা হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে।
- সালাত ফারয হোক কিংবা নাফল তাতে ধীরস্থিরতা ও একাগ্রতা অবলম্বন করা জরুরী।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানো পদ্ধতিতে পরিপূর্ণতার সাথে সালাত আদায় করার তাওফীক দান করুন। সালাতে খুশূ' এবং খুদূ' অবলম্বনের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার সৌভাগ্য নসীব করুন। আমীন।।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

------o------

হাদীস নং- ১৫

দু:শ্চিন্তা লাঘবে মু'মিনের করণীয়

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ .

হাদীসটির সরল অনুবাদ:

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি সদা ইস্তিগফার করতে থাকে, মহান আল্লাহ তার সকল দুশ্চিন্তা লাঘব করে দেন, তার সকল কাঠিন্য দূর করেন এবং এমনভাবে তাকে রিয্ক দেন যা সে কল্পনাও করে না।[১৩৬]

রাবী/বর্ণনাকারীর পরিচয়:

দারসুল হাদীস 'সিরিজ- ৪' এর তিন নং হাদীসে দেয়া হয়েছে।

হাদীসটির আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্ব:

হাদীসটিতে দু:শ্চিন্তা লাঘবে একজন মু'মিনের করণীয় কী তা আলোচনা করা হয়েছে। মানুষ যখন দু:শ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়ে, তখন মহান আল্লাহর স্মরণ তাকে আশ্বস্ত করে। সে মহান প্রভুর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে পারলে নিজেকে হালকা বোধ করে। আর সত্যি সত্যি ক্ষমা লাভ করতে পেরেছে বলে অনুভূত হলে সে সত্যিই দু:শ্চিন্তা মুক্ত হয়ে যায়। কেননা তিনি কোনো বান্দাহর পাশে থাকলে এবং তাঁর থেকে ক্ষমা পেয়ে গেলে বান্দাহর আর দু:শ্চিন্তার কোনো কারণই থাকে না। তাছাড়া মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাহর প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করতে এবং তাকে তার পাপরাশি থেকে মুক্ত করার জন্যে ক্ষমা করতে ব্যকুল থাকেন। তিনি চান যে, বান্দারা তাঁর দ্বারস্থ হোক, তাঁর কাছে চাক। বান্দারা ভুল করে করে তাঁর কাছে

---

১৩৬. আলবাইহাকী, আস্সুনানুল কুবরা, খ. ৩, পৃ. ৪৯০, হা. নং- ৬৪২১; আল মু'জামুল কাবীর, খ. ১০, পৃ. ২৮১, হা. নং- ১০৬৬৫; সুনান আবী দাউদ, খ. ২, পৃ. ৮৫, হা. নং- ১৫১৮; সুনান ইবন মাজাহ, খ. ২, পৃ. ১২৫৪, হা. নং- ৩৮১৯ (শাইখ আলবানী ইবনু মাজার বর্ণনাটিকে দূর্বল বলেছেন। তবে ইবনু মাজার ৩৮১৮ নং হাদীস طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا টিকে তিনি সাহীহ বলেছেন)।

ক্ষমা চাইলে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করতে পছন্দ করেন। আলকোরআনে মহান আল্লাহ তাঁর কাছে চাওয়া বা প্রার্থনা করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ .

"আর তোমাদের পালনকর্তা বলেছেন: তোমরা আমাকে ডাক, আমি (তোমাদের ডাকে) সাড়া দেব। যারা আমার 'ইবাদাতে অহংকার করে তারা সত্বরই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে"।[১৩৭] মহান আল্লাহ আরো বলেন:

ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ .

"তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক, কাকুতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে। তিনি সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না"।[১৩৮]

ভুল করে ফেলা বা ভুল হয়ে যাওয়া মানুষের বেলায় অতি সাধারণ বিষয়। কিন্তু ভুলের উপর চলতে থাকা বা ভুল থেকে সরে না আসাই হলো অন্যায়। তাই যারা ভুল করার পর অতিসত্বর তা থেকে ফিরে আসে, মহান আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন। তিনি ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ .

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন, যারা পাপ থেকে ফিরে থাকে ও পবিত্রতার পথে চলে"।[১৩৯]

বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী সকল মানুষই স্বভাবগতভাবে ত্রুটিপ্রবণ। সে অবলিলাক্রমে ত্রুটি করে ফেলে এবং ত্রুটিতে মত্ত হয়ে থাকে। কিন্তু পরক্ষণে নিজের বিবেকবোধের কারণে আবার সে লজ্জিতও হয়। বিশেষ করে একজন মু'মিন যখন কোনো পাপ করে ফেলে তখন সে নিজের কৃত পাপের জন্য দু:শ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আলোচ্য হাদীসটি দু:শ্চিন্তামুক্ত হয়ে একজন মু'মিনকে মহান আল্লাহর ক্ষমা লাভের উপায় বলে দেয়। তাই এটি মানব জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

---

১৩৭. আলকোরআন: সূরা মু'মিন, ৪০:৬০
১৩৮. আলকোরআন: সূরা আল আ'রাফ, ৭:৫৫
১৩৯. আলকোরআন: সূরা আলবাকারাহ, ২:২২২

হাদীসটির ব্যাখ্যা:

ভুল ও অন্যায় করে ফেলা মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। তাই ভুল ও অন্যায় হয়ে গেলেই সে নিন্দনীয় হয়ে যায় না। বরং ভুল ও অন্যায়ের উপর অবিচল থাকলে সে হয় নিন্দনীয়। আর নিজের ভুল ও অন্যায় স্বীকার করে নিয়ে তা থেকে ফিরে আসলে সে হয় পছন্দনীয়। ভুল পথ থেকে ফিরে আসায় মহান আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাকে ভালবাসেন। এ প্রসঙ্গে এক হাদীসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ بَنِيْ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ .

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: প্রত্যেক মানব সন্তানই ভুল করে। আর ভুলকারীদের মধ্যে উত্তম হলো তারাই যারা বেশি বেশি তাওবাহ করে।[১৪০]

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে অপর এক হাদীসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ بِضَالَّتِهِ إِذَا وَجَدَهَا .

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: তোমরা কেউ তোমাদের হারানো জিনিস পেয়ে গেলে যত আনন্দিত হও, নি:সন্দেহে তোমরা কেউ (পাপ করার পর) তাওবাহ করলে মহান আল্লাহ তার চেয়েও বেশি আনন্দিত হন।[১৪১]

দিন শেষে রাতের বেলায় বান্দাহ তার প্রভুর কাছে ধরনা দেবে, নিজের ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা চাইবে, নিজের সকল প্রয়োজনের কথা তাঁর কাছে বলবে- এটাই প্রভুর পছন্দ। তাই প্রতি রাতেরই শেষ তৃতীয়াংশে তিনি প্রথম আসমানে নেমে এসে বান্দাদেরকে এ আহবানই করতে থাকেন। বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে-

---

১৪০. সুনান আদ দারিমী, খ. ২, পৃ. ৩৯২, হা. নং- ২৭২৭; সুনান ইবন মাজাহ, খ. ২, পৃ. ১৪২০, হা. নং- ৪২৫১ ও সুনান আত তিরমিযী, খ. ৪, পৃ. ৬৫৯, হা. নং- ২৪৯৯

১৪১. সাহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২১০২, হাদীস নং- ২৬৭৫

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وَسَلَّمَ قَالَ: يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُوْلُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ .

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: যখন প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকি থাকে, তখন আমাদের রাব্ব তাবারাকা ওয়া তা'আলা নিকটবর্তী আসমানে অবতীর্ণ হন এবং বলতে থাকেন: কে আছ যে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আছ যে আমার কাছে কিছু চাবে? আমি তাকে তা দিয়ে দেব। কে আছ যে আমার কাছে ক্ষমা চাবে? আমি তাকে ক্ষমা করে দেব।[১৪২]

এই হাদীসটি প্রথমত মহান আল্লাহর অবস্থান নির্দেশ করে। কেননা এতে বলা হয়েছে যে, তিনি প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আসমানে নাযিল হন। আর নাযিল হওয়া যেহেতু উপর থেকে নিচের দিকে হয়। অতএব মহান আল্লাহর অবস্থান উপরে। তাছাড়া কোরআন এবং সুন্নাহ দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, মহান আল্লাহ সপ্ত আকাশের উপরে তাঁর 'আরশে অবস্থান করেন। মহান আল্লাহর অবস্থান সংক্রান্ত এটিই হলো আহলুস্ সুন্নাতি ওয়াল জামা'আতের 'আকীদাহ। অনেকে মনে করে যে, মহান আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। একথাটি সঠিক নয়। বরং তাঁর কর্তৃত্ব সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। তবে তিনি সর্বত্র অবস্থান করেন না।

সাধারণত: মানুষ যখন আল্লাহর নিকট কিছু চায়, তখন সে উপরের দিকে হাত উত্তোলন করেই চায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

إِنَّ اللهَ يَسْتَحِيْ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا .

নিশ্চয়ই বান্দাহ যখন তার দুই হাত মহান আল্লাহর দিকে উত্তোলন করে, তখন তিনি তা খালি ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।[১৪৩]

এমনকি কখনো কখনো কোন হিন্দুকেও এভাবে বলতে শুনা যায় যে, 'উপরওয়ালা দেখছেন, তিনি তোর বিচার করবেন'। একথা সে তখনই বলে যখন কেউ তার অধিকার হরণ করে, অথবা কোন অবস্থাতেই সে তার অধিকার আদায় করতে পারছে না। এখানে সে উপরওয়ালা বলতে নি:সন্দেহে আল্লাহ

---

১৪২. সাহীহুল বুখারী, খ. ১, পৃ. ৩৮৪, হা. নং- ১০৯৪ ও সাহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৫২১, হা. নং- ৭৫৮

১৪৩. সুনানুত্ তিরমিযি, হাদীস নং- ৩৫৫১, সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং- ১৪৮৮, সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং- ৩৮৬৫

তা'আলাকেই বুঝিয়েছে।

রাতের শেষ তৃতীয়াংশে মহান আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন বলে একথা জানিয়ে দেয়া হলো যে, মহান প্রভুর সান্নিধ্য লাভের ও তাঁর কাছে কিছু চাওয়ার এবং তাঁর থেকে তা পাওয়ার সর্বোত্তম সময় হলো রাতের শেষ তৃতীয়াংশ।

সুতরাং ভুলকারী মু'মিনদের মধ্যে তারাই ভাল যারা তাদের ভুল থেকে ফিরে আসতে চায়। আর নিজের ভুল থেকে ফিরে আসার দৃঢ় প্রত্যয় যাদের আছে তারাই ইস্তিগফার করে নিজের প্রভুর কাছে ক্ষমা চায়। তখন প্রভু তাকে ক্ষমা করে দেন এবং তার অশান্ত মনকে শান্ত করেন, তার দু:শ্চিন্তাকে লাঘব করেন। সেই সাথে তার সকল কাজকে করে দেন সহজ এবং এমন উৎস থেকে তার রিয্‌ক এর ব্যবস্থা করে দেন যা সে কল্পনাও করেনি।

হাদীসটির শিক্ষা:

- মহান আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, ক্ষমা করাই তাঁর পছন্দ।
- সর্বদা ক্ষমা চাইতে থাকা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও কৃপা লাভের উপায়।
- ভুল করে ফেলা মানুষের অভ্যাস; আর ক্ষমা করে দেয়া মহান আল্লাহর চিরন্তন রীতি।
- বান্দাহ ভুল করার পর ক্ষমা চাবে এটিই মহান আল্লাহর পছন্দ। আর ভুলের উপর অটুট থাকাকে তিনি একেবারেই অপছন্দ করেন।
- বান্দাহ ভুল করে প্রভুর দ্বারস্থ হলে তিনি তাকে ক্ষমা করতে খুবই পছন্দ করেন।
- ভুলের পুনরাবৃত্তি হওয়া অসম্ভব নয়। বান্দাহ বারবার ভুল করে যদি বারবার ক্ষমা চায় তাতেও তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন।
- মহান আল্লাহ এটাই পছন্দ করেন যে, বান্দাহ তাঁর কাছে নতি স্বীকার করুক।
- ভুলের কথা মনে থাকুক অথবা না থাকুক, ভুল জ্ঞাতসারে হোক অথবা অজ্ঞাতসারে হোক, সর্বদা ক্ষমা চাইতে থাকাই বুদ্ধিমান মু'মিনের পরিচায়ক।
- যারা নিজেদেরকে নির্ভুল মনে করে তারা অহংকারী। আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন না।
- অহংকার করা কেবল মহান আল্লাহর জন্যই সাজে। বান্দাহ কোন অবস্থাতেই কখনো অহংকার করতে পারে না।

- মহান আল্লাহর অবস্থান সপ্ত আকাশের উপরে তাঁর 'আরশে।
- বান্দাহ তার নিজের ভুল থেকে ফিরে আসলে মহান আল্লাহ সর্বাধিক খুশী হন।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে নিজেদের ভুলক্রটিগুলো উপলব্ধি করে সর্বদা ইস্তিগফারে লিপ্ত থাকার তাওফীক দিন। সকল প্রকার বিপদাপদে দু:শ্চিন্তা মুক্ত রাখুন। যে কোনো পরিস্থিতিতে বিচলিত না হয়ে মহান আল্লাহর ক্ষমা ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করার যোগ্যতা প্রদান করুন। আমীন।।

رَبَنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِ الْعَالَمِيْنَ.
وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

একটি বিশেষ নিবেদন

এ বইয়ের বিষয়বস্তু, বক্তব্য ও উপস্থাপনা যদি সত্যি সত্যি আপনার কাছে ভাল লেগে থাকে এবং তা আপনার আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশি ও বন্ধু-বান্ধবের জন্য উপযোগী হবে বলে আপনি মনে করেন, তাহলে লেখকের সঙ্গে যোগাযোগ করে তা বিনামূল্যে অথবা স্বল্পমূল্যে তাদের কাছে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করুন । এটি নিঃসন্দেহে আপনার জন্য সাদাকায়ে জারিয়াহ বলে গণ্য হবে ইন-শা-আল্লাহ । মহান আল্লাহ আপনাকে এর উত্তম প্রতিফল দান করুন । আমীন ।।

বিনীত
লেখক
০১৭৬৬৬৮২১৮৫
০১৭১১৭৩৯৫২৬
sabiiucdc@gmail.com

লেখকের আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বই

- **Fundamental Beliefs of a Pure Muslim**
  WAMY, Bangladesh office, Dhaka.
- **The Government and Politics in Islam**
  Noor Publications, Dhaka.
- **বিদ'আতের পরিচয় ও পরিণাম**
  বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।
- **'ইবাদাত**
  বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।
- **ইসলাম নির্দেশিত পানাহার পদ্ধতি**
  বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।
- **আত্ তাওহীদ**
  বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।
- **আলকোরআন ও আস্‌সুন্নাহর আলোকে ভোট**
  দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টাডি ফোরাম, ঢাকা।
- **দারসুল হাদীস সিরিজ-১**
  বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।
- **দারসুল হাদীস সিরিজ-২**
  বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।
- **দারসুল হাদীস সিরিজ-৩**
  বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।
- **দারসুল হাদীস সিরিজ-৪**
  নূর পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
- **আলকোরআন তিলাওয়াতের আদাবসমূহ**
  এপিক পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ঢাকা।
- **আরকানুল ঈমান**
  নূর পাবলিকেশন্স, ঢাকা।